সাফল্যের ১৫ বছর

২০০৯-২০২৩

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

(আইএমইডি)

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩

সাফল্যের ১৫ বছর
২০০৯-২০২৩
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
(আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩

"একজন মানুষ হিসাবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি।
একজন বাঙালি হিসাবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়।
এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা,
যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।"

- শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

“জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
শোষণ-বঞ্চনামুক্ত একটি সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন।
আসুন, স্মার্ট দেশ গড়ার মাধ্যমে
একটি সুখী-সমৃদ্ধ অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তুলে
আমরা তার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করি।
এদেশের সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফোটাই।”

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ৬ জানুয়ারি ২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রকল্পের যথার্থ বাস্তবায়ন এবং স্বচ্ছ ক্রয় ব্যবস্থাপনা অনস্বীকার্য। বিষয় দুইটি নিয়ে কাজ করে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রতিটি প্রকল্প সরকারের সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা (Integrated Development Planning) এর অংশ। কাজের গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এডিপিভুক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা, প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রণয়নসহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এনইসি, একনেক, মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংশ্লিষ্টদের জন্য ত্রৈমাসিক, বার্ষিক প্রাতিবেদন প্রণয়ন করে আসছে এ বিভাগ। পাশাপাশি সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও সময়াবদ্ধ করতে আইন, বিধি প্রণয়ন, ই-জিপি সিস্টেম চালুকরণ এবং এর সংরক্ষণ ও হালকরণ অব্যাহত রেখেছে।

আমি জেনে আনন্দিত যে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আইএমইডি'র সফল ভূমিকা সংকলন আকারে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী উন্নয়ন ইতিহাসে ২০০৯ থেকে ২০২৩ সাল একটি উল্লেখযোগ্য সময়। এ সময়কালে আইএমইডি'র প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্বের সফলতা স্মারক "সাফল্যের ১৫ বছর: ২০০৯-২০২৩" সংকলনটি প্রকাশ সময়ের প্রয়োজন। আমি এ প্রকাশনার সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(এম.এ. মান্নান, এমপি)

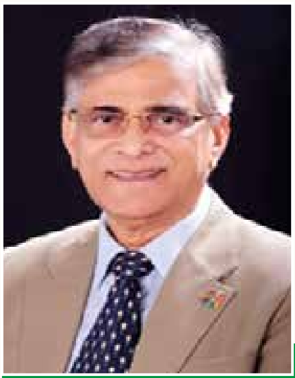

প্রতিমন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রকল্প বিশেষভাবে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৭৫ সালে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যুরো (পিআইবি) গঠন করা হয়। কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৭৭ সালে 'পিআইবি' প্রজেক্ট মনিটরিং ডিভিশন নামে স্বতন্ত্র একটি বিভাগে উন্নীত হয়। এরপর ১৯৮২ সালে বিভাগটির নাম হয় বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের মূল দায়িত্ব হলো সরকারি খাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা। রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬ এর এলোকেশন অব বিজনেসের অনুচ্ছেদ ৩২(সি) অনুযায়ী আইএমই বিভাগ কর্তৃক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, প্রকল্পওয়ারী তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে চাহিদা মোতাবেক সাময়িক, ত্রৈমাসিক ও বাৎসরিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকটি উপস্থাপন, মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান, সরেজমিনে প্রকল্প পরিদর্শন এবং প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণে আইএমইডি প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করেছে। প্রকল্প মনিটরিং এ PMIS (Project Management Information System) এবং সরকারি ক্রয় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ই-জিপি সিস্টেম উল্লেখযোগ্য।

সরকারের উন্নয়ন ভাবনায় ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে নীতি-কৌশল রয়েছে তা বাস্তবায়নে এডিপিভুক্ত প্রকল্পের সঠিক তদারকিকরণে আইএমইডি'র সাফল্য বিশেষ করে ২০০৯ থেকে ২০২৩ অবধি পুস্তিকাবদ্ধ করার প্রয়াসকে আমি সাধুবাদ জানাই।

দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে আইএমইডি'র ভূমিকা এবং সাফল্যগাথা প্রকাশ তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে মর্মে আশা রাখছি।

(ড. শামসুল আলম)

সচিব
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) সফল বাস্তবায়ন নিয়ে কাজ করছে। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নকল্পে সরকারের মিশন ও ভিশন অর্জনে রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬ এর এলোকেশন অব বিজনেস এর অনুচ্ছেদ ৩২(সি) অনুযায়ী আইএমই বিভাগ কর্তৃক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'র আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, প্রকল্পওয়ারী তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে চাহিদা মোতাবেক সাময়িক, ত্রৈমাসিক ও বাৎসরিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন, মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান এবং সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত আইন ও বিধি প্রণয়নসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এছাড়া, প্রতিবছর আইএমইডি 'বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা প্রতিবেদন' পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করে থাকে যা প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যভান্ডার স্বরূপ।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী,স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যুরো (পিআইবি) এর সম্প্রসারিত প্রতিষ্ঠান বর্তমানে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এর দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ২০০৯ থেকে ২০২৩ সাল একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। বর্তমান সরকারের দক্ষ নেতৃত্বের কারণে প্রতিবছর এডিপির কলেবর এবং ব্যয় সক্ষমতা পূর্ববর্তী বছর অপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে মোট প্রকল্প সংখ্যা ছিল ৯৩১টি এবং এডিপি বরাদ্দ ছিল ২৬৫০০ কোটি টাকা। ২০০৯-১০ অর্থবছরে মোট প্রকল্প সংখ্যা ছিল ১০৯০টি এবং এডিপি বরাদ্দ ছিল ২৮৫০০ কোটি টাকা। পরবর্তীতে প্রকল্প সংখ্যা এবং এডিপি বরাদ্দ অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে হয়েছে ২৭৪৬৭.০২ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সংখ্যা হয়েছে ১৩৯২টি।

এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে আইএমইডি সীমিত জনবল নিয়ে দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে অদম্যভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প পরিদর্শন আইএমইডির একটি নিয়মিত কাজ। বিগত ০৩ (তিন) অর্থ বছরে আইএমইডি কর্তৃক এডিপিভুক্ত মোট ১৪৮৭টি চলমান প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়েছে। এছাড়াও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের চলমান প্রকল্পসমূহের নিবিড় পরিবীক্ষণ এবং সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং সেগুলি বই আকারে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। বিগত তিন অর্থবছরে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে মোট ১২৪টি চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ এবং ৪২টি সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়েছে।

দেশের সকল জেলায় জেলা প্রশাসকদের সমন্বয়কারী হিসেবে রেখে আইএমইডি থেকে সচিব মহোদয়ের অনলাইন সভাপতিত্বের মাধ্যমে জেলা ও উপজেলায় চলমান প্রকল্পসমূহ মনিটর করা হয়ে থাকে যা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রকল্প তদারকিকরণের একটি উদাহরণ। এ প্রক্রিয়াটি ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে শুরু করা হয়েছে। এছাড়া বিভাগীয় সমন্বয় সভায় আইএমইডি এর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার মাধ্যমে বিভাগভুক্ত প্রকল্পসমূহ মনিটর করা হয়।

প্রকল্পের সফলতা নির্ভর করে যথাযথ ক্রয় প্রক্রিয়ার উপর। আইএমইডি এর আওতাধীন সিপিটিইউ ২০১১ সালের ০২ জুন উদ্ভাবন করে জাতীয় ইলেকট্রনিক গর্ভনমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) সিস্টেম। পোর্টালটি উদ্বোধনের মাধ্যমে সরকারের ক্রয় ব্যবস্থা ডিজিটাইজেশন করা হয় যা একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এটির সম্প্রসারণ অব্যাহত আছে। বর্তমানে ই-জিপি সিস্টেমে নিবন্ধিত সরকারি ক্রয়কারী সংস্থার সংখ্যা ১৪৩৭টি। এ ছাড়াও ই-জিপি সিস্টেমে ই-অডিট মডিউলের মাধ্যমে সরকারি ক্রয়ের নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যার মাধ্যমে কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (সিএন্ডজি)

অফিসের কর্মকর্তাগণ ই-জিপিতে ই-অডিট মডিউলের মাধ্যমে নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবেন। ই-জিপি এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদনকল্পেও ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সম্প্রতি সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় ই-পেমেন্ট চালু হয়েছে।

২০১৮ সালের ২৬ নভেম্বর PMIS (Project Management Information System) প্রণয়নের মাধ্যমে প্রজেক্ট মনিটরিং এর আধুনিকায়ন ঘটে। বর্তমানে PMIS এর আপগ্রেডেড ডিজিটাল ভার্সন e-PMIS প্রস্তুত করা হয়েছে। সফটওয়্যারটিতে তথ্যের দৃশ্যমানতা, বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সহজীকরণের জন্য স্ট্যান্ডার্ড প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের সকল উপকরণ রয়েছে। যেখানে NID, AMS, e-GP, iBAS++ সহ পরিকল্পনা কমিশনের চচঝ (Project Planning System) এর সাথে ইন্টিগ্রেশন করা হয়েছে। স্বল্প ব্যয়ে, স্বল্প সময়ে, যে কোন প্রান্ত থেকে প্রজেক্ট মনিটরিং, প্রতিবেদন প্রণয়নসহ স্মার্ট প্রজেক্ট ব্যবস্থাপনার নাম e-PMIS। প্রকল্পের যথাযথ মনিটরিংকল্পে ২০২১-২২ অর্থবছরে আইএমই বিভাগ ৩টি আধুনিক ড্রোন ক্রয় করে এবং ড্রোন পরিচালনা বিষয়ে এ যাবৎ ১২০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১২টি প্রকল্প ড্রোন ব্যবহার করে পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) অর্জনসহ বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরের জন্য মাননীয় সরকার প্রধান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব ও যুগোপযোগী পরামর্শ দ্বারা প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রদেয় দায়িত্বাবলী আইএমই বিভাগ যথাযথভাবে পালনে সদা প্রত্যয়ী।

আইএমইডি এর ২০০৯ থেকে ২০২৩ সালের কার্যক্রম নিয়ে "সাফল্যের ১৫ বছর: ২০০৯-২০২৩" সংকলনটি এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের পরিবীক্ষণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন বিষয়ক একটি উজ্জ্বল দলিল। সংকলনটি প্রণয়নের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডে আইএমই বিভাগ এর দৃঢ় অবস্থান আরও দৃঢ়তর হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

(আবুল কাশেম মোঃ মহিউদ্দিন)

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়: আইএমইডি পরিচিতি	**০১-০৭**
১.০ ভূমিকা	০৩
১.১ ইতিহাস	০৩
১.২ ভিশন	০৩
১.৩ মিশন	০৩
১.৪ কার্যাবলী	০৩
১.৫ জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো	০৪
দ্বিতীয় অধ্যায়: মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি	**০৯-১৮**
২.১ পদ সৃজন	১১
২.২ নিয়োগ ও পদোন্নতি	১২
২.৩ দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ	১৩
২.৪ সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ	১৪
২.৫ সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি	১৪
২.৬ সরকারি ক্রয় বিষয়ক জাতীয় ক্রয় প্রশিক্ষক ও পেশাদারিত্বসম্পন্ন কর্মকর্তা তৈরি	১৫
২.৭ ই-জিপি সিস্টেমের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান	১৫
২.৮ প্রকল্প ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান	১৬
২.৯ ই-পিএমআইএস (ইলেকট্রনিক প্রকল্প ব্যবস্থাপনার তথ্য সিস্টেম)-এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান	১৬
২.১০ ওয়েবিনার আয়োজন	১৭
২.১১ লার্নিং সেশন আয়োজন	১৮
তৃতীয় অধ্যায়: আইএমইডি'র অর্জন	**১৯-৩৪**
৩.১ প্রকল্প অনুমোদনে আইএমইডি'র ভূমিকা	২১
৩.২ এডিপি বাস্তবায়ন	২১
৩.৩ চলমান প্রকল্প পরিদর্শন	২৪
৩.৪ চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ	২৬
৩.৫ সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন	২৬
৩.৬ সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন	২৭
৩.৭ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়ন	২৭
৩.৮ জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তরভিত্তিক প্রতিবেদন প্রণয়ন	২৮
৩.৯ বিভাগীয় উন্নয়ন কমিটির সভায় আইএমইডি'র প্রতিনিধিত্ব	২৮

বিবরণ	পৃষ্ঠা
৩.১০ প্রকল্প পরিবীক্ষণে ভিডিও কনফারেন্স	২৯
৩.১১ প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার	২৯
৩.১২ প্রকল্প পরিদর্শনে ড্রোন প্রযুক্তির ব্যবহার	৩১
৩.১৩ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট গবেষণা	৩১
৩.১৪ বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন	৩২
৩.১৫ সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার	৩২
৩.১৬ নান্দনিক কর্মপরিবেশ সৃষ্টি	৩২
চতুর্থ অধ্যায়: সরকারি ক্রয় ব্যবস্থার উন্নয়ন	**৩৫-৪৬**
৪.১ সরকারি ক্রয়ে ডিজিটাইজেশন অর্থাৎ ই-জিপি (e-GP) প্রবর্তন	৩৭
৪.২ সরকারি ক্রয় বাতায়ন (Citizen Portal)	৪২
৪.৩ টেন্ডারার্স ডাটাবেজ প্রণয়ন	৪৩
৪.৪ ই-সিএমএস (ইলেক্ট্রনিক চুক্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি) তৈরি	৪৪
৪.৫ সরকারি ক্রয়ে জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা সৃষ্টি	৪৪
পঞ্চম অধ্যায়: আইএমইডি'র উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ	**৪৭-৫৩**
৫.১ "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিফর্ম প্রজেক্ট (৩য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প	৫০
৫.২ "Enhancing Institutional Capacity of IMED (EICI) (1st Revised)" শীর্ষক প্রকল্প	৫০
৫.৩ "স্ট্রেংদেনিং মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন ক্যাপাবিলিটিস অব আইএমইডি (এসএমইসিআই) (৩য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প	৫১
৫.৪ "Digitizing Implementation Monitoring and Public Procurement Project (DIMAPPP)" শীর্ষক প্রকল্প	৫২
৫.৫ "Capacity Development for Monitoring and Reporting to Increase the Effective Coverage of Basic Social Services (ECBSS) for Children and Women in Bangladesh (Phase-2)" শীর্ষক প্রকল্প	৫২
৫.৬ "ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতির কার্যকর ব্যবহারে আইএমইডি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি" শীর্ষক প্রকল্প	৫৩
ষষ্ঠ অধ্যায়: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত সিদ্ধান্ত ও এনইসি'র অনুশাসন বাস্তবায়ন	**৫৫-৫৮**
৬.১ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন	৫৭
৬.২ এনইসি'র অনুশাসন ও বাস্তবায়ন	৫৮
সপ্তম অধ্যায়: ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ	**৫৯-৭৯**
৭.১ ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্পের তালিকাভুক্তির প্রেক্ষাপট	৬১
৭.২ ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্প তালিকাভুক্তির উদ্দেশ্য	৬১
৭.৩ ফাস্ট ট্র্যাকভুক্ত প্রকল্পের বিবরণ	৬১
৭.৪ চলমান ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্পসমূহ	৬২

বিবরণ	পৃষ্ঠা
৭.৪.১ পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প	৬৩
৭.৪.২ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প	৬৪
৭.৪.৩ ২×৬৬০ মেগাওয়াট মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রকল্প (রামপাল)	৬৫
৭.৪.৪ মহেশখালী-মাতারবাড়ি সমন্বিত অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম (MIDI)	৬৭
৭.৪.৫ ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প	৬৮
৭.৪.৬ পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ প্রকল্প	৬৯
৭.৪.৭ পদ্মা সেতু রেল সংযোগ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	৭১
৭.৪.৮ দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	৭৩
৭.৫ ফাস্ট ট্র্যাকভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত)	৭৫
৭.৬ ফাস্ট ট্র্যাকভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ	৭৭
অষ্টম অধ্যায়: এপিএ'র লক্ষ্যপূরণে আইএমইডি'র সাফল্য	**৮১-৮৪**
৮.১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	৮৩
৮.২ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-তে আইএমইডি'র অবস্থান	৮৪
নবম অধ্যায়: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন	**৮৫-৯৪**
৯.১ ২০০৯-২০২৩ পর্যন্ত সময়ে উল্লেখযোগ্য ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনের তালিকা	৮৭
৯.২ প্রশিক্ষণ	৯২
৯.৩ ই-নথির ব্যবহার	৯২
৯.৪ আইএমইডি'র ওয়েবপোর্টাল (তথ্য বাতায়ন)	৯২
৯.৫ ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা	৯৩
৯.৬ ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিষয় ভিত্তিক কর্মশালা	৯৩
৯.৭ দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শন	৯৩
দশম অধ্যায়: শুদ্ধাচার	**৯৫-৯৮**
১০.১ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় শুদ্ধাচার	৯৭
১০.২ তথ্য অধিকার	৯৭
১০.৩ ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়ন	৯৭
১০.৪ সরকারি ক্রয় কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ	৯৭
১০.৫ শুদ্ধাচার পুরস্কার	৯৭
১০.৬ শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ সহায়ক কার্যক্রম	৯৮
১০.৭ দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন	৯৮
১০.৮ সুশাসন প্রতিষ্ঠা	৯৮

বিবরণ	পৃষ্ঠা
একাদশ অধ্যায়: ভবিষ্যত প্রক্ষেপণ ও কর্ম-পরিকল্পনা	৯৯-১০১
দ্বাদশ অধ্যায়: আইন/ বিধিমালা/ পরিপত্র/ প্রজ্ঞাপন	১০৩-১০৫
ত্রয়োদশ অধ্যায়: আলোকচিত্র	১০৭-১২৪

প্রথম অধ্যায়

আইএমইডি পরিচিতি

১.০ ভূমিকা

জাতির পিতার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান 'প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ব্যুরো (পিআইবি)' এখন কালের পরিক্রমায় 'বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)'। স্বাধীনতা উত্তর '১৯৭২-৭৩ সালের' এডিপি'র আকার ৫০১ কোটি টাকা হতে বর্তমান ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় ও দূরদর্শী নেতৃত্বে এডিপির আকার হয়েছে ২৭৪৬৭৪.০২ কোটি টাকা। কাজের গুণগত মান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং উন্নয়ন প্রকল্পের সুফল জনগণের দোরগোড়ায় যথাযথভবে পৌঁছানোই বর্তমান সময়ের অন্যতম চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে। আইএমইডির কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ নিরলসভাবে প্রকল্পসমূহের মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে পরিদর্শন ও নিবিড় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন ভাবনাকে বাস্তব রূপ দিতে ধারাবাহিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। এ কার্যকালে ২০০৯ থেকে ২০২৩ একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।

১.১ ইতিহাস

স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রকল্পের বিশেষ করে সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের মনিটরিং ও মূল্যায়ন জোরদার করার লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে 'প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যুরো (PIB)' সৃষ্টি করে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে ন্যস্ত করা হয়। কর্মপরিধি বৃদ্ধির কারণে ১৯৭৭ সালে পিআইবিকে প্রজেক্ট মনিটরিং ডিভিশন (PMD) নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগে উন্নীত করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৪ সালে প্রজেক্ট মনিটরিং ডিভিশনকে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) নামে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে আইএমইডি মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন প্রতিবেদন, নিবিড় পরিবীক্ষণ ও প্রভাব মূল্যায়নসহ বিভিন্ন বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরকে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি, বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সমস্যা ও সমস্যা উত্তরণে সুপারিশ অবহিত করে থাকে।

১.২ ভিশন

প্রকল্পের সঠিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

১.৩ মিশন

উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও দক্ষতার মাধ্যমে কার্যকর বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

১.৪ কার্যাবলী

রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬ এর অ্যালোকেশন অব বিজনেস (অনুচ্ছেদ ৩২ (সি)) অনুযায়ী বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

১. এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

২. প্রকল্পওয়ারী বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্যসংগ্রহ এবং সংকলন (Compilation)-এর মাধ্যমে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এনইসি, একনেক মন্ত্রণালয়সমূহ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের জন্য ত্রৈমাসিক, বার্ষিক এবং সাময়িক প্রতিবেদন প্রণয়ন;

৩. প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়ন সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ এবং পরামর্শ সেবা প্রদান;

৪. স্পট ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অবস্থা জানার জন্য মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন;

৫. প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় করে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যা দূরীকরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

৬. প্রয়োজনের আলোকে, প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পেশ;

৭. সিপিটিইউ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি;

৮. পিপিএ, ২০০৬ এবং পিপিআর, ২০০৮ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি; এবং

৯. সময়ে সময়ে প্রধানমন্ত্রী/পরিকল্পনা মন্ত্রী/জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য বিষয়াদি।

১.৪.১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২৪ অনুযায়ী আইএমইডি'র কার্যাবলীঃ

১. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) অন্তর্ভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

২. জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি), জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষেদর নির্বাহী কমিটি (একনেক), মন্ত্রণালয়সমূহ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলের অবগতির জন্য ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপন;

৩. প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালনপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান ও প্রতিবেদন প্রেরণ;

৪. কর্মকর্তাদের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে দক্ষতা বৃদ্ধি;

৫. সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) কর্তৃক সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত আইন ও বিধি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কার্যাবলি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান;

৬. সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি ও পেশাদারিত্ব সৃষ্টি;

৭. ই-জিপি ব্যবস্থাপনা;

৮. সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় অভিযোগ ও আপিল নিস্পত্তি এবং ক্রয়চুক্তির বাস্তবায়নোত্তর পরিবীক্ষণের মাধ্যমে সরকারি ক্রয়ে সুশাসন প্রতষ্ঠা।

১.৫ জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো

১.৫.১ জনবল

(০৩ আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত)

পদের সংখ্যা	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	মোট
অনুমোদিত	১৩১	৬০	৯২	৫৫	৩৩৮
কর্মরত	৮৭	৫০	৫৩	৪৬	২৩৬
শূন্য	৪৪	১০	৩৯	০৯	১০২

১.৫.২ আইএমইডি'র সাংগঠনিক কাঠামো

আইএমইডি'র ভিশন ও মিশন বাস্তবায়নে প্রশাসন অনুবিভাগ, সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর, সিপিটিইউ এবং ০৮টি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ০৮টি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর নির্ধারিত মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন প্রকল্প নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টরসমূহের আওতাধীন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ:

ক্রম	আইএমইডি'র সেক্টরের নাম	সেক্টরের আওতাধীন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ
(০১)	(০২)	(০৩)
০১	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-০১	# ০১। বিদ্যুৎ বিভাগ; # ০২। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ; # ০৩। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; # ০৪। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় # ০৫। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় # ০৬। আইন ও বিচার বিভাগ # ০৭। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং # ০৮। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন ।
০২	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-০২	# ০১। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ; # ০২। রেলপথ মন্ত্রণালয়; # ০৩। সেতু বিভাগ; # ০৪। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ; # ০৫। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়; # ০৬। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং # ০৭। দুর্নীতি দমন কমিশন।
০৩	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-০৩	# ০১। স্থানীয় সরকার বিভাগ; # ০২। জাতীয় সংসদ সচিবালয় এবং # ০৩। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
০৪	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-০৪	# ০১। কৃষি মন্ত্রণালয়; # ০২। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়; # ০৩। খাদ্য মন্ত্রণালয়; # ০৪। ভূমি মন্ত্রণালয়; # ০৫। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং # ০৬। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ।
০৫	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-০৫	# ০১। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ; # ০২। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ; # ০৩। জননিরাপত্তা বিভাগ; # ০৪। সুরক্ষা সেবা বিভাগ; # ০৫। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়; # ০৬। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় # ০৭। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়; # ০৮। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়; এবং # ০৯। শিল্প মন্ত্রণালয়।

ক্রম	আইএমইডি'র সেক্টরের নাম	সেক্টরের আওতাধীন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ
০৬	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-০৬	# ০১। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়; # ০২। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ; # ০৩। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ; # ০৪। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়; # ০৫। মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়; # ০৬। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং # ০৭। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ।
০৭	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-০৭	# ০১। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ; # ০২। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ; # ০৩। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়; # ০৪। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়; # ০৫। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়; # ০৬। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়; # ০৭। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়; # ০৮। অর্থ বিভাগ এবং # ০৯। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
০৮	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-০৮	# ০১। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়; # ০২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; # ০৩। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়; # ০৪। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ; # ০৫। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়; # ০৬। পরিকল্পনা বিভাগ; # ০৭। পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ; # ০৮। বাস্তবায়ন পরিববীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এবং # ০৯। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

Implementation Monitoring & Evaluation Division
Ministry of Planning
Organogram of IMED

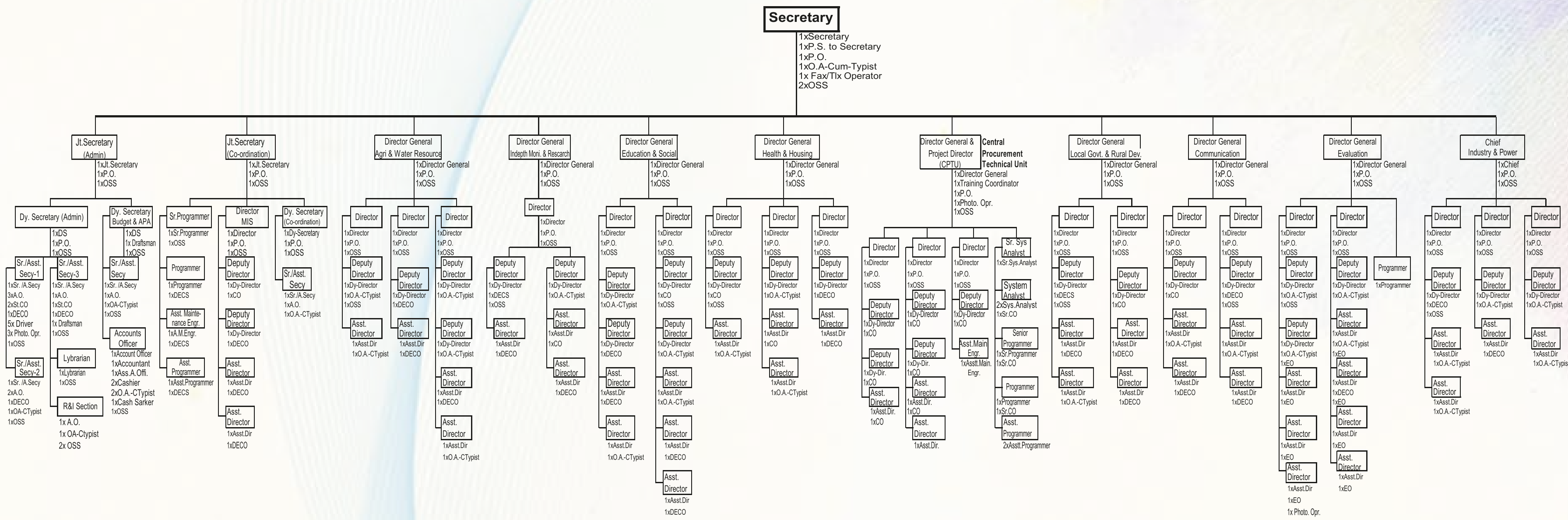

Sl. No.	Name of the Post	Existing	New Sanction	Total
1.	Secretary	1	-	**1**
2.	Chief	1	-	**1**
3.	Jt. Secretary	1	1	**2**
4.	Director General	5	3	**8**
5.	Sr. System Analyst	-	1	**1**
6.	Dy-Secretary	1	2	**3**
7.	Director	17	5	**22**
8.	System Analyst	1	1	**2**
9.	Sr. Asst. Secretary	2	3	**5**
10.	PS to Secretary	1	-	**1**
11.	Deputy Director	23	7	**30**
12.	Senior Programmer	-	2	**2**
13.	Programmer	3	-	**3**
14.	Asstant Director	30	10	**40**
15.	Training Coordinator	1	-	**1**
16.	Asstant Programmer	1	2	**3**
17.	Asstant Maintenance Engineer	1	1	**2**
18.	Accounts Officer	2	-1	**1**
19	Senior Computer Operator	1	-	**1**
Total 1st Class		**92**	**38**	**129**
20.	A.O.	7	2	**9**
21.	P.O.	25	11	**36**
22.	Lybrarian	1	-	**1**
23.	Evaluation Officer	8	,-	**8**
24	DECS	3	2	**5**
25	Ass.Ac.Officer	1	-	**1**
Total 2nd Class		**45**	**15**	**60**

Next.......-2-

Summary of Posts(IMED) - 2 -

Sl. No.	Name of the Post	Existing	New Sanction	Total
26.	Accountant	1	-	1
27.	Sr.Computer Operator	2	-	2
28.	Computer Operator	8	6	14
29.	Draftsman	2	-	2
30.	Steno-cum Computer Operator	3	-	3
31.	Cashier	2	-	2
32.	OA cum Computer Typist	27	5	32
33.	Fax/Telex Operator	1	-	1
34.	Data Entry/Control Operator	26	-	26
35.	Cash Sarker	1	-	1
36.	Driver	5	-	5
37.	Photocopy Machine Operator	5	-	5
Total 3rd Class		**83**	**11**	**94**
38.	OSS/Office Support staff **Total 4th Class**	**50**	**5**	**55**
Total 1st Class :		92	38	129
Total 2nd Class :		45	15	60
Total 3rd Class :		83	11	94
Total 4th Class :		50	5	55
Grand Total :		**270**	**69**	**338**

Transport & Equipment

Sl. No.	Trans. & Equipment		Sanctioned
1	Car	-	8
2	Microbus	-	6
3	Jeep	-	2
4	Motor Cycle	-	1
5	Aircooler	-	10
6	Duplicating Machine		2
7	Photocopier	-	7
8	P.C.	-	55
9	Fax	-	1

Allocation of Business

1 Monitoring & Evaluation of the Implementation of development Projects included in the Annual Development Programme.

2 Collection & compilation of project-wise data for preparing quarterly, annual and periodical progress reports for information of the President, NEC, ECNEC, Ministries and other concerned.

3 Rendering such advisory or consultancy services to Ministries/Agencies concerned on implementation of projects as and when necessary.

4 Field inspection of projects for on the spot verification of

implementation status and such other Co-ordination works as may be necessary for the removal of implementation problems, if any, with the assistance of related Ministries/Agencies.

5 Submission of project inspection reports to the President & Ministers concerned when attention at such levels are considered necessary.

6 Matters relating to Central Procurement Technical Unit(CPTU)

7 Matters relating to The Public Procurement Regulations,2003

by the President from time to time.

Pronunciation

Sr.CO	= Senior Computer Operator
E.O.	= Evaluation Officer
A.O.	= Administrative Officer
P.O.	= Personal Officer
DECS	= Data Entry/Control Supervisor
CO	= Computer Operator
Sr.DECO	= Senior Data Entry/Control Operator
St.CO	= Steno Typist Cum Computer Operator
O.A-Ctypist	= Office Assistant Cum Computer Typist
DECO	= Data Entry/Control Operator
Photo.Opr.	= Photocopy Machine Operator

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি

একটি সমৃদ্ধ জাতি গঠনে মানব সম্পদের যুগোপযোগী উন্নয়নে এবং দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন সুচিন্তিত পরিকল্পনার। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রয়োজন দক্ষ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার, যেখানে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ডিজিটালাইজেশনের ছোঁয়া থাকবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে মানব সম্পদের সুদক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরকারের উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা যেমন স্মার্ট বাংলাদেশ গঠন, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, রূপকল্প ২০৪১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ও বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমৃদ্ধ দেশ গঠনে আইএমইডি প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। সরকারেরর উন্নয়ন পরিকল্পনা, মিশন ও ভিশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইএমইডির'র দক্ষ জনবল প্রকল্প গ্রহণ, প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর মূল্যায়ন কাজে নিয়োজিত থাকে।

২.১ পদ সৃজন

স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রকল্পের বিশেষ করে সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের মনিটরিং ও মূল্যায়ন জোরদার করার জন্য ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে 'প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যুরো (PIB)' সৃষ্টি করে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে ন্যস্ত করা হয়। কর্মপরিধি বৃদ্ধির কারণে ১৯৭৭ সালে পিআইবিকে প্রজেক্ট মনিটরিং ডিভিশন (PMD) নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগে উন্নীত করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৪ সালে প্রজেক্ট মনিটরিং ডিভিশনকে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) নামে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে আইএমইডি মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন প্রতিবেদন, নিবিড় পরিবীক্ষণ ও প্রভাব মূল্যায়নসহ বিভিন্ন বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরকে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি, বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সমস্যা ও সমস্যা উত্তরণে সুপারিশ অবহিত করে থাকে।

১৯৮২ সালে এনাম কমিটি কর্তৃক ১৫২ জনবল বিশিষ্ট আইএমইডি'র একটি সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন করা হয়। এরপর বিভিন্ন সময়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে বিভিন্ন পদে আরও ১৮৬ জনবলের অনুমোদন পাওয়া যায়। সর্বশেষ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১১/০৫/২০১৪ তারিখে ০৫.১৫৩০১৫.০৬.০০.০০৪.২০১২-৯৭ নং স্মারকে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৬৯টি (উনসত্তর) টি পদ সৃজন করা হয়েছে। বর্তমানে এ বিভাগের অনুমোদিত জনবল ৩৩৮ জন।

গত ১৯/০৩/২০১৯ তারিখের জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগকে জনবল বৃদ্ধির মাধ্যমে শক্তিশালীকরণের জন্য নিম্নরূপ অনুশাসন প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

"(৮.২) বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে পরিবীক্ষণের সুবিধার্থে আইএমইডি'র সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একটি টেকনিক্যাল ইউনিট স্থাপনসহ প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ ও যানবাহন সংগ্রহ করতে হবে; এবং (৮.৪) বিভাগীয় পর্যায়ে আইএমইডি'র অফিস স্থাপনসহ প্রয়োজনীয় জনবলের পদ সৃজনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।"

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে আইএমইডি'র সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে আইএমইডি'র অফিস স্থাপনসহ মোট ২৮৮টি পদ সৃজনের জন্য নির্ধারিত চেকলিস্ট মোতাবেক গত ১৩/১১/২০১৯ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গত ০৫/০১/২০২০ তারিখে আইএমইডি'র প্রস্তাবিত ০৮টি বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য পরিচালক থেকে অফিস সহায়ক পর্যন্ত ১০ ক্যাটাগরিতে ১৪৪টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদান করে। গত ২০/০১/২০২০ তারিখে উক্ত বিষয়ে অর্থ বিভাগের সম্মতি চাওয়া হয়। অর্থ বিভাগ গত ০৬/০২/২০২০ তারিখে জানায় যে, রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬ (সংশোধিত ২০১৭) অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর বিভাজন-অনুবিভাগ, অধিশাখা ও শাখার মধ্যে সীমিত এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর শাখা/অধিশাখা বিভাগীয় পর্যায়ে সৃজনের সুযোগ নেই।

এ প্রেক্ষিতে, মাঠ পর্যায়ে সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প নিবিড় পরিদর্শনের জন্য আইএমইডির আওতায় বিভাগীয় অফিস স্থাপনের পরিবর্তে উক্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আইএমইডি'র অধীনে ০১টি নতুন অধিদপ্তর গঠন এবং উক্ত অধিদপ্তরের অধীন বিভাগীয় পর্যায়ে শাখা অফিস সৃজনের প্রস্তাব বিবেচনা/পরীক্ষা করার জন্য অর্থ বিভাগ অনুরোধ জানায়।

পরবর্তীতে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগকে শক্তিশালী করার নিমিত্ত নিয়োগবিধি ও অর্গানোগ্রাম প্রস্তুতকরণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি পদ সৃজনের যৌক্তিকতা যাচাই বাছাই পূর্বক নতুন পদ সৃজনসহ এই বিভাগের খসড়া সাংগঠনিক কাঠামো ও প্রকল্প মূল্যায়ন অধিদপ্তর গঠনের নিমিত্ত খসড়া সাংগঠনিক কাঠামো চূড়ান্ত করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সুপারিশ করে। উক্ত সুপারিশের আলোকে এ বিভাগের জন্য নতুন ৩৭৯ টি পদ এবং প্রকল্প মূল্যায়ন

অধিদপ্তরের জন্য ৬৬৭টি পদ সৃজনের প্রস্তাবসহ গত ০৯/০৭/২০২৩ তারিখের ২১.০০.০০০০.০২১.১৫.০৫১.২২-১৭১ নং স্মারকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুশাসন পালন করে বর্তমান সরকারের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে প্রকল্প মূল্যায়ন অধিদপ্তর গঠনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত জনবল কাঠামো অনুমোদনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

২.২ নিয়োগ ও পদোন্নতি

আইএমইডি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক একনেক সভার মাধ্যমে যে সকল উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয় সেসকল প্রকল্প এ বিভাগের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। এছাড়া, প্রতিবছর পরামর্শক/ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়। আইএমইডির গ্রেড-১ থেকে গ্রেড-২০ পর্যন্ত অনুমোদিত সর্বমোট জনবল-৩৩৮। এর মধ্যে ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের জনবলের প্রেষণের পদ ৮৮টি এবং আইএমইডির নন ক্যাডার কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সরাসরি নিয়োগ ও পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য পদ ২৫০টি। এর মধ্যে বিভিন্ন পদে ২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ২১০ জনকে শূন্য পদে নিয়োগ/ পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পসহ দাপ্তরিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে এ বিভাগের শূন্য পদসমূহ নিয়মিতভাবে পূরণ করা হয়ে থাকে। ২০০৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত তথ্য:

ক্রঃ নং	বছর	৯ম ও তদুর্ধ্ব গ্রেড	১০-১২ গ্রেড	১৩-১৬ গ্রেড	১৭-২০ গ্রেড
১.	২০০৯	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ১ জন মোট=১ (এক) জন	-	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ৩ জন, পদোন্নতির মাধ্যমে ১ জন মোট=৪ (চার) জন	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ৬ জন জন মোট=৬ (ছয়) জন
২.	২০১০	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ১ জন মোট=১ (এক) জন	পদোন্নতির মাধ্যমে ১ জন মোট=১ (এক) জন	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ৩ জন মোট=৩ (তিন) জন	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ২ জন মোট=২ (দুই) জন
৩.	২০১১	-	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ৩ জন, পদোন্নতির মাধ্যমে ৩ জনসহ মোট=৬ (ছয়) জন	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ২ জন মোট=২ (দুই) জন	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ৪ জন মোট=৪ (চার) জন
৪.	২০১২	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ১ জন মোট=১ (এক) জন	পদোন্নতির মাধ্যমে ১ জন মোট=১ (এক) জন	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ৩ জন, পদোন্নতির মাধ্যমে ১ জন মোট=৪ (চার) জন	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ১২ জন মোট=১২ (বারো) জন
৫.	২০১৩		পদোন্নতির মাধ্যমে ২ জন সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ২ জন মোট=৪ (চার) জন	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ৩ জন, পদোন্নতির মাধ্যমে ২ জনসহ মোট=৫ (পাঁচ) জন	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ৩ জন মোট=৩ (তিন) জন
৬.	২০১৪	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ১ জন পদোন্নতির মাধ্যমে ২ জন মোট=৩ (তিন) জন	-	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ১ জন পদোন্নতির মাধ্যমে ১ জন মোট=২ (দুই) জন	-
৭.	২০১৫		-	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ১ জন, পদোন্নতির মাধ্যমে ১ জনসহ মোট=২ (দুই) জন	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ৫ জন। মোট=৫ (পাঁচ) জন
৮.	২০১৬	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ১ জন মোট=২ (দুই) জন	-	পদোন্নতির মাধ্যমে ২ জন। মোট=২ (দুই) জন	-
৯.	২০১৭	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ৪ জন, পদোন্নতির মাধ্যমে ১ জনসহ মোট=৫ (পাঁচ) জন	পদোন্নতির মাধ্যমে ৫ জন। মোট=৫ (পাঁচ) জন	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ১ জন মোট=৬ (ছয়) জন	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ৬ জন মোট=৬ (ছয়) জন

ক্রঃ নং	বছর	৯ম ও তদুর্ধ্ব গ্রেড	১০-১২ গ্রেড	১৩-১৬ গ্রেড	১৭-২০ গ্রেড
১০.	২০১৮	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ২ জন, পদোন্নতির মাধ্যমে ১ জনসহ মোট=৩ (তিন) জন		পদোন্নতির মাধ্যমে ১ জন মোট=১ (এক) জন	-
১১.	২০১৯	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ২ জন মোট= ২ জন	-	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ৬ জন, পদোন্নতির মাধ্যমে ৩ জনসহ মোট=৯ (নয়) জন	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ১২ জন মোট=১২ (বারো) জন
১২.	২০২০	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ১ জন, পদোন্নতির মাধ্যমে ১ জনসহ মোট= ২ জন	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ১ জন, পদোন্নতির মাধ্যমে ১ জনসহ মোট=২ (দুই) জন	পদোন্নতির মাধ্যমে ১ জন মোট=১ (এক) জন	-
১৩.	২০২১	পদোন্নতির মাধ্যমে ৪ জন মোট= ৪ জন	২ টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে। মোট=২ (দুই) জন	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ৯ জন, পদোন্নতির মাধ্যমে ১ জনসহ মোট=১০ (দশ) জন	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ৮ জন মোট=৮ (আট) জন
১৪.	২০২৩	-	৩৫ টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে। মোট=৩৫ (পয়ত্রিশ) জন	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ৯ জন মোট=৯ (নয়) জন	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ১২ জন মোট=১২ (বারো) জন
		মোট=২৪ (চব্বিশ) জন	মোট=৫৬ (ছাপ্পান্ন) জন	মোট=৬০ (ষাট) জন	মোট=৭০ (সত্তর) জন

২.৩ দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ

মানব সম্পদ উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে প্রশিক্ষণ। উন্নয়নের গতিধারায় দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্র ও চাহিদা প্রতিনিয়ত সম্প্রসারিত হচ্ছে। সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্ব সম্পাদনের প্রকৃতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্ব বিবেচনায় বিভিন্ন প্রকৃতির দক্ষতা ও প্রায়োগিক জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে তারা নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে নিজ দায়িত্ব সম্পাদনে সক্ষম হয়, প্রযুক্তির আধুনিকায়নের ফলে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ ও প্রভাব মোকাবিলায় উপযুক্ত হয়। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে পদায়নকৃত কর্মচারীগণের দক্ষতা, কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি এবং দপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে নিয়মিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে শুদ্ধাচার কৌশল, সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, জি আর এস, রূপকল্প ২০৪১; প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১), বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো, ডিপিপি, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, e-GP, ই-ফাইলিং, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮, সচিবালয় নির্দেশমালা, প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

গত ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী:

অর্থবছর	অংশগ্রহনকারী ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা	অংশগ্রহনকারী ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা	অংশগ্রহনকারী ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী	অংশগ্রহনকারী ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী
২০১৬-১৭	৯১	১৮	৮১	৪৪
২০১৭-১৮	৯১	১৮	৮১	৪৪
২০১৮-১৯	১০১	২১	৮১	৪৪
২০১৯-২০	১০৩	১৪	৭৩	৩৯
২০২০-২১	৯৫	১৩	৮১	৪৪
২০২১-২২	৮৫	১৪	৮০	৪২
২০২২-২৩	৯৫	১৮	৮০	৪২
মোট	৬৬১ জন	১১৬ জন	৫৫৭ জন	২৯৯ জন

২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে আইএমইডির সর্বমোট-১৫৮৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ সকল প্রশিক্ষণ তাদের পেশাগত কাজে দক্ষতা বৃদ্ধিসহ সরকারের উন্নয়ন প্রকল্প বা কর্মসূচি সমূহ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এছাড়া কর্মকর্তাগণের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ড্রোন প্রযুক্তির ব্যবহার, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সফল ব্যবহার, আইএমইডি পিন অ্যাপস এর ব্যবহারসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২.৪ সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে ১০ম গ্রেড থেকে ২০ গ্রেড পর্যন্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। ৪টি পৃথক ব্যাচে এ বিভাগের ১০ম গ্রেড থেকে ২০ গ্রেড পর্যন্ত মোট ১১৪জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (IDF), কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মাটিরাঙা, খাগড়াছড়ি ও সাজেক, রাঙামাটিতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণার্থীগণ খাগড়াছড়ির পাহাড়ি কৃষিকাজ ও বনায়ন কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন এবং সাজেক, রাঙামাটির কংলাক পাহাড়ে আদিবাসিদের জীবনমান পর্যবেক্ষণ করেন।

২.৫ সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি

সরকারি ক্রয় একটি কারিগরি বিষয় বিধায় এ ক্ষেত্রে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি গুরুত্বপূর্ণ। সিপিটিইউ ক্রয় ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় যুক্ত সরকারি কর্মকর্তা, নিরীক্ষক, ব্যাংকের কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন পর্যায়ের ঠিকাদার, সরবরাহকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। সিপিটিইউ প্রতিষ্ঠার পরই সরকারি ক্রয়ে বিভিন্ন মেয়াদী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়। সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা এবং আইন ও বিধিমালা সম্পর্কিত ৩ সপ্তাহের প্রশিক্ষণের আওতায় ২০০৯ থেকে ২০২৩ এর জুলাই পর্যন্ত ৩২৪টি ব্যাচে ৯,২১৬ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৫দিন, ৩দিন ও ১ দিন ব্যাপী স্বল্প মেয়াদে ১৫,২৪৯ জনকে সরকারি ক্রয়ের ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে সরকারি কর্মকর্তা, ঠিকাদার ও সাংবাদিকও অন্তর্ভুক্ত। ১ দিনের রিফ্রেশার্স কোর্সে ৬০ ব্যাচে ১,৮০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

সরকারি ক্রয় বিষয়ক প্রশিক্ষণ

২০০৯ জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের ধরণ	ব্যাচ সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী
০১	৩ সপ্তাহের সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ	৩২৪	৯২১৬
০২	বিভিন্ন মেয়াদী সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ (৫, ৩ ও ১ দিন)	৫০৫	১৫২৪১
০৩	রিফ্রেসার্স কোর্স (১ দিন)	৬০	১৮০০
		মোট=	২৬,২৫৭

মে ২০২৩ এ ৩ সপ্তাহের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারীদের সংগে অতিরিক্ত সচিব ও সিপিটিইউ'র পরিচালক জনাব মো. শামীমুল হক।

২.৬ সরকারি ক্রয় বিষয়ক জাতীয় ক্রয় প্রশিক্ষক ও পেশাদারিত্বসম্পন্ন কর্মকর্তা তৈরি

সরকারি ক্রয় বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সিপিটিইউ তাদের দক্ষতা উন্নয়ন ও পেশাদারিত্ব সৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। প্রতিষ্ঠালগ্নের পর থেকে জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত সিপিটিইউ ৭৩ জন জাতীয় ক্রয় প্রশিক্ষক তৈরি করেছে। সিপিটিইউ'র তত্ত্বাবধানে ইংল্যান্ডের The Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS) হতে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের ১৫২ জন কর্মকর্তা Graduate Diploma in Procurment and Supply (Level 6) সম্পন্ন করেছেন এবং তারা বর্তমানে CIPS এর পূর্ণ সদস্য (MCIPS) হিসেবে অভিহিত হচ্ছেন। উক্ত কোর্সের ধারাবাহিকতায় ১২২ জন কর্মকর্তা ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় হতে মাস্টার্স ইন প্রকিউরমেন্ট এন্ড সাপ্লাই ম্যানেজমেন্ট (MPSM) সম্পন্ন করেছেন। এছাড়া ২৫জন সরকারি কর্মকর্তা তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়, ইটালী থেকে সরকারি ক্রয় বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করেছেন। অধিকন্তু, ৫২জন জাতীয় ক্রয় প্রশিক্ষক একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। উল্লেখ্য, সিপিটিইউ এর তত্ত্বাবধানে বর্তমানে ৭৩জন কর্মকর্তা (MCIPS) প্রোগ্রামে অংশ নিচ্ছেন।

২.৭ ই-জিপি সিস্টেমের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান

২০১১ সালে ই-জিপি চালুর পর থেকেই সিপিটিইউ ই-জিপি ব্যবহারকারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। সরকারি ক্রয়কারী কর্মকর্তা, ব্যাংক কর্মকর্তা, নিবন্ধিত দরদাতা ও অন্যান্য ব্যবহারকারীসহ ২০২৩ এর জুলাই পর্যন্ত মোট ৩১,১১৭ জনকে ই-জিপি বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

ই-জিপি প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

(২০১১ থেকে জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের ধরণ	অংশগ্রহণকারী
০১	ক্রয়কারী প্রশিক্ষণ	১৪৫০৪
০২	অ্যাডমিন প্রশিক্ষণ	৩৬৯৫
০৩	দরপত্রদাতা প্রশিক্ষণ	১০১৯৪
০৪	ব্যাংক ব্যবহারকারী প্রশিক্ষণ	৯৯৫
০৫	নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের প্রশিক্ষণ	৫২২
০৬	টেন্ডারার ডাটাবেজ প্রশিক্ষণ (দরপত্রদাতা)	৫৯৫
০৭	টেন্ডারার ডাটাবেজ প্রশিক্ষণ (ক্রয়কারী)	৬১২
	মোট=	**৩১১১৭**

২.৮ প্রকল্প ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান

প্রকল্পের প্রাথমিক ধারণা, ব্যবহারিক জ্ঞান এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষিত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এবং সিপিটিইউ'র কর্মকর্তাদের Project Management Training প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে মোট ১০টি ব্যাচে মোট ৯৭জন কর্মকর্তাকে প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

আইএমইডি'র SMECI প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রকল্পটির অধীনে "প্রকল্প ব্যবস্থাপনা" বিষয়ে ০৬ জন বৈদেশিক মাস্টার্স কোর্স সম্পন্ন করেছেন। ৩০ জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ে বৈদেশিক সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন করেছেন। প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ে ১০টি ব্যাচে বৈদেশিক স্টাডি ট্যুর অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৯৪ জন কর্মকর্তা "Result based Monitoring" "Project Management" "Monitoring & Evaluation Tools of Public Sector" ইত্যাদি বিষয়ে বিদেশে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। স্থানীয় প্রশিক্ষণের আওতায় ১৮০ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন ধাপে নির্মাণধর্মী কাজের মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিষয়ে ৫ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩০ জন কর্মকর্তা "প্রকল্প ব্যবস্থাপনা" বিষয়ে ফারইস্ট ইউনিভার্সিটি হতে মাস্টার্স ডিগ্রী সম্পন্ন করেছেন।

২.৯ ই-পিএমআইএস (ইলেকট্রনিক প্রকল্প ব্যবস্থাপনা তথ্য সিস্টেম)-এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ জাতীয় পর্যায়ে চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত। ইলেকট্রনিক সিস্টেমে প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে প্রাপ্তি ও সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য তথা প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তিকে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে আইএমইডি'র উদ্যোগে একটি অনলাইনভিত্তিক স্বয়ংসম্পূর্ণ ডাটাবেইজ ও সফট্ওয়্যার: electronic-Project Management Information System (e-PMIS) প্রস্তুত করা হয়েছে। এ তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সিস্টেমকে অধিকতর উপযোগিকরণ, পরিচালন ও ব্যবস্থাপনার জন্য এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রকল্প অনুমোদনের পর প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল কার্যক্রম Online এ সম্পন্ন করা হবে।

একটি প্রজেক্টের Management এবং মনিটরিংসহ সকল কর্মকান্ড e-PMIS এর মাধ্যমে Online এ সম্পন্ন করা যাবে। e-PMIS এর মাধ্যমে প্রকল্পের মনিটরিং, ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন Online এ সম্পন্নের মাধ্যমে সরকারী অর্থ সাশ্রয় হবে, সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষায় এ ব্যবস্থা বিশেষ ভূমিকা রাখবে। বর্ণিত e-PMIS কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের জন্য ৪ ধরনের ট্রেইনিং/ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে যা এখনও চলমান রয়েছে।

নিচের ডায়াগ্রামে বর্তমানে কতজন ট্রেইনিং/ওয়ার্কশপে উপস্থিত হয়েছে তার একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হলঃ

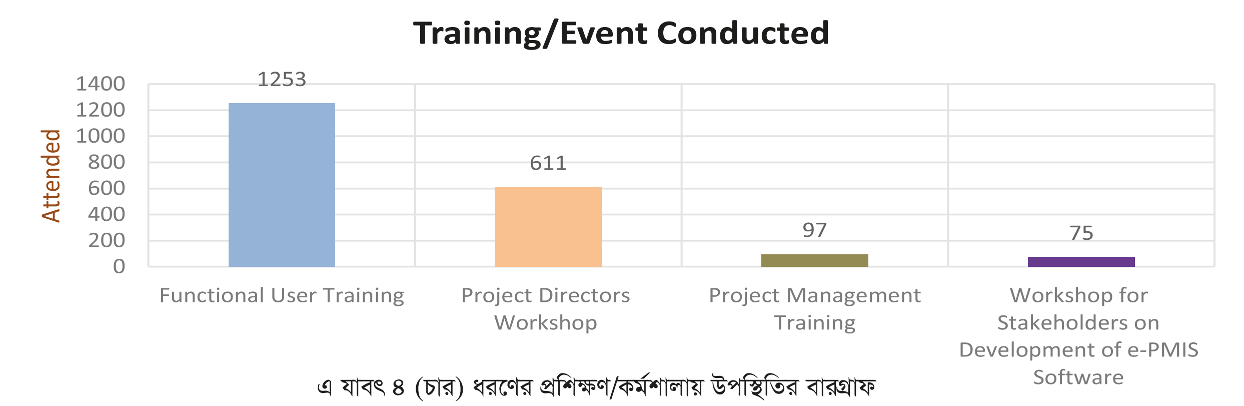

এ যাবৎ ৪ (চার) ধরণের প্রশিক্ষণ/কর্মশালায় উপস্থিতির বারগ্রাফ

২.১০ ওয়েবিনার আয়োজন

সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা, মিশন ও ভিশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) প্রকল্প গ্রহণ, প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর মূল্যায়ন কাজে নিয়োজিত থাকে। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইএমইডি মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন প্রতিবেদন, নিবিড় পরিবীক্ষণ ও প্রভাব মূল্যায়নসহ বিভিন্ন বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন প্রণয়ন করে সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরকে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি, বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সমস্যা ও সমস্যা উত্তরণে সুপারিশ অবহিত করে থাকে। এসব কার্যক্রম গঠনমূলকভাবে সম্পাদনের জন্য আইএমই বিভাগের কর্মকর্তাদের সরকারের উন্নয়ন দর্শন, পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান, দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব অর্জন করা অনিবার্য প্রয়োজন।

আইএমই বিভাগের কর্মকর্তাদের জ্ঞান, দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে আইএমইডি'র শ্রদ্ধেয় সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে নবতর উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও উত্তম চর্চা হিসেবে কোভিড-১৯ সংক্রমণ বৃদ্ধিতে সরকার ঘোষিত বিধি-নিষেধ আরোপ চলমান থাকার মধ্যেই আইএমইডি'র কর্মকর্তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে ৯টি ওয়েবিনারের আয়োজন করা হয়। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়সমূহের উপর গত ২২ এপ্রিল ২০২১ হতে ০৫ মে ২০২১ পর্যন্ত অনলাইনে জুম প্লাটফরম ব্যবহার করে ৯টি ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত ওয়েবিনারে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫), রূপকল্প-২০৪১ অর্জনে আইএমইডি'র ভূমিকা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০, চলমান প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রণয়নের কৌশল, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০: আইএমইডি'র ভূমিকা, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন ফরম্যাট, জাতীয় রেট সিডিউল প্রেক্ষিত আইএমইডি, সরকারি ক্রয় বাতায়ন ও ই-প্রজেক্ট ম্যানেজম্যান্ট ইনফরমেশন সিস্টেম বিষয়সমূহের উপর আলোচনা করা হয়।

আয়োজিত ওয়েবিনারের স্থিরচিত্র

২.১১ লার্নিং সেশন আয়োজন

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের কর্মকর্তাগণের প্রকল্প পরিবীক্ষণকালে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা সঠিক সমাধানের লক্ষ্যে এবং দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে গত ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে যে সকল বিষয়ে জুম এ্যাপস এর মাধ্যমে লার্নি সেশন আয়োজন করা হয় তা নিম্নরূপ:

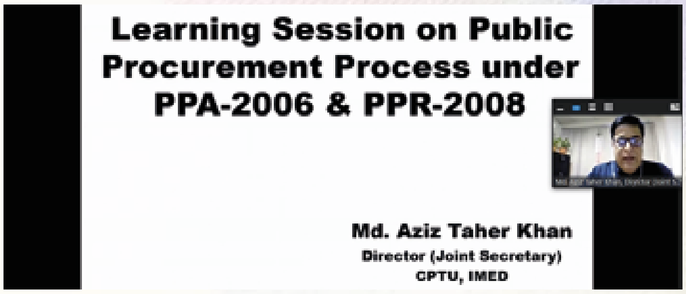

অর্থবছর (২০২১-২২):

ক্রঃ নং	বিষয়	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	তারিখ, সময় ও বার
১.	পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP)	জনাব মোঃ শোহেলের রহমান চৌধুরী মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), সিপিটিইউ	২৮/০২/২০২২ তারিখ (সোমবার) সময়ঃ সকাল ৯.৩০টা হতে দুপুরঃ ১২.০০ টায়
২.	প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া প্রতিপালনের কৌশল	জনাব মোঃ আজিজ তাহের খান পরিচালক (যুগ্মসচিব), সিপিটিইউ	২১/০৩/২০২২ তারিখ (সোমবার) সময়ঃ সকাল ৯.৩০টা হতে দুপুরঃ ১২.০০ টায়
৩.	দুর্নীতি প্রতিরোধ ও উত্তম চর্চা এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা	জনাব মো. জহির রায়হান, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), সেক্টর-২	৩০/০৩/২০২২ তারিখ (বুধবার) সময়ঃ সকাল ৯.৩০টা হতে দুপুরঃ ১২.০০ টায়
৪.	ই-জিপি (e-GP) পদ্ধতিতে ক্রয় প্রক্রিয়া	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সিপিটিইউ	০৬/০৪/২০২২ তারিখ (বুধবার) সময়ঃ সকাল ৯.৩০টা হতে দুপুরঃ ১২.০০ টায়
৫.	টেকসই উন্নয়নে প্রকল্পের সঠিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	জনাব মুহাম্মদ কামাল হোসেন তালুকদার পরিচালক (নন-ক্যাডার) সেক্টর-৮	২৭/০৪/২০২২ তারিখ (বুধবার) সময়ঃ সকাল ৯.৩০টা হতে দুপুরঃ ১২.০০ টায়
৬.	সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর মূল্যায়ন বিষয়ক কৌশল	জনাব খলিল আহমেদ, পরিচালক (উপসচিব), সেক্টর-৪	১৯/০৫/২০২২ তারিখ (বৃহস্পতিবার) সময়ঃ সকাল ৯.৩০টা হতে দুপুরঃ ১২.০০ টায়

অর্থবছর (২০২২-২৩):

ক্রঃ নং	বিষয়	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	তারিখ, সময় ও বার
১.	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন অনুযায়ী সরকারি দপ্তরে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা	জনাব মোঃ আজিজ তাহের খান (২০২৪১) পরিচালক (যুগ্মসচিব), সিপিটিইউ	০৩/১০/২০২২ তারিখ (সোমবার) সময়ঃ সকাল ৮.৩০টা হতে বেলা ১১.৩০ টায়
২.	প্রকল্পের DPP-TAPP প্রণয়ন	জনাব মোঃ শামীমুল হক (২০২৯২) পরিচালক (যুগ্মসচিব), সিপিটিইউ	১৭/১০/২০২২ তারিখ (সোমবার) সময়ঃ সকাল ৮.৩০টা হতে বেলা ১১.৩০ টায়
৩.	ক্রয় সংক্রান্ত কমিটিসমূহ ও ক্রয় পরিকল্পনা	জনাব মোঃ আকনুর রহমান, পিএইচ.ডি (৬৬৩১) পরিচালক (যুগ্মসচিব), সিপিটিইউ	২৬/১০/২০২২ তারিখ (বুধবার) সময়ঃ সকাল ৮.৩০টা হতে বেলা ১১.৩০ টায়
৪.	বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর মূল প্রতিপাদ্য	ড. মোঃ তৈয়বুর রহমান (২০৩৬২) পরিচালক (যুগ্মসচিব), সেক্টর-২	৩১/১০/২০২২ তারিখ (সোমবার) সময়ঃ সকাল ৯.৩০টা হতে বেলা ১২.৩০ টায়
৫.	Role of IMED and its Different format regarding project Monitoring (01, 02, 03, 04, 05 foram) and Financial analysis of a project (RR, IRR, ERR, FRR, NPV, BCR etc.)	জনাব খলিল আহমেদ (৬৭১৮) পরিচালক (উপসচিব), সেক্টর-৭	০৯/১১/২০২২ তারিখ (বুধবার) সময়ঃ সকাল ৯.৩০টা হতে বেলা ১২.৩০ টায়
৬.	৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫ বাস্তবায়ন	জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান (৭৮৫২) পরিচালক (যুগ্মসচিব), সেক্টর-৫	২১/১১/২০২২ তারিখ (সোমবার) সময়ঃ সকাল ৯.৩০টা হতে বেলা ১২.৩০ টায়

তৃতীয় অধ্যায়

আইএমইডি'র অর্জন

৩.১ প্রকল্প অনুমোদনে আইএমইডি'র ভূমিকা

পরিকল্পনা কমিশনের উদ্যোগে আয়োজিত প্রকল্প অনুমোদন সংক্রান্ত প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভায় (PEC) আইএমইডি প্রতিনিধিত্ব করছে। পরিকল্পনা কমিশনের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি'র সভায় অংশগ্রহণ করে বিনিয়োগের যৌক্তিকতা, একই এলাকার অনুরূপ প্রকল্পের সাথে দ্বৈততা, ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ, ক্রয় পরিকল্পনা, লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এবং পর্যায়ক্রমিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী পর্যায়ের মূল্যায়ন অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সম্পর্কে মতামত প্রদানের মাধ্যমে ভূমিকা রাখছে আইএমইডি।

২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত ১৫ অর্থবছরে এডিপিভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা:

অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা
২০০৯-২০১০	১০৭০
২০১০-২০১১	১১৯৩
২০১১-২০১২	১৩৪০
২০১২-২০১৩	১৪৪৯
২০১৩-২০১৪	১৫১৮
২০১৪-২০১৫	১৪৫৩
২০১৫-২০১৬	১৫৫৭
২০১৬-২০১৭	১৭১০
২০১৭-২০১৮	১৭৪০
২০১৮-২০১৯	১৯৮৫
২০১৯-২০২০	১৯০৮
২০২০-২০২১	১৯৪৯
২০২১-২০২২	১৮৩৬
২০২২-২০২৩	১৬৮৬
২০২৩-২০২৪*	১৩৯২*

*চলমান অর্থবছর

৩.২ এডিপি বাস্তবায়ন

রূপকল্প-২০২১ এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আওতায় ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীন ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর তৃতীয়বার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫) প্রণয়ন করেছে যার মূল দর্শন 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠা। সরকার 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের প্রত্যয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। রূপকল্প ২০৪১ অনুযায়ী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত দেশ। দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য সরকার দেশের সামষ্টিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, অধিকতর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি, অবকাঠামো, যোগাযোগ ব্যবস্থা, দুর্যোগ ও মহামারি ব্যবস্থাপনা এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি খাতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) গ্রহণ করে থাকে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) নিয়মিতভাবে এডিপিভুক্ত প্রকল্প/কর্মসূচি/সেক্টর কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিলক্ষিত বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন করে আসছে।

বর্তমান সরকারের আমলে ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

গত ২০০৮-০৯ অর্থবছর হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে প্রদত্ত মোট বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ-বছর	প্রকল্প সংখ্যা	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ				ব্যয় (বরাদ্দের %)			
		মোট	স্থানীয় মুদ্রা	প্রকল্প সাহায্য	নিজস্ব অর্থায়ন	মোট	স্থানীয় মুদ্রা	প্রকল্প সাহায্য	নিজস্ব অর্থায়ন
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)		(৭)	(৮)	(৯)	
২০২২-২৩	১৬৮৬	২৩৬৫৬১	১৫৩০৬৬	৭৪৫০০	৮৯৯৫	১৯৯০৯৯ (৮৪.১৬%)	১২৫১৬২ (৮১.৭৭%)	৬৭৩৪৪ (৯০.৪০%)	৬৫৯৩ (৭৩.৩০%)
২০২১-২২	১৮৩৬	২১৯৬০২.৫৫	১৩৭৩০০	৭২৬৭৭.২০	৯৬২৫৩৫	২০৩৬৪৮.৪৮ (৯২.৭৪%)	১২৬৪৬৭.৬২ (৯২.১১%)	৬৭৩৩৯.২৩ (৯২.৬৬%)	৯৮৪১.৬৪ (১০২.২৫%)
২০২০-২১	১৯৫৪	২০৯২৭১.৯৪	১৩৪৬৪৩.০১	৬৩০০০	১১৬২৮.৯৩	১৭১৮৩৫.৭৭ (৯২.৭৪%)	১১১৯৬৫.৭৫ (৮৩.১৬%)	৫২৫১৫.৭১ (৮৩.৩৬%)	৭৩৬৪.৩১ (৬৩.২৪%)
২০১৯-২০	১৯০৬	২০১১৯৯	১৩০৯২১	৬২০০০	৮২৭৮	১৬১৭৪০.৬১ (৮০.৩৯%)	১০৭৯৩৩.৪০ (৮২.৪৪%)	৪৭০৪৩.৯৮ (৭৫.৮৮%)	৬৭৬৩.২২ (৮১.৭১%)
২০১৮-১৯	১৯৭৬	১৭৬৬১৯.৭১	১১৬০০০.০০	৫১০০০.০০	৯৬১৯.৭১	১৬৭১৮৬.০৮ (৯৪.৬৬%)	১১১১৬৪.৯৯ (৯৫.৮৩%)	৪৭১০৪.১০ (৯২.৩৬%)	৮৯১৬.৯৮ (৯২.৬৯%)
২০১৭-১৮	১৭৪০	১৫৭৫৯৪.৩৯	৯৬৩৩১.০০	৫২০৫০.০০	৯২১৩.৩৯	১৪৮৩০৫.৭৮ (৯৪.১১%)	৮৯৩৭১.০৩ (৯২.৭৭%)	৪৯৮৬৩.৩২ (৯৫.৮০%)	৯০৭১.৪৩ (৯৮.৪৬%)
২০১৬-১৭	১৭১০	১১৯২৯৫.৯৭	৭৭৭০০.০০	৩৫৭৯৬.৭০	৫৭৯৯.২৭	১০৭০৮৪.৫৫ (৮৯.৭৬%)	৭২১৪৫.৩৯ (৯২.৮৫%)	২৮২৬৯.০৪ (৭৮.৯৭%)	৬৬৭০.১১ (১১৫.০২%
২০১৫-১৬	১৫৫৭	৯৩৯০৫.১৭	৬১৮৪০.০০	২৯১৬০.০০	২৯০৫.১৭	৮৭০৬৭.৩৪ (৯২.৭২%)	৫৮৩৫৭.১৬ (৯৪.৩৭%)	২৫২২৪.০৫ (৮৬.৫০%)	৩৪৮৬.১৩ (১২০%)
২০১৪-১৫	১৪৫৭	৭৭৮৩৬	৫২৯৩৬	২৪৯০০	২৮৩৬	৭১১৪৪ (৯১%)	৪৬০৮০ (৯২%)	২২৪৪৪ (৯০%)	২৬২০ (৯২%)
২০১৩-১৪	১৫২১	৬৩৯৯১	৩৮৮০০	২১২০০	৩৯৯১	৫৯৭৫৯ (৯৩%)	৩৮১১৬ (৯৮%)	১৮৭৯৭ (৮৯%)	২৮৪৬ (৭১%)
২০১২-১৩	১৪৪৯	৫৭৩৮৮	৩৩৮৬৬	১৮৫০০	৫০২২	৫২৫১০ (৯১%)	৩৩৬২৮ ৯৯%)	১৬৪০৭ (৮৯%)	২৪৭৫ (৪৯%)
২০১১-১২	১৩৪০	৪১০৮০	২৬০৮০	১৫০০০	-	৩৮০২৩ (৯৩%)	২৫৪৪৮ (৯৮%)	১২৫৭৫ (৮৪%)	-
২০১০-১১	১২৯২	৩৫৮৮০	২৩৯৫০	১১৯৩০	-	৩২৮৫৫ (৯২%)	২৩০৪৫ (৯৬%)	৯৮১০ (৮২%)	-
২০০৯-১০	১১৮৩	২৮৫০০	১৭২০০	১১৩০০	-	২৫৯১৭ (৯১%)	১৬৪০৫ (৯৫%)	৯৫১২ (৮৪%)	-
২০০৮-০৯	১১৩৫	২৩০০০	১২৮০০	১০২০০	-	১৯৭০১ (৮৬%)	১১৮৭৩ (৯৩%)	৭৮২৮ (৭৭%)	-

উন্নয়ন বরাদ্দ

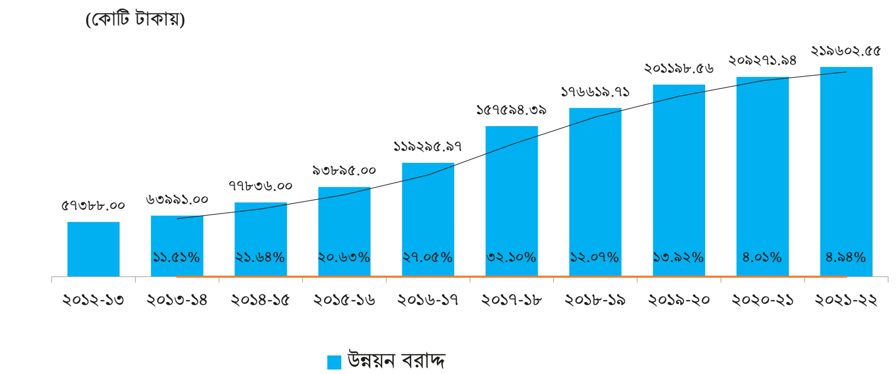

-৯-

এডিপি বাস্তবায়ন হার

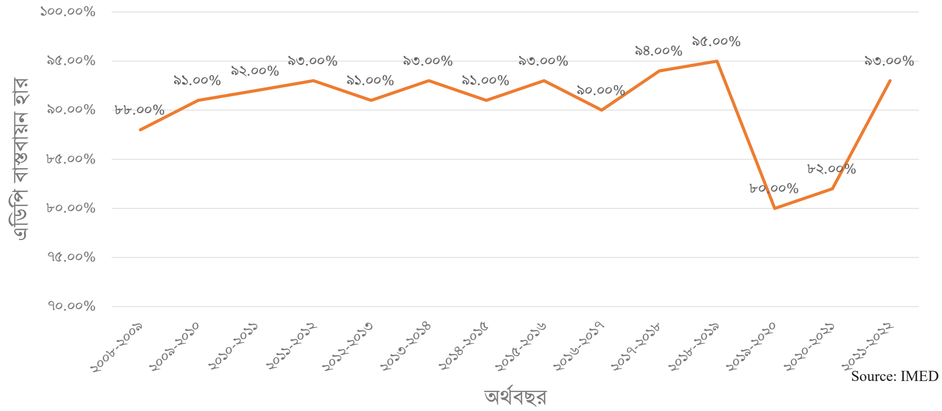

Source: IMED

কোভিড-১৯ এর কারনে এডিপি বাস্তবায়ন হ্রাস পেলেও ২০২২ সালে তা ৯৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার

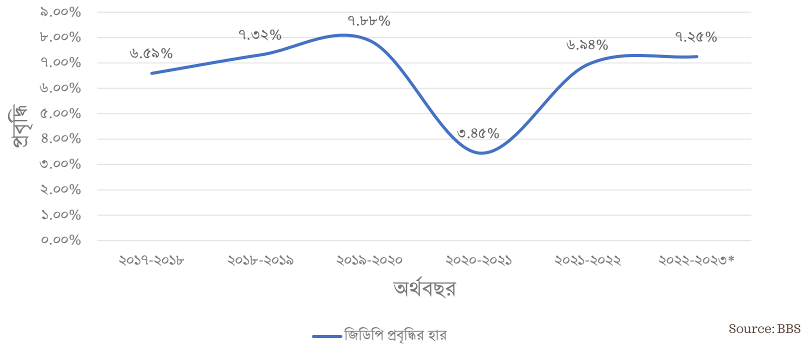

Source: BBS

- কোভিড-১৯ প্রভাবের কারণে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার কমলেও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত উন্নয়ন হয়ে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ২০২২ সালে পুনরায় ৭ শতাংশ অতিক্রম করেছে।

৩.৩ চলমান প্রকল্প পরিদর্শন

মাঠপর্যায়ে প্রকল্প পরিদর্শন আইএমইডি'র একটি নিয়মিত কাজ। প্রকল্প পরিদর্শনের ক্ষেত্রে শুরুতেই একটি কর্মপরিকল্পনা থাকে। প্রকল্প পরিদর্শনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্প, সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প, শ্লথ গতিসম্পন্ন প্রকল্প এবং সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে। এর ফলে প্রকল্পের নির্ধারিত স্থান, কাজের মান এবং অগ্রগতি সম্পর্কে একটি বাস্তব ধারণা পাওয়া যায়। প্রকল্পের বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত সমস্যা সমাধান ও প্রকল্পের ভৌত/ আর্থিক অগ্রগতি বেগবান করার লক্ষ্যে আইএমইডি'র পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রদত্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিগত ০৩(তিন) অর্থবছরে আইএমইডি কর্তৃক পরিদর্শনকৃত প্রকল্পের সংখ্যা:

অর্থবছর	এডিপিভুক্ত প্রকল্প সংখ্যা	পরিদর্শনকৃত প্রকল্প সংখ্যা
২০২২-২০২৩	১৬৮৬	৫৮৮
২০২১-২০২২	১৮৩৬	৫৬৪
২০২০-২০২১	১৯৪৯	৩৩৫

চিত্র: আইএমইডি'র সচিব জনাব আবুল কাশেম মোঃ মহিউদ্দিন ১৬ জুন ২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহু লেইন সড়ক টানেল নির্মাণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সরেজমিন পরিদর্শন করেন।

চিত্র: আইএমইডি'র অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান ৩০ অক্টোবর ২০২২ তারিখে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সরেজমিন পরিদর্শন করেন।

চিত্র: গত ১৫ জুন, ২০২৩ তারিখে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-২ এর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোঃ জহির রায়হান "দোহাজারি-রামু-কক্সবাজার সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলগেজ রেললাইন নির্মাণ" শীর্ষক ফাষ্ট ট্র্যাকভুক্ত প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করেন।

৩.৪ চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এর মনিটরিং সেক্টর সমূহের আওতায় পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ অনুসরন করে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনা করা হয়ে থাকে। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছর হতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত ২৯১টি প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৫৪টি নির্বাচিত প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে।

বিগত ০৩ (তিন) অর্থবছরে আইএমইডি'র আওতায় নিবিড় পরিবীক্ষণকৃত প্রকল্প সংখ্যা:

অর্থবছর	নিবিড় পরিবীক্ষণকৃত প্রকল্প সংখ্যা
২০২২-২০২৩	৪৮
২০২১-২০২২	৫৪
২০২০-২০২১	২২

৩.৫ সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, টেকসহ উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG)-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের উদ্দেশ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (ADP) আওতায় বর্তমানে পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় অধিক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে গৃহীত প্রকল্পসমূহের গুণগতমান বজায় রেখে কাঙ্খিত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রকল্পের সুষ্ঠু পরিবীক্ষণ ও যথাযথ মূল্যায়ন অত্যাবশ্যক। আইএমইডি সকল সমাপ্ত প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন (Terminal Evaluation) প্রতিবেদন প্রণয়ন করে থাকে। গড়ে প্রতি বছর ২০০-২৫০টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়। সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন সম্পন্ন করে এ বিভাগ কর্তৃক প্রতিবছর বই আকারে তা প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

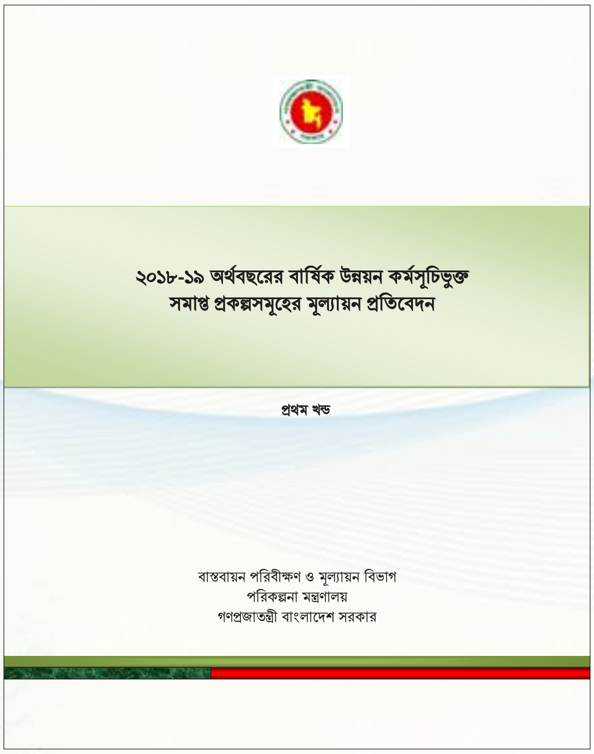

চিত্র: আইএমইডি কর্তৃক প্রকাশিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের প্রথম খন্ডের প্রচ্ছদ।

৩.৬ সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

সুবিধাভোগী ও আর্থসামাজিক ব্যবস্থার উপর দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব নিরুপনের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত কিছু সংখ্যক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন আইএমইডি কর্তৃক করা হয়। নির্বাচিত সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করে প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে এবং ফলাফল টেকসই করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের ন্যায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছর থেকে ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত নির্বাচিত ২৪০টি সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ২২টি নির্বাচিত সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের কাজ চলমান রয়েছে।

বিগত ০৩ (তিন) অর্থবছরে আইএমইডি'র আওতায় প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষাকৃত প্রকল্প সংখ্যা:

অর্থবছর	প্রভাব মূল্যায়নকৃত প্রকল্প সংখ্যা
২০২২-২০২৩	১৬
২০২১-২০২২	১৮
২০২০-২০২১	০৮

৩.৭ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়ন

জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা, বঙ্গবন্ধুর "সোনার বাংলা" বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী ও দক্ষ নেতৃত্বে আমাদের উন্নয়ন কার্যক্রম অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলছে। জাতির পিতার নির্দেশনায় প্রতিষ্ঠিত পিআইবি সময়ের পরিক্রমায় বর্তমানে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে রূপান্তরিত হয়ে নিয়মিতভাবে এডিপিভুক্ত প্রকল্প/ কর্মসূচি/ সেক্টর কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিলক্ষিত বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে আইএমইডি কর্তৃক প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতির পর্যালোচনা করে সুপারিশসহ বিস্তারিত প্রতিবেদন জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (NEC) সভায় উপস্থাপন করা হয়ে থাকে এবং তা বই আকারে প্রকাশ করা হয়।

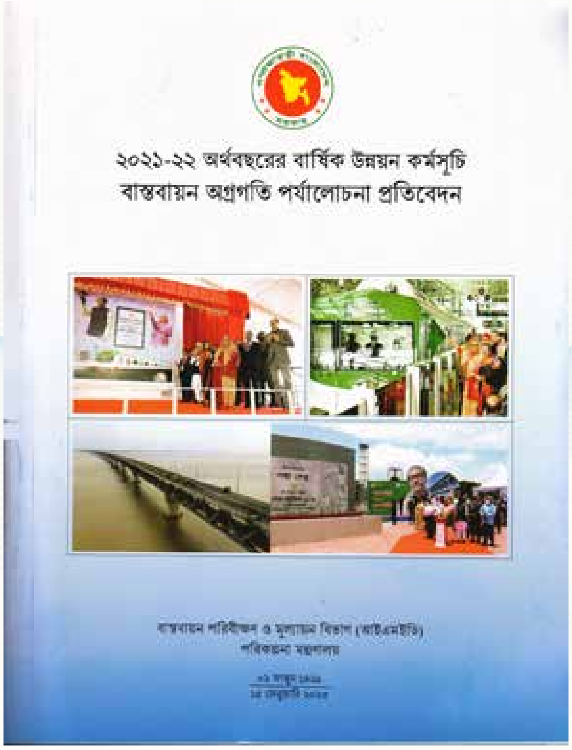

চিত্র: আইএমইডি কর্তৃক প্রকাশিত ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা প্রতিবেদন।

৩.৮ জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তরভিত্তিক প্রতিবেদন প্রণয়ন

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক ২০০৯ সাল থেকে বর্তমান সরকারের মেয়াদকালে নবম, দশম এবং একাদশ জাতীয় সংসদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের লিখিত ও মৌখিক প্রশ্নের উত্তর নিয়মিত ভাবে প্রণয়নপূর্বক প্রেরণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। এছাড়াও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসহ বিভিন্ন সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি, অনুমতি হিসাব সম্পর্কিত কমিটি, সরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত কমিটি, সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটি'র সময়ে সময়ে যাচিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের এডিপিভুক্ত চলমান ও সমাপ্ত প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি এবং চলমান প্রকল্পের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কিত কার্যপত্র নিয়মিতভাবে প্রেরণ করা হচ্ছে। তাছাড়া, মন্ত্রিসভার মাননীয় সদস্যগণ কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন এবং উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্ত যাচিত যাবতীয় প্রশ্নোত্তরভিত্তিক তথ্য জাতীয় সংসদে প্রেরণ করা হচ্ছে।

৩.৯ বিভাগীয় উন্নয়ন কমিটির সভায় আইএমইডি'র প্রতিনিধিত্ব

বিভাগীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠেয় উন্নয়ন কমিটির সভায় আইএমইডি'র প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার মাধ্যমে বিভাগভুক্ত প্রজেক্ট মনিটরিং করা হয়ে থাকে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.imed.gov.bd

নথি নং-২১.০০.০০০০.০৫৪.০৬.১৬২.১৯-৫১

তারিখ: ২১ জানুয়ারি, ২০২০

অফিস আদেশ

গত ১৯/০৩/২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) এর সভায় অন্যান্য সিদ্ধান্তের মধ্যে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছেঃ

"বিভাগীয় সমন্বয় কমিটির সভায় সংশ্লিষ্ট বিভাগে চলমান প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং বিভাগীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠেয় উন্নয়ন কমিটির সভায় আইএমইডি'র প্রতিনিধি প্রেরণ করতে হবে।" (সিদ্ধান্ত নং-৮.৩)

২। এনইসি সভার উল্লিখিত সিদ্ধান্ত প্রতিপালনের নিমিত্ত পরবর্তী বিভাগীয় সমন্বয় কমিটির সভাসমূহে সংশ্লিষ্ট বিভাগে চলমান প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনার বিষয়টি অন্তর্ভুক্তি এবং সভায় আইএমইডি'র প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

৩। এ বিভাগের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টরের প্রতিনিধিগণ (সর্বনিম্ন পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তা) নিম্নলিখিত তালিকা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে যোগাযোগপূর্বক উল্লিখিত সভায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করবেনঃ

ক্রঃনং	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়	পরিবীক্ষণ ও মূলায়ন সেক্টর
০১	চট্টগ্রাম	পরিবীক্ষণ ও মূলায়ন সেক্টর- ০১
০২	রাজশাহী	পরিবীক্ষণ ও মূলায়ন সেক্টর- ০২
০৩	খুলনা	পরিবীক্ষণ ও মূলায়ন সেক্টর- ০৩
০৪	সিলেট	পরিবীক্ষণ ও মূলায়ন সেক্টর- ০৪
০৫	বরিশাল	পরিবীক্ষণ ও মূলায়ন সেক্টর- ০৫
০৬	রংপুর	পরিবীক্ষণ ও মূলায়ন সেক্টর- ০৬
০৭	ময়মনসিংহ	পরিবীক্ষণ ও মূলায়ন সেক্টর- ০৭
০৮	ঢাকা	পরিবীক্ষণ ও মূলায়ন সেক্টর- ০৮

৪। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অফিস আদেশ জারি করা হল; যা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২১/০১/২০

(মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন)
প্রোগ্রামার
ফোন ঃ ৯১৩৩৬৩৫
সেলঃ ০১৭১৮৩৬৯৩০৩
ই-মেইলঃ mithu_cse24Qyahoo.com

প্রধান/মহাপরিচালক
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-০১/০২/০৩/০৪/০৫/০৬/০৭/০৮
আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

(পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

৩.১০ প্রকল্প পরিবীক্ষণে ভিডিও কনফারেন্স

আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে স্বল্প সময়ে বিভিন্ন দপ্তর গোষ্ঠির স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিচালনায় ভিডিও কনফারেন্স একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সচিব মহোদয় প্রতিটি জেলাকে একটি ইউনিট বিবেচনায় এনে ঐ জেলার সকল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের স্টেকহোল্ডারদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। অনলাইন প্রজেক্ট মনিটরিং এর অংশ হিসেবে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর হতে প্রতি অর্থবছরে আইএমইডি কর্তৃক নিয়মিতভাবে সমগ্র দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত জেলাসমূহের জেলা প্রশাসক এবং এডিপি বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

অর্থবছর	ভিডিও কনফারেন্সিং সংখ্যা
২০১৬-২০১৭	১০
২০১৭-২০১৮	৩৯
২০১৮-২০১৯	৩৬
২০১৯-২০২০	২০
২০২০-২০২১	১৫
২০২১-২০২২	১২
২০২২-২০২৩	১২
২০২৩-২০২৪* (চলমান)	০২*

* চলমান

চিত্র: ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে সচিব, আইএমইডি মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পিরোজপুর জেলার এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত ভিডিও কনফারেন্সিং সভা।

৩.১১ প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সঠিক বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও প্রকৃত মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে আইএমইডি ডিজিটাল মনিটরিং এর লক্ষ্যে ২৬ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে PMIS (Project Management Information System) প্রণয়ন করেছে। প্রকল্প পরিচালকগণ, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রনালয়/সংস্থাসমূহ এবং আইএমইডি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ ইউজার Credential ব্যবহার করে এতে তথ্য প্রদান করতে পারেন। প্রকল্প পরিচালকগণ PMIS সিস্টেমে তাদের প্রকল্পের Static তথ্য (DPP সংশ্লিষ্ট) এবং Dynamic তথ্য (আর্থিক অগ্রগতি) প্রদান করতে পারেন যা হতে আইএমইডি সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট ও PCR প্রস্তুত করা যায়। PMIS সিস্টেমকে বর্তমানে আধুনিকতম ও যুগোপযোগী টেকনোলজি ব্যবহারের মাধ্যমে আপগ্রেডেশন করা হচ্ছে যা বিভিন্ন সরকারি গুরুত্বপূর্ণ সিস্টেম যেমন: NID, AMS, Ibas++, e-GP ইত্যাদির সাথে ইন্টিগ্রেটেট এবং আরো কার্যকর।

PMIS সিস্টেমের আপগ্রেডেড ভার্সন হলো e-PMIS (Electronic Project Management Information System)। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা ডিজিটাইজেশনের লক্ষ্যে এই সফটওয়্যারটি প্রস্তুত করা হয়েছে যার মাধ্যমে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা করা যাবে। তথ্যের দৃশ্যমানতা, বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সহজিকরণের জন্য স্ট্যান্ডার্ড প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের সকল উপকরণ রয়েছে সফটওয়্যারটিতে। এই সফটওয়্যারটির মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ প্রকল্পের তথ্য ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ এবং শেয়ার করতে পারবেন। আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা, প্রকল্প পরিচালক এবং মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক দপ্তর হলো এই সিস্টেমের মূল অংশীদার।

- সফটওয়্যারটি ব্যবহারকারীর পরিচিতি নিশ্চিতকরণে NID সিস্টেমের সাথে ইন্ট্রিগ্রেট করা হয়েছে।
- প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে AMS (ADP Management System) এর সাথে ইন্ট্রিগ্রেট করা হয়েছে।
- প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যের জন্য e-GP (Electronic Govt. Procurement) সিস্টেমের সাথে ইন্ট্রিগ্রেট করা হয়েছে।
- প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পের অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্থ বিভাগের ibass++ সিস্টেম হতে e-PMIS সিস্টেমে প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দু'টি সিস্টেমের মাঝে ইন্ট্রিগেশন করা আছে।
- পরিকল্পনা কমিশনের PPS (Project Planning System) এর সাথে ইন্ট্রিগেশন করা হয়েছে।
- Field Visit Report, PCR (Project Completion Report) অনলাইনে প্রস্তুত করার ব্যবস্থা আছে।
- প্রকল্পের DPP/TAPP, PEC/PIC, Lesson Learning, Risk ইত্যাদি তথ্যের ডাটাবেজ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
- Mobile Application এর মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার Real Time Geo-Tagging সংবলিত ছবি ও ভিডিও করে তা সিস্টেমে প্রেরণের ব্যবস্থা রয়েছে।
- আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন ও সরকারের নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ের জন্য প্রয়োজনীয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক বিভিন্ন রিপোর্ট সফটওয়্যারভূক্ত আছে।

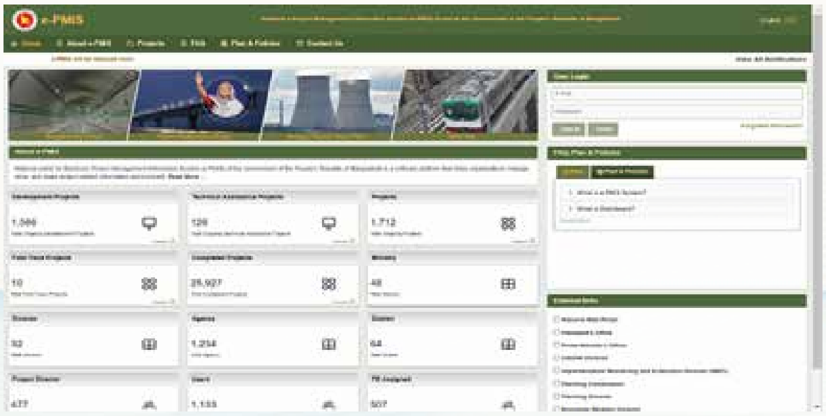

চিত্র: e-PMIS পোর্টালের হোমপেইজ।

বর্ণিত e-PMIS কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের জন্য উক্ত সিস্টেমের জন্য বর্ণিত মডিউলসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে:

• প্রকল্প প্রস্তাব তথ্য • ওয়ার্ক ব্রেকডাউন স্ট্রাকচার (WBS) • প্রকল্পের অর্থ ব্যয় ব্যবস্থাপনা • প্রকল্পের সম্পদ ব্যবস্থাপনা • প্রকল্পের যোগাযোগ সংক্রান্ত • প্রকল্পের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা	• প্রকল্পের মাঠ পরিদর্শন সংক্রান্ত • Realtime Remote Project Monitoring (RRPM) মোবাইল এপ্লিকেশনের মাধ্যমে ছবি তুলে সংরক্ষণ • প্রকল্প সমাপ্তি • রিপোর্টিং

প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম আইএমইডি'র কর্মকতাগণ এবং প্রকল্প পরিচালকগণ ডিজিটাইজড উপায়ে মনিটরিং-এর মাধ্যমে কার্যকর প্রকল্প ব্যবস্থাপনা করতে পারে সেই লক্ষ্য নিয়ে চালু আছে 'আইএমইডি প্রিজম/ IMED-PRISM' অ্যাপ। প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে সম্পাদন, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও সর্বোপরি নাগরিকগণের ব্যবহারের লক্ষ্যে রয়েছে 'আইএমইডি পিন/ IMED-PIN' নামক একটি অ্যাপ।

৩.১২ প্রকল্প পরিদর্শনে ড্রোন প্রযুক্তির ব্যবহার

আধুনিক ড্রোন প্রযুক্তির ব্যবহার প্রকল্প পরিদর্শনে যুক্ত করেছে নতুন মাত্রা। প্রকল্প পরিদর্শনে ড্রোন পরিচালনার নিমিত্ত এখন পর্যন্ত এ বিভাগের ১২০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং করার লক্ষ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরে এ বিভাগ কর্তৃক ০৩ (তিন)টি ড্রোন ক্রয় করা হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত উক্ত ড্রোন ব্যবহার করে ১২টি প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়েছে।

চিত্র: আশ্রয়ণ প্রকল্প পরিদর্শনে ড্রোনের ব্যবহার।

৩.১৩ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট গবেষণা

এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা আইএমইডি'র মূল কাজ। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আইএমইডি এডিপিভুক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়নের সাফল্য, সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা করছে যা ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিগত সময়ে আইএমইডি কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণা প্রতিবেদনসমূহ হলো:

১. ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্প বাস্তবায়ন অর্জন ও প্রত্যাশা গবেষণা প্রতিবেদন।

২. Issues and Challenges of Implementation of Development Projects in Bangladesh with Special focus on time and cost over-run.

৩. পরিবহন সেক্টরভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক গবেষণা প্রতিবেদন।

৪. বিদ্যুৎ সেক্টরভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক গবেষণা প্রতিবেদন।

৩.১৪ বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে আইএমইডিতে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। ১৭ মার্চ, ২০২০ তারিখে বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকীতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় জনাব এম. এ. মান্নান, এমপি 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' উদ্বোধন করেন। আইএমইডি'র প্রবেশদ্বারের সন্নিকটে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর একটি প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়েছে।

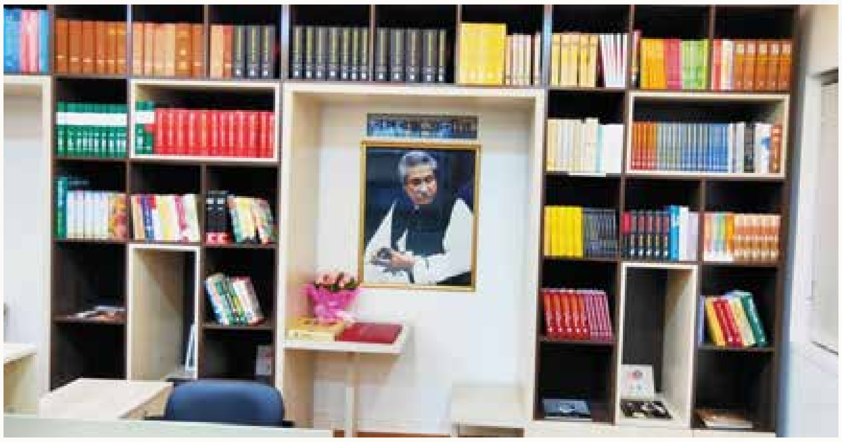

চিত্র: আইএমইডি'র লাইব্রেরিতে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্ণার।

চিত্র: আইএমইডি প্রাঙ্গনে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি।

৩.১৫ সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি রয়েছে। বিভিন্ন উৎস হতে আগত ও সংগৃহীত গ্রন্থাগার সামগ্রীর দ্বারা এই লাইব্রেরির সংগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৯ সাল হতে বর্তমান পর্যন্ত ৫২৩৯টি বই, সাময়িকী, জার্নাল, রিপোর্ট, ম্যাগাজিন, নিউজলেটার, বুলেটিন, ইত্যাদি লাইব্রেরির সংগ্রহে সংযোজিত হয়েছে এবং এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে লাইব্রেরির গ্রন্থসামগ্রীর সংখ্যা প্রায় ১০,০০০। মহান মুক্তিযুদ্ধ ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত প্রায় ৫০০ বইয়ের সমাহারে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার'টি সাজানো হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে রচিত দেশি-বিদেশি বই, জার্নাল, রিপোর্ট লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। তন্মধ্যে, বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, আইন ও বিধি, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। প্রকল্পের সঠিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ করা হলো এ বিভাগের ভিশন। তাই প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত দুই শতাধিক বইয়ের সংগ্রহ লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। বই ছাড়াও এখানে রিপোর্ট, জার্নাল, ম্যাগাজিন, নিউজলেটার, বুলেটিন, পত্রিকাসহ অন্যান্য প্রকাশনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয় যার মাধ্যমে পাঠকদের চাহিদা পূরণ করা হয় এবং নতুন বিষয়ে জানতে পাঠকদের সহায়তা প্রদান করা হয়। এর ফলে পাঠকগণ তাদের অর্জিত জ্ঞানভান্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারেন।

শুধুমাত্র এ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ লাইব্রেরি হতে ইস্যুপূর্বক বাসায় বই নিয়ে যেতে পারেন। এখানে পাঠকদের চাহিদা মাফিক রেফারেন্স সামগ্রী (অভিধান/ বিশ্বকোষ/ জার্নাল) পড়ার সুযোগ রয়েছে এবং বিভিন্ন রেফারেন্স তথ্য সেবা প্রদান করা হয়। এ ছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সেবাগ্রহীতা বা গবেষকগণ গ্রন্থাগারে এসে বিনামূল্যে যেকোন বই/ সাময়িকী/ সংবাদপত্র/ রেফারেন্স সামগ্রী ইত্যাদি শুধু মাত্র পড়তে পারেন। গ্রন্থাগারের সংগ্রহে নতুন সংযোজিত গ্রন্থাগার সামগ্রী (বই/সাময়িকী/জার্নাল/রেফারেন্স সামগ্রী ইত্যাদি) সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করা হয়। সেবাগ্রহীতার কাঙ্ক্ষিত তথ্য-চাহিদা (SDI) সেবা প্রদান করা হয়। এছাড়াও এ বিভাগের নিজস্ব ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে গ্রন্থাগারের সংগ্রহের হালনাগাদ তথ্য প্রদান করা হয়।

৩.১৬ নান্দনিক কর্মপরিবেশ সৃষ্টি

কর্মক্ষমতা এবং কর্মপরিবেশের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কর্মপরিবেশ যত সুন্দর ও নান্দনিক হবে কর্মীর কর্মস্পৃহা এবং কর্মক্ষমতা তত উন্নত হবে। এ চিন্তাকে সামনে রেখে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের প্রত্যেক কর্মচারীর অফিস কক্ষ, আঙ্গিনাসহ সামগ্রিক কর্মপরিবেশ উন্নত করা হয়েছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, কর্মস্থলে সবুজের আধিক্য সৃষ্টি,

অধিকতর সূর্যালোকের সমন্বয় ঘটিয়ে একটি দৃষ্টিনন্দন ও নান্দনিক কর্মপরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ বিভাগ ইতোমধ্যে অনেক কার্যক্রম গ্রহন করেছে। এছাড়াও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সকল উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একদিকে কর্মপরিবেশ উন্নত হয়েছে এবং অন্যদিকে কর্মচারীগণের কর্ম উদ্দীপনা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর কিছ উল্লেখযোগ্য আলোকচিত্র :

চিত্র: আইএমইডি'র বর্তমান চিত্র।

চতুর্থ অধ্যায়

সরকারি ক্রয় ব্যবস্থার উন্নয়ন

৪.১ সরকারি ক্রয়ে ডিজিটাইজেশন অর্থাৎ ই-জিপি (e-GP) প্রবর্তন

১৯৯৮ সালে বর্তমান সরকারের নেতৃত্বে সরকারি ক্রয়ে যে সংস্কার সূচিত হয়েছিল তারই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব ও ব্যক্তিগত আগ্রহের কারণে সরকারি ক্রয়ের ডিজিটাইজেশনসহ নানা সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং হচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে সরকারি ক্রয় ব্যবস্থার একটি সুদৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের "সোনার বাংলা" গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশের রুপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় ডিজিটাল বাংলাদেশ রুপকল্প-২০২১ এর ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব আহমেদ ওয়াজেদ এর তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের জন্য সবার জন্য কানেকটিভিটি, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্নমেন্ট ও আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি প্রোমোশন: এ চারটি সুনির্দিষ্ট প্রধান স্তম্ভ নির্ধারণ করে ডিজিটাল বাংলাদেশের বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে।

জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত রুপকল্প ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে ২০১১ সালের ০২ জুন সিপিটিইউ'র উদ্ভাবিত "জাতীয় ইলেকট্রনিক গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) পোর্টাল" উদ্ধোধন করেন। সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) সরকারি ক্রয় ব্যবস্থায় আরও আধুনিকায়ন ও গতিশীলতা আনয়ন এবং টেকসইকরণে কাজ করছে।

চিত্র: ০২ জুন ২০১১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইলেকট্রনিক গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) পোর্টালটি উদ্বোধন করেন।

সরকারি ক্রয়ের ডিজিটাইজেশন একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ২০০৯ থেকে এ উদ্যোগের যাত্রা শুরু হয়েছে। প্রথম দিকে যে কয়েকটি দেশ সরকারি ক্রয়ে ই-প্রকিউরমেন্ট ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নিয়েছে তাদের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। ২০১১ সালে

ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) গাইডলাইন জারি করে সরকার। প্রাথমিকভাবে, পাইলট ভিত্তিতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB), বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (BREB), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (RHD) ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED)-এই চারটি বড় ক্রয়কারী সংস্থায় পরীক্ষামূলকভাবে অনলাইন টেন্ডারিং চালু করা হয়। পরীক্ষামূলক অনলাইন টেন্ডারিংয়ে সফলতা অর্জনের পর ২০১২ সাল থেকে সরকারি বিভিন্ন ক্রয়কারী সংস্থা তাদের ক্রয়ে সিপিটিইউ'র উদ্ভাবিত ই-জিপি সিস্টেম ব্যবহার শুরু করে। সরকারি ক্রয়কারী সংস্থা ও দরদাতারা ই-জিপি সিস্টেমে পর্যায়ক্রমে নিবন্ধন করতে শুরু করে। এ সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। যে কোন স্থান থেকে দরপত্র জমাদানের সুবিধার কারণে দরদাতারা খুব সহজেই ই-জিপির মাধ্যমে টেন্ডার দাখিল করতে পারছেন। একইভাবে সরকারি ক্রয়কারী কার্যালয়ও অনলাইনে দরপত্র আহ্বান করতে পারছে।

"শেখ হাসিনার উপহার, ইলেকট্রনিক টেন্ডার" এই শ্লোগানকে ধারণ করে সিপিটিইউ কর্তৃক ই-জিপির সম্প্রসারণ অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে ই-জিপি'র অগ্রগতি সংক্রান্ত কিছু তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো:

৪.১.২ ই-জিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- ই-জিপিতে নিবন্ধিত সরকারি ক্রয়কারী সংস্থার সংখ্যা শুরুতে যেখানে ৫টি ছিল, ২০১৬ সালে তা বেড়ে হয় ৯১০টি এবং ৩১ জুলাই ২০২৩ এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪৩৭ এ।

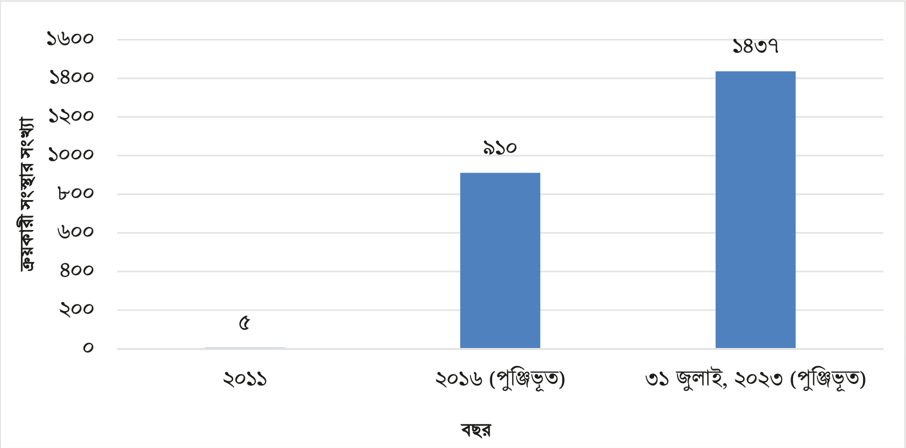

- ই-জিপিতে নিবন্ধিত দরদাতার সংখ্যা ৩১ জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত ১,০৬,৮২২। এ সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সিস্টেমটি সহজ, দ্রুত ও নিশ্চিন্ত হওয়াতে দরদাতারা এর ওপর আস্থা রাখছেন।

ই-জিপি ব্যবহারকারীর সংখ্যা:

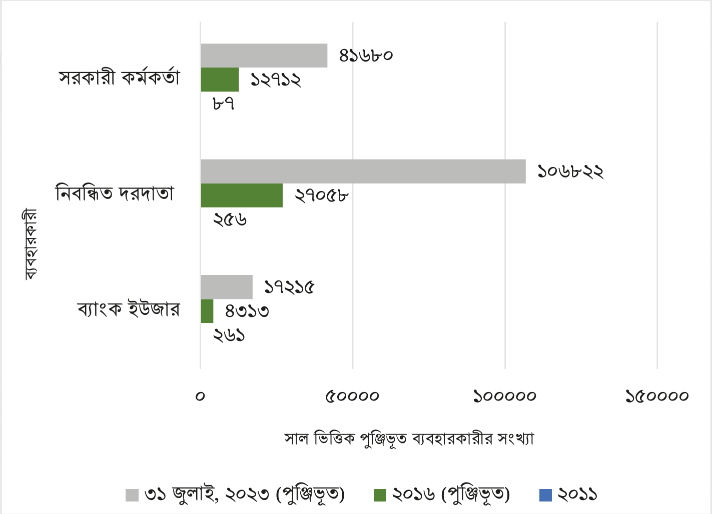

(উৎস: ই-জিপি সিস্টেম)

- ৩১ জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত ই-জিপিতে আহ্বানকৃত দরপত্রের সংখ্যা ৭,১৮,৯৫৪টি। এ সকল দরপত্রের মোট মূল্য ৭,২৭,১৫৬ কোটি টাকা।

আহ্বানকৃত দরপত্রের সংখ্যা ও মূল্য (কোটি টাকায়):

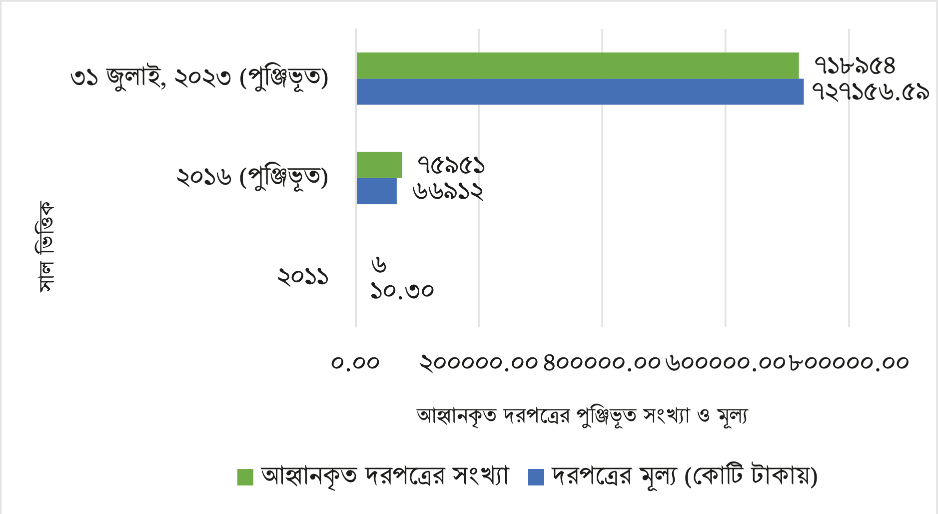

(উৎস: ই-জিপি সিস্টেম)

- ৩১ জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত ই-জিপির মাধ্যমে ৫,১৩,৫৭২টি চুক্তি সম্পাদন করা হয় এবং এগুলোর মোট মূল্য ৪,৪৯,৯৬৬ কোটি টাকা।

সম্পাদিত চুক্তির সংখ্যা ও মূল্য (কোটি টাকায়):

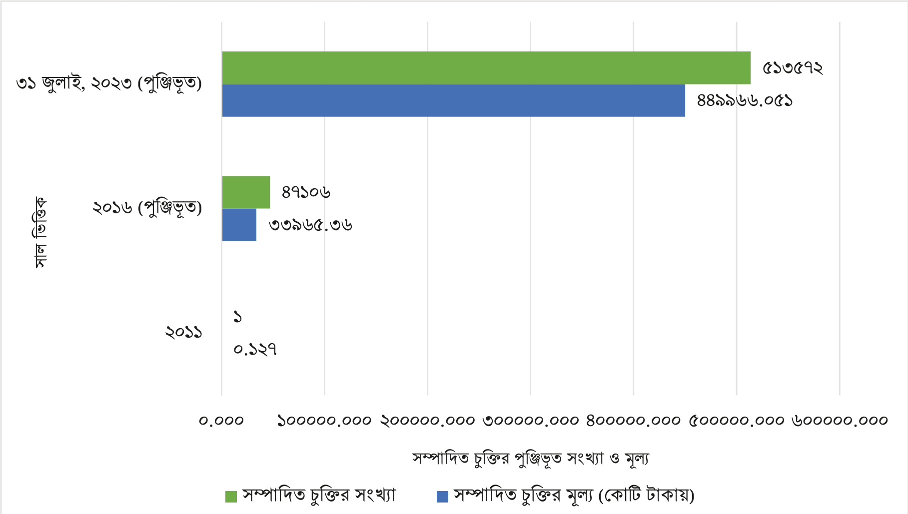

(উৎস: ই-জিপি সিস্টেম)

- ই-জিপির আওতায় বর্তমানে যুক্ত থাকা ৫২টি ব্যাংকের ৬,৮৭৬টি শাখা সারাদেশে দরদাতাদের পেমেন্ট সেবা দিচ্ছে।
- ই-জিপি সিস্টেম হতে বছরে ৪০০-৪৫০ কোটি টাকা আয় হচ্ছে। এক, ৩১ জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত মোট আয় হয়েছে ২১৩৭.৬৯ কোটি টাকা। এ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

ই-জিপিতে নিবন্ধিত ব্যাংকের সংখ্যা ও শাখা:

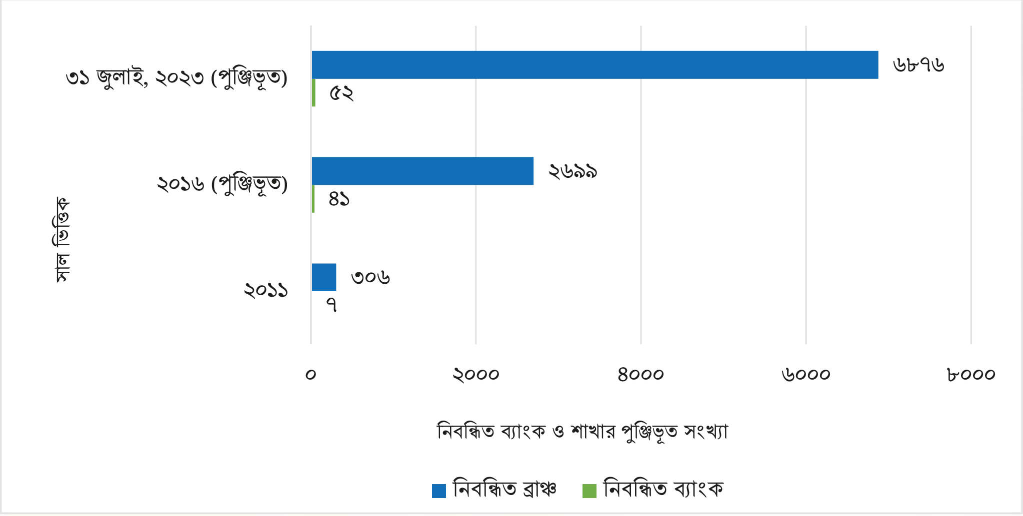

(উৎস: ই-জিপি সিস্টেম)

৪.১.৩ ই-জিপির সুফল

সরকার, ক্রয়কারী সংস্থা ও দরপত্রদাতাসহ সব পক্ষই তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক সেবা ই-জিপির সুফল পাচ্ছে। যে কারণে এর ব্যবহারও বাড়ছে। সরকারি ক্রয় ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে বড় ধরণের ভূমিকা রাখছে এই সিস্টেম । এর মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়া আগের চেয়ে অনেক সহজ হয়েছে। সময়ের পাশাপাশি অর্থের সাশ্রয় হচ্ছে। সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা, দক্ষতা, জবাবদিহিতা ও প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মাধ্যমে সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা ‘পেপারলেস’ বা কাগজবিহীন হচ্ছে। ই-জিপির কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সুফল নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

- ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের গড় সময় ৮৬.৭ দিন থেকে কমে ৫৭ দিন হয়েছে।
- ৯০% ক্রয়ের চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ প্রাথমিক দরপত্র বৈধতার মেয়াদের মধ্যে ইস্যু করা সমম্ভ হচ্ছে।
- ১০০% ক্রয়ের দরপত্র আহ্বানের নোটিশ এবং চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ ই-জিপি সিস্টেমে প্রকাশ হচ্ছে।
- ই-জিপি সিস্টিম ব্যবহারের ফলে বার্ষিক ৬০ কোটি ডলার সাশ্রয় হচ্ছে।
- দরদাতাদের ৪৯ কোটি ৭০ লাখ কিলোমিটার ভ্রমণ দূরত্ব কমেছে।
- ১,০৫ কোটি ৩০ লাখ পাতা কাগজ সাশ্রয় হয়েছে।
- ১৫৩,৫৫৯ টন কার্বন নিঃসরণ কম হয়েছে।

(Source: Methods of Assessing Procurement System (MAPS), World Bank Group, June 2020)|

৪.১.৪ ই-অডিট মডিউল

ই-জিপি সিস্টেমে ই-অডিট মডিউলের মাধ্যমে সরকারী ক্রয়ের নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (সিএন্ডএজি) অফিসের কর্মকর্তাগণ ই-জিপিতে ই-অডিট মডিউলের মাধ্যমে নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবে। এর ফলে অডিট কার্য সম্পাদন করার জন্য কোন দপ্তরে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না।

অডিট টিম নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ই-জিপি সিস্টেম থেকে টেন্ডার নোটিশ ও ডকুমেন্ট, প্রি-টেন্ডার মিটিং, টেন্ডার সংশোধনী, টেন্ডার নিরাপত্তা জামানত, টেন্ডার উন্মুক্তকরণ রিপোর্ট, টেন্ডার মূল্যায়ন রিপোর্ট, চুক্তি অনুমোদন, চুক্তি স্বাক্ষর ইত্যাদি তথ্য ব্যবহার করে অডিট কার্য সম্পাদন করতে পারবে।

স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে সরকারি ক্রয় পদ্ধতির পূর্ণ ডিজিটাইজেশন গুরুত্বপূর্ণ। এই লক্ষ্যে সম্প্রতি ই-জিপি সিস্টেমে ইলেকট্রনিক কন্ট্র্যাক্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা ই-সিএমএস মডিউল যুক্ত করা হয়েছে। যার মাধ্যমে ক্রয় চুক্তি ব্যবস্থাপনার সকল কার্যক্রম অনলাইনে করা যায়।

যে সকল চুক্তিসমূহ ই-জিপিতে e-CMS এর মাধ্যমে চুক্তি ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন হয়েছে, সে সকল চুক্তিসমূহের ওপর অডিট টিম নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ই-জিপি সিস্টেম থেকে কার্য সম্পাদন জামানত, বীমা, অগ্রিম লেনদেন, চুক্তি সংশোধনী, অতিরিক্ত কার্যাদেশ, কার্য সম্পাদন সনদ, কাজের অগ্রগতি, আর্থিক সনদ, চলতি ও শেষ বিল, কার্য পরিমাপণ বই ইত্যাদি তথ্য ব্যবহার করে অডিট কার্য সম্পাদন করতে পারবে।

ই-সিএমএস বাস্তবায়নের ফলে ক্রয় পরিকল্পনা থেকে চুক্তি ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়ার ডিজিটাইজেশন হয়েছে।

৪.১.৫ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার (International Competitive Bidding/International Competitive Tender) মাধ্যমে ক্রয় মডিউল

ই-জিপি সিস্টেমে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে পণ্য ও কার্য ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদন করার জন্য মডিউল অন্তর্ভুক্ত করা হয়ছে। এই মডিউলের মাধ্যমে ক্রয়কারীগণ আন্তর্জাতিক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবে। ই-জিপি সিস্টেমে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার তহবিল ব্যবহার করে ক্রয়ের ক্ষেত্রে আদর্শ দরপত্র দলিল কার্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে e-DPG (ICB) এবং বাংলাদেশ সরকারের তহবিল ব্যবহার করে ক্রয়ের ক্ষেত্রে আদর্শ দরপত্র দলিল e-PG4 -এর মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

টেন্ডারারগণ বাংলাদেশী মুদ্রা ও সর্বোচ্চ তিনটি বৈদেশিক মুদ্রার মাধ্যমে তাদের দর উদ্ধৃত করতে পারবে। দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি উন্মুক্তকরণের সময় বৈদেশিক মুদ্রাসমূহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশী মুদ্রার বিনিময় হার প্রদান করবে এবং ই-জিপি সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে সকল বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশী মুদ্রায় হিসাব করে মোট মূল্য টাকায় প্রদর্শন করবে।

ই-পেমেন্ট:

ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) সিস্টেম থেকে অনলাইনে ঠিকাদারদের বিল পরিশোধ শুরু হয়েছে। ই-জিপিতে ইলেকট্রনিক কন্ট্রাক্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ই-সিএমএস) মডিউল চালু এবং আইবাস প্লাস প্লাস পদ্ধতি ব্যবহার করে এটি সম্ভব হয়েছে। অনলাইনে ঠিকাদারদের বিল পরিশোধ শুরুর মাধ্যমে নতুন একটি মাইলফলকে পৌঁছালো দেশের সরকারি ক্রয় ব্যবস্থা।

১৩ জুন ২০২৩ তারিখে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ই-জিপিতে ই-সিএমএস মডিউল ব্যবহার করে একজন ঠিকাদারকে প্রথমবারের মতো অনলাইনে বিল পরিশোধ করেছে।

৪.১.৬ এ-চালান

সিপিটিইউ'র আরেকটি মাইলফলক অর্জন হলো এ-চালান। এতদিন টেন্ডার ডকুমেন্ট সংগ্রহ করতে টেন্ডারারদের ফি জমা দিতে ও পেমেন্ট স্লিপ সংগ্রহ করতে ব্যাংকে যেতে হতো। পরে আবার ক্রয়কারীর অফিসে যেতে হতো এবং ক্রয়কারীর অনুমতি জন্য অপেক্ষা করতে হতো। অনুমতি পেলে টেন্ডারাররা সিস্টেমে প্রবেশ করতে পারে এবং ডকুমেন্ট সংগ্রহ করতে পারে। এখন তাদের আর কোনো ব্যাংকে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ছে না এবং নিজেদের অফিসের ল্যাপটপে এ-চালানের মাধ্যমে পেমেন্ট করে তারা পাঁচ মিনিটের মধ্যে টেন্ডার ডকুমেন্ট ডাউনলোড করতে পারছেন। এটা খুবই সহজ ও ব্যয় সাশ্রয়ী। এই সুবিধা টেন্ডারারদের ভোগান্তিও কমিয়েছে। কারণ টেন্ডারারকে ব্যাংকে দৌড়ানোর প্রয়োজন নেই। এ-চালান টেন্ডারারদের টেন্ডার ডুকমেন্ট, ই-জিপি নিবন্ধন ও নবায়নের ফি ইত্যাদি পরিশোধ করা সহজ করেছে। ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড, বিকাশ, রকেট অথবা নগদ ব্যবহার করে এ-চালানের মাধ্যমে দরপত্র সম্পর্কিত ফি জমা দেয়া যায়। ২০২২ সালে এ-চালান চালুর পর ৩১ জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত ৬,৩৫৭টি লেনদেন হয়েছে যার মোট মূল্য ১ কোটি ৯ লক্ষ টাকার অধিক।

৪.১.৭ সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি (ডিপিএম)

ই-জিপি সিস্টেমে Direct Procurement Method (DPM) বা সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি (ডিপিএম) যুক্ত করা হয়েছে। ক্রয়কারীদের মধ্যে যারা সরকারি তহবিল (জিওবি) ব্যবহার করে নিজস্ব অর্থায়নে ক্রয় করতে চায় এবং যারা উন্নয়ন

সহযোগীদের অর্থায়নে ক্রয় করতে চায়- ডিপিএম এ তাদের জন্য দুই ধরনের ব্যবস্থা আছে। সিস্টেম ব্যবহার করে ডিপিএম এ ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ করতে ক্রয়কারীদের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে সিপিটিইউ যে কোনো ধরনের সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত আছে।

৪.১.৮ আরও কিছু অর্জন

iBAS++ এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের সাথে ই-জিপি'র ইন্টিগ্রেশন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সিপিটিইউ থেকে ই-জিপি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছে ইথিওপিয়া ও নাইজেরিয়া। ই-জিপি বাস্তবায়ন সম্পর্কে ধারণা নিয়েছে নেপাল, ভুটান, গাম্বিয়া, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, শ্রীলংকা ও মোজাম্বিক। বিশ্বব্যাপী COVID পরিস্থিতিতে ই-জিপি সিস্টেম একদিনের জন্যও বন্ধ হয়নি। ইতোমধ্যে এ সিস্টেমটি ISO/IEC 27001:2013 সনদ অর্জন করেছে।

ই-জিপি সিস্টেম সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার (Value for Money) নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ সিস্টেমের ফলে সরকারি কাজে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হচ্ছে। অধিকন্তু ক্রয়কার্যে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক সকল ব্যক্তির প্রতি সমআচরণ ও অবাধ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অবদান রেখে যাচ্ছে।

৪.২ সরকারি ক্রয় বাতায়ন (Citizen Portal) [www.citizen.cptu.gov.bd]

নাগরিকদের অর্থে এবং নাগরিকদের জন্যই সরকারি ক্রয়। ফলে নাগরিকদের অর্থে কোথায় কী কাজ হচ্ছে তা তাদের জানার অধিকার রয়েছে। সামাজিক দায়বদ্ধতার এ অংশ হিসেবে সিপিটিইউ ক্রয়কাজে স্থানীয় নাগরিকদের সম্পৃক্ত করার কাজ করে যাচ্ছে।তাই তাদেরকে সরকারি ক্রয়ের নানা তথ্য জানাতে সিটিজেন পোর্টাল 'সরকারি ক্রয় বাতায়ন' (www. citizen.cptu.gov.bd) চালু করেছে সিপিটিইউ। সরকারি ক্রয়ের অনেক তথ্যই এখন নাগরিকদের হাতের নাগালে। সরকারের নীতি নির্ধারক, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা ও দপ্তরের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, গবেষক, বিশ্লেষক, গণমাধ্যম কর্মীদেরও বিশেষভাবে কাজে আসবে সরকারি ক্রয় বাতায়ন। ২০২০ সালের আগস্টে আনুষ্ঠানিকভাবে এই পোর্টালের উদ্বোধন করা হয়। সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা বৃদ্ধি ও সুশাসন নিশ্চিত করার অংশ হিসেবে এই পোর্টালটি চালু করা হয়েছে। একসঙ্গে সরকারি ক্রয় সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করাই এর উদ্দেশ্য। উন্নয়ন সহযোগীদের মতে নাগরিকদের কাছে ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য এভাবে তুলে ধরার বিষয়টি একটি অনন্য উদ্যোগ। এ ধরনের উদ্যোগ শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা বিশ্বেই একটি অনন্য দৃষ্টান্ত বলে মনে করা হচ্ছে।

সরকারি ক্রয় বাতায়নে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যপ্রাপ্তির সুযোগ সবার জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। এই পোর্টাল থেকে সহজেই সারাদেশের পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সম্পর্কিত নানা তথ্য পাবেন নাগরিকগণ। এমনকি নিজ এলাকার সরকারি ক্রয় সম্পর্কেও বিস্তারিত জানতে পারবেন তারা। এছাড়া পোর্টালে থাকা ব্লগ ও সিপিটিইউর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নাগরিকরা সরকারি ক্রয় বিষয়ে তাদের মতামত তুলে ধরতে পারেন। এ ছাড়া সরকারের নীতি নির্ধারক, ক্রয়কারী সংস্থার কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ, গবেষকরা সরকারি ক্রয় বাতায়ন থেকে ওপেন কন্ট্রাক্টিং ডাটা স্ট্যান্ডার্ড (ওসিডিএস) ডাটা JSON ফরম্যাটে ডাউনলোড করে তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

সিটিজেন পোর্টালটি সিপিটিইউর ওয়েবসাইটের সাথে যুক্ত। পোর্টালের তথ্যগুলো সরাসরি আসছে সরকারের ইলেক্ট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট বা ই-জিপি সিস্টেম থেকে। এছাড়াও সরকারি বিভিন্ন সংস্থা, সরকারি ক্রয় বিষয়ক নাগরিক সম্পৃক্ততার প্লাটফরমসহ বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য নিয়ে তা প্রকাশ করছে সিপিটিইউ। বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় 'ডিজিটাইজিং ইমপ্লিমেন্টেশন মনিটরিং অ্যান্ড পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্রজেক্ট (DIMAPPP)' এর আওতায় সিটিজেন পোর্টালটি চালু করা হয়েছে।

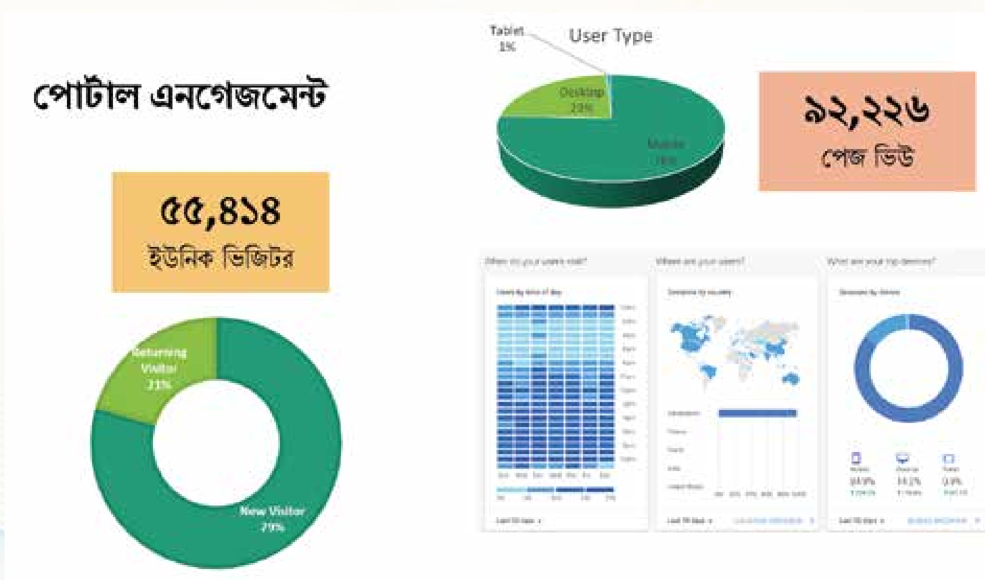

৪.৩. টেন্ডারার্স ডাটাবেজ প্রণয়ন

ই-জিপি সিস্টেমে টেন্ডারার্য ডাটাবেজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে টেন্ডারারগণের কাজের অভিজ্ঞতা, অর্থ পরিশোধের সনদ, যন্ত্রপাতি, লোকবল, অ্যাওয়ার্ড/সার্টিফিকেশন/এফিলেয়েশন এবং মামলা-মোকদ্দমা সংক্রান্ত তথ্যাদি ই-জিপি সিস্টেমে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রয়কারী ও টেন্ডারারদের কাজের অভিজ্ঞতা, অর্থ পরিশোধের সনদ এবং মামলা-মোকদ্দমা সংক্রান্ত তথ্যাদি ই-জিপি সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করছে। উল্লেখ্য, ই-জিপিতে ক্রয় প্রক্রিয়া সহজ ও গতিশীল করার জন্য টেন্ডারার্য ডেটাবেজে সংরক্ষিত তথ্যাদি ব্যবহার করে টেন্ডারারগণ পরবর্তীতে দরপত্র প্রস্তুত করতে পারবে। দরপত্র মূল্যায়ণ কমিটি সংরক্ষিত তথ্যাদি ব্যবহার করে দরপত্র মূল্যায়ন করতে পারবে। ২০২২ সালে এ ডাটাবেজ চালুর পর ২০২৩ এর জুলাই পর্যন্ত ক্রয়কারী সংস্থাসমূহের মধ্যে ৫২৮ এবং দরদাতাদের মধ্যে ৫৫৬ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

৪.৪. ই-সিএমএস (ইলেকট্রনিক চুক্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি) তৈরি

ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে কর্ম পরিকল্পনা জমাদান, মাইলফলক নির্ধারণ, অগ্রগতি সনাক্তকরণ, পরিবীক্ষণ, প্রতিবেদন তৈরি, গুণগত মান পরীক্ষা, চলমান বিল তৈরি, ভেন্ডরের রেটিং এবং কার্যসমাপ্তির সনদ তৈরীসহ চুক্তি ব্যবস্থাপনার পূর্ণাঙ্গ বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত আছে। ই-জিপি সিস্টেমে চুক্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (e-CMS) সম্প্রসারিত করা হয়েছে। বর্তমানে আদর্শ দরপত্র দলিল e-PW3, e-PW3-D এবং e-PW3-A -এর জন্য চুক্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (e-CMS) বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে সরকারের কয়েকটি সীমিত সংখ্যক সংস্থাকে নিয়ে নিয়ে চুক্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (e-CMS) পাইলটিং করা হয়। যা সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে সকল ক্রয়কারীগণ আদর্শ দরপত্র দলিল e-PW3, e-PW3-D এবং e-PW3-A -এর জন্য চুক্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (e-CMS) বাস্তবায়ন করছেন। ক্রয়কারীগণ চুক্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (e-CMS) ব্যবহার করে কাজের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি মনিটর করতে পারছেন এবং ঠিকাদারদের কাজের সনদ ও রেটিং প্রদান করতে পারছেন। সম্প্রতি ই-জিপি সিস্টেম থেকে iBAS++ সিস্টেমে বিল প্রেরণ পদ্ধতি সংযুক্ত করা হয়েছে। ঠিকাদার কর্তৃক e-CMS এর মাধ্যমে প্রেরিত বিল সংশ্লিষ্ট ক্রয়কারী কর্তৃক অনুমোদনের পর iBAS++ সিস্টেম -এর মাধ্যমে পরিশোধ করা যাবে।

৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত মোট ২০৬ টি টেন্ডারের চুক্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ই-সিএমএস মডিউলের মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে। এ সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

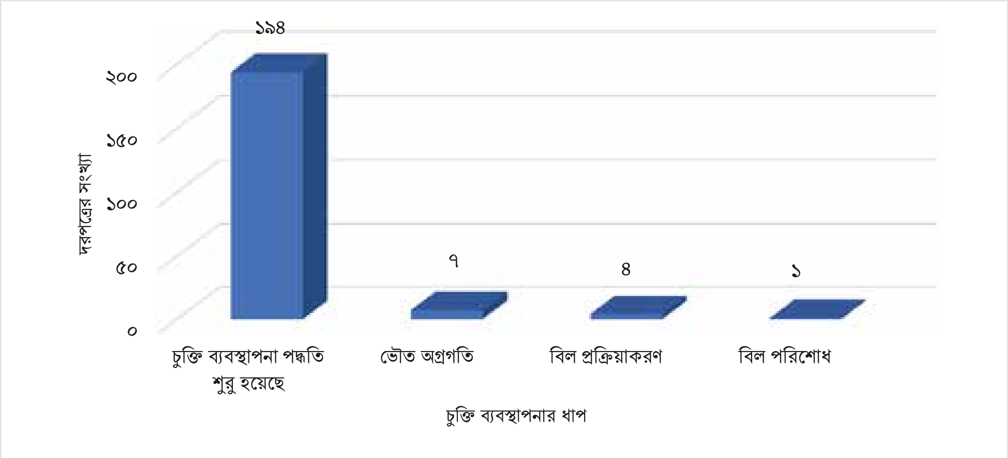

৪.৫ সরকারি ক্রয়ে জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা সৃষ্টি

২০০৯ থেকে সরকারি ক্রয় বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য দেশব্যাপী ব্যাপক জনসচেতনতা কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়। এই কার্যক্রমের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলায় ৬৪টি ই-জিপি সচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তীতে আরও বিভিন্ন জেলায় ই-জিপি কর্মশালা, সেমিনার ও মিডিয়া ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে ২০২৩ এর জুলাই পর্যন্ত। এ কর্মকান্ড চলমান রয়েছে।

এ ছাড়া দেশের ৬৪টি জেলায়ই গভর্নমেন্ট টেন্ডারার ফোরাম (জিটিএফ) গঠন করা হয়েছে এবং ৬৪টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০২৩ পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় এ কর্মশালা চলেছে। এসব কর্মকাণ্ডে এ পর্যন্ত মোট ৯,২৬৮ জন অংশীজন অংশগ্রহণ করেছে। বিলবোর্ড, টেলিভিশন বিজ্ঞাপন, ক্রয় বিষয়ক থিমসং, টিভি টকশো, ডকুমেন্টারী, কেস স্টাডি, এডভোকেসী সামগ্রী ও লিফলেট, স্টিকার, নিউজলেটার ইত্যাদি তৈরি ও প্রচার করা হয়েছে এবং বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ক্রয় বিষয়ক প্রচারনা অব্যাহত আছে।

জনসম্পৃক্ততা সৃষ্টির জন্য দেশের ৪৮টি উপজেলায় ২,৫১৬ জনের ২৫৪টি নাগরিক দল গঠন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৩১৬টি সরকারি ক্রয়চুক্তি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, যার জন্য ৩১৬টি সাইট মিটিং এ ১৭,৭৬০ জন নাগরিক উপস্থিত হয়েছে। এ ছাড়া নাগরিক সম্পৃক্ততামূলক ২৪টি ফোরাম সভা ও জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে যেখানে ১,৩৪৯ জন অংশগ্রহণ করেছে।

পঞ্চম অধ্যায়

আইএমইডি'র উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

বিগত ২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে আইএমইডি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি, সরকারি ক্রয় কাজে ই-জিপির সম্প্রসারণ, ইলেক্ট্রনিক টেন্ডারিং, প্রকল্প বাস্তবায়নের তথ্য অনলাইনে সংগ্রহের জন্য Project Management Information Sysem (PMIS) প্রবর্তন এবং মনিটরিং ও প্রতিবেদন কার্যক্রমকে আধুনিকায়ন করার জন্য ০৬(ছয়) টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। যা নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি
		মোট	আর্থিক
১.	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিফর্ম প্রজেক্ট (৩য় সংশোধিত) (জুলাই ২০০৭ – জুন ২০১৭)	৫৬৮১৭.১৯	৫২৯৭৬.২৩ (৯৩.২৪%)
২.	Enhancing Institutional Capacity of IMED (EICI) (1st Revised) (নভেম্বর ২০১৫ – অক্টোবর ২০১৮)	৪৩৩.২০	৩৩৫.০৩ (৭৭. ৩৪%)
৩.	স্টেংদেনিং মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন ক্যাপাবিলিটিস অব আইএমইডি (এসএমইসিআই) (৩য় সংশোধিত) (জানুয়ারি ২০১৩ – জুন ২০২০)	৬,৮৮৫.০০	৬,০১৯.৬৬ (৮৭.৪৩%)
৪.	Digitizing Implementation Monitoring and Public Procurement Project (DIMAPPP) (জুলাই ২০১৭ – ডিসেম্বর ২০২৩)	৮৮,২০০.০০	৬০,০৯৬.১৬ (৬৮%) (জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)
৫.	Capacity Development for Monitoring and Reporting to Increase the Effective Coverage of Basic Social Services (ECBSS) for Children and Women in Bangladesh (Phase-2) (অক্টোবর ২০১৭ – জুন ২০২৪)	৯০৮.৮২	৪৮৩.২৫ (৫৩.১৭%) (এপ্রিল, ২০২৩ পর্যন্ত)
৬.	ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতির কার্যকর ব্যবহারে আইএমইডি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি (জুলাই, ২০২১ - জুন, ২০২৫)	১৪৯১.৫৭	৩৯৭.৪৬ ২৬.৬৫% (জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)

০৬ (ছয়) টি উন্নয়ন প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অর্জন

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে আইএমইডির সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং মনিটরিং ও প্রতিবেদন কার্যক্রমকে আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে ২০০৯-২০২৩ সময়কাল পর্যন্ত আইএমইডি'র আওতাধীন ০৬(ছয়) টি উন্নয়ন প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অর্জন নিম্নরূপঃ

৫.১ "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিফর্ম প্রজেক্ট (৩য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প

সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উল্লেখযোগ্য অর্জন
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫৬৮১৭.১৯ **লক্ষ টাকা** **বাস্তবায়নকাল:** জুলাই ২০০৭ – জুন ২০১৭ **প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:** • বিদ্যমান আইনসহ অবশিষ্ট নীতির সংস্কার সম্পন্ন করা; • প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত গণখাতে সংগ্রহ ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন; • গণখাতে সংগ্রহ ব্যবস্থাপনার উন্নতির নিমিত্ত সিপিটিইউ এবং আইএমইডিসহ সংশ্লিষ্ট সেক্টরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা; • সিপিটিইউ এর পৃষ্ঠপোষকতায় ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্টের উন্নয়ন, পাইলটিং এবং চালু করা; • গণখাতে সংগ্রহ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত অংশীজনদেরকে (Stakeholders) এ ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতার মাধ্যমে সংযুক্ত করা; ইত্যাদি।	• পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন এবং আইনের আলোকে বিধিমালা সংশোধন করা হয়েছে; • পাবলিক প্রকিউরমেন্ট সহজীকরণে এসটিডি/এস আরএফপিসমুহ প্রস্তুত এবং হালনাগাদ করা হয়েছে; • প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য ১১২জন সংখ্যক সরকারি কর্মকর্তা (MCIPS) কোর্সের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; • পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এর জাতীয় প্রশিক্ষকদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং রিভিউ প্যানেল গাইড লাইন প্রণয়ন করা হয়েছে; • প্রকিউরমেন্ট ব্যবস্থাপনার উপর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সিপিটিইউ এর অফিস ভবন নির্মাণ এবং ৪টি টার্গেট এজন্সির কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; • ই-জিপি ব্যবস্থাপনা চালুকরণে সিপিটিইউ এবং বিসিসিতে ডাটা সেন্টার চালু করা হয়েছে; • ই-জিপি সিস্টেমে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং ১১২০ সংস্থার নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে; • ই-জিপি সিস্টেম এর জন্য মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা হয়েছে; • ই-জিপি সিস্টেমে ক্রয় সংক্রান্ত সেবার উপর পত্রিকা, রেডিও, টিভি, কার্টুনে প্রচার এবং ২টি ডিজিটাল ভিডিও নির্মাণ এবং সচেতনতামূলক কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

৫.২ "Enhancing Institutional Capacity of IMED (EICI) (1st Revised)" শীর্ষক প্রকল্প

সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উল্লেখযোগ্য অর্জন
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৩৩.২০ **লক্ষ টাকা** **বাস্তবায়নকাল:** নভেম্বর ২০১৫ – অক্টোবর ২০১৮	• এই প্রকল্পের আওতায় **৫৬৯** জন কর্মকর্তাকে স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ সকল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মকর্তাগণের বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ফলাফল ভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫.৩ "স্টেংদেনিং মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন ক্যাপাবিলিটিস অব আইএমইডি (এসএমইসিআই) (৩য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প

সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উল্লেখযোগ্য অর্জন
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৬,৮৮৫.০০ **লক্ষ টাকা** **বাস্তবায়নকাল:** জানুয়ারি ২০১৩ – জুন ২০২০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য: • সঠিক তথ্য সংগ্রহপূর্বক প্রণীত প্রতিবেদন নির্দিষ্ট সময়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/ এনইসি/ একনেক/ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য PMIS তৈরীকরণ; • বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের কর্মকর্তাদের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ম্যানুয়েল প্রণয়ন; • প্রকল্প পরিদর্শনের জন্য আইএমইডি'র নিজস্ব পরিবহন সুবিধা সৃষ্টি; • প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।	• প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করার জন্য একটি PMIS Software তৈরী করা হয়। পরবর্তীতে এটি এখন e-PMIS নামে আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে। • বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের কর্মকর্তাদের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ০৬টি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ম্যানুয়েল প্রণয়নপূর্বক তা এ বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। • প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রকল্পটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঞ্জ হচ্ছে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। প্রকল্পটির অধীনে "প্রকল্প ব্যবস্থাপনা" বিষয়ে ০৬ জন বৈদেশিক মাস্টার্স কোর্স সম্পন্ন করেছেন। ৩০ জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ে বৈদেশিক সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন করেছেন। প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ে ১০টি ব্যাচে বৈদেশিক স্টাডি ট্যুর অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৯৪ জন কর্মকর্তা "Result based Monitoring" "Project Management" "Monitoring & Evaluation Tools of Public Sector"ইত্যাদিবিষয়ে বিদেশে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। স্থানীয় প্রশিক্ষণের আওতায় ১৮০ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন ধাপে নির্মাণধর্মী কাজের মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিষয়ে ৫ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩০ জন কর্মকর্তা "প্রকল্প ব্যবস্থাপনা" বিষয়ে ফারইস্ট ইউনিভার্সিটি হতে মাস্টার্স ডিগ্রী সম্পন্ন করেছেন। ২য় ও ৩য় শ্রেণীর ৫৪৫ জন কর্মচারী বিভিন্ন ধাপে Database Management/Office Management, Computer Software ওHardware বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ৪র্থ শ্রেণীর ২০০ জন কর্মচারী বিভিন্ন ধাপে Computer Literacy বিষয়েপ্রশিক্ষণ নিয়েছেন। PMIS বিষয়ে ১০০০ জন প্রকল্প পরিচালক-কেপ্রশিক্ষণের সংস্থান থাকলেও ২০টি ব্যাচে ৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। • প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে একটি ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। Disaster Recovery Center হিসেবে এর অনুরূপ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে (বিসিসি) একটি মিরর ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে । • প্রকল্পের আওতায় মোট ০৬টি PAJERO SPORTS ব্রান্ডের জিপ ক্রয় করা হয়েছে। ক্রয়কৃত ০৬টি PAJERO SPORTS ব্র্যান্ডের গাড়ী আইএমই বিভাগের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নিয়মিতভাবে প্রকল্প পরিদর্শনের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে । ২০১৪ সালে ক্রয়কৃত গাড়ীগুলোর মাধ্যমে মোট ৪২০০টি প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়েছে। গাড়ীগুলো নিয়ম অনুযায়ীসরকারী পরিবহন পুলে জমা দেওয়া হয়েছে। • আইএমইডি'র লজিস্টিক সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ প্রকল্পের আওতায় কম্পিউটার, ল্যাপটপ, এলইডি মনিটর, আসবাবপত্র, টোনার, কাগজ, স্ক্যানার, পানির ফিল্টার, wifi Equipment, পেপার শেডারসহ চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে এবং আইএমই ভবনের অভ্যন্তরে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

৫.৪ "Digitizing Implementation Monitoring and Public Procurement Project (DIMAPPP)" শীর্ষক প্রকল্প

সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উল্লেখযোগ্য অর্জন
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৮৮,২০০.০০ **লক্ষ টাকা** **বাস্তবায়নকাল:** অক্টোবর ২০১৭ – জুন ২০২৪ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** ক) সিপিটিইউ'র পুনর্গঠন ও নীতি সংস্কার; খ) সরকারি ক্রয় এর ডিজিটাইজেশন বেগমান করা; গ) ক্রয়কার্য সম্পাদন ও ব্যসস্থাপনার ক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব তৈরী করা; ঘ) প্রকল্প মনিটরিং এর ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ অনলাইন ব্যবস্থা চালু করা; ঙ) নতুন ২৮ টি Selected Public Sector Organization (SPSO) এ ই-জিপি (ইলেকট্রনিক গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট) ব্যবস্থা প্রবর্তন ও পরিচালনা; চ) সরকারি ক্রয়ে নাগরিকদের সম্পৃক্তকরণ; ছ) আইএমইডি'র অনলাইন মনিটরিং সক্ষমতা বৃদ্ধি; জ) সিপিটিইউ'র এবং ই-জিপি'র কার্যক্রম সফলতার সাথে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের (৭০%) সংস্থান নিশ্চিতকরণ; ঝ) Newly Selected Public Sector Organization (NSPSO) এর ৭০% ক্রয় কার্যক্রম জাতীয় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির আওতায় ই-জিপি পরিচালনা করা; ঞ) প্রকিউরমেন্ট লিডটাইম ৭০ দিনে হ্রাস করা (Base line ১০০ দিন); ট) নির্বাচিত ৪৮ টি উপজেলার ক্রয় চুক্তি বাস্তবায়ন মনিটরিং এর জন্য নাগরিকদের সম্পৃক্তকরণ; এবং ঠ) আইএমইডি কর্তৃক Selected Public Sector Organization (SPSO) এর ৪৫ শতাংশ প্রকল্প অনলাইনে পরিবীক্ষণ করার ব্যবস্থা করা।	• সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা এবং আইন ও বিধিমালা সম্পর্কিত ৩ সপ্তাহের প্রশিক্ষণের আওতায় ২০০৯ থেকে ২০২৩ এর জুলাই পর্যন্ত ৩২৪টি ব্যাচে ৯,২১৬ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৫দিন, ৩দিন ও ১ দিন ব্যাপী স্বল্প মেয়াদে ১৫,২৪৯ জনকে সরকারি ক্রয়ের ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে সরকারি কর্মকর্তা, ঠিকাদার ও সাংবাদিকও অন্তর্ভুক্ত। ১ দিনের রিফ্রেশার্স কোর্সে ৬০ ব্যাচে ১,৮০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। • ২০১১ সালে ই-জিপি চালুর পর থেকেই সিপিটিইউ ই-জিপি ব্যবহারকারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। সরকারি ক্রয়কারী কর্মকর্তা, ব্যাংক কর্মকর্তা, নিবন্ধিত দরদাতা ও অন্যান্য ব্যবহারকারীসহ ২০২৩ এর জুলাই পর্যন্ত মোট ৩১,১১৭ জনকে ই-জিপি বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। • iBAS++ এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের সাথে ই-জিপি'র ইন্টিগ্রেশন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০৯ থেকে ২০২৩ এর মধ্যে **ই-জিপি বাস্তবায়ন সম্পর্কে ধারণা নিয়েছে নেপাল, ভুটান, ইথিওপিয়া, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, শ্রীলংকা, মোজাম্বিক ও মিশর** । বিশ্বব্যাপী COVID পরিস্থিতিতে ই-জিপি সিস্টেম একদিনের জন্যও বন্ধ হয়নি। **ইতোমধ্যে এ সিস্টেমটি ISO/IEC 27001:2013 সনদ অর্জন করেছে।**

৫.৫ "Capacity Development for Monitoring and Reporting to Increase the Effective Coverage of Basic Social Services (ECBSS) for Children and Women in Bangladesh (Phase-2)" শীর্ষক প্রকল্প

সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উল্লেখযোগ্য অর্জন
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৯০৮.৮২ **লক্ষ টাকা** **বাস্তবায়নকাল:** অক্টোবর ২০১৭ – জুন ২০২৪ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** • মৌলিক সামাজিক পরিসেবার কার্যকর ব্যাপ্তি সম্পর্কিত তথ্যের উন্নয়ন; • জাতীয় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নীতিমালা এবং এর বাস্তবায়ন পদ্ধতির কর্মকৌশল	• ০৪ জেলায় ০৪টি রেজাল্ট মনিটরিং ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। উক্ত জেলাসমূহে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে ১৯ সদস্যের টাস্কফোর্স কমিটি গঠন করা হয়েছে; • রেজাল্ট মনিটরিং ইউনিটে অংশগ্রহণমূলক পর্যালোচনা ও প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদন প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ও ইউনিসেফের নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে;

সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উল্লেখযোগ্য অর্জন
প্রণয়ন এবং সরকারি কর্মকর্তাদের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন; • পাইলটিং কার্যক্রমের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাব-ন্যামনাল পর্যায়ের ফলাফল পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন দক্ষতা বৃদ্ধি; • GOB-UNICEF এর Country Program বাস্তবায়ন কর্মসূচি পর্যালোচনা করা।	• জাতীয় মূল্যায়ন নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে এবং খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে; • ০৩ ব্যাচে ৭৫ জন কর্মকর্তার অংশগ্রহণে প্রকল্প মূল্যায়নের শর্টকোর্স আয়োজন করা হয়েছে; • রংপুর, কুড়িগ্রাম, চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি, বরিশাল, পটুয়াখালী জেলায় উচ্চপর্যায়ে ফিল্ড ভিজিট সম্পন্ন করা হয়েছে; • গাইবান্ধা, জামালপুর ও মৌলভীবাজার জেলায় ডিষ্ট্রিক্ট রেজাল্ট মনিটরিং ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে; • রেজাল্ট মনিটরিং ইউনিট প্রতিষ্ঠার পর ডিষ্ট্রিক্ট রেজাল্ট মনিটরিং এক্সপার্টদের সামাজিক পরিসেবার পরিব্যাপ্তির পর ওরিয়েনটেশন দেয়াহয়। তারা ডিসি অফিসে ডিডি (এলজি) এর সাথে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে; • সংশ্লিষ্ট জেলায় সামাজিক পরিসেবার (১৩২ টি নির্দেশক) bottleneck analysis করা হয়েছে।

৫.৬ "ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতির কার্যকর ব্যবহারে আইএমইডি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি" শীর্ষক প্রকল্প

সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উল্লেখযোগ্য অর্জন
প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৪৯১.৫৭ **লক্ষ টাকা** **বাস্তবায়নকাল:** জুলাই ২০২১ – জুন ২০২৫ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** • প্রকল্প পরিবীক্ষণ কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পাদনের জন্য আইএমইডি'র লজিস্টিক সুবিধা বৃদ্ধিকরণ; • টেকসই প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে জনবলের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।	• প্রকল্পের পরিবীক্ষণ কাজে সহায়তার জন্য ৭টি গাড়ি হায়ারিং করা হয়েছে। ৭টি গাড়ি ব্যবহার করে কর্মকর্তা মাঠ পর্যায়ের প্রকল্পের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা সহজ হয়েছে। • আইএমইডি'র লজিস্টিক সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ প্রকল্পের আওতায় কম্পিউটার, ল্যাপটপ, এলইডি মনিটর, আসবাবপত্র, টোনার, কাগজ, স্ক্যানার, পানির ফিল্টার, wifi Equipment, পেপার শেডারসহ চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে; • দাপ্তরিক নথি ব্যবস্থাপনা, অফিস ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ভবন নির্মাণ, সড়ক উন্নয়ন, ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ, বিদ্যুৎ উন্নয়ন ও সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়ের ওপর এ পর্যন্ত ৮টি সেমিনার ও কনফারেন্স সম্পন্ন করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত এনইসি'র অনুশাসন ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন

৬.১ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন

১৯৭২ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত (এডিপি) প্রকল্প সংখ্যা এবং উক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট এর পরিমাণ বিবেচনায় তৎকালীন 'এনাম কমিশন' এর প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী ১৯৮৪ সালে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন আইএমইডি'র জনবল কাঠামো নির্ধারাণ করা হয়। ১৯৮৪-২০২৩ দীর্ঘ পরিক্রমায় দেশের উন্নয়নে এডিবি ভুক্ত প্রকল্প গ্রহণের সংখ্যা, কলেবর ও বহুমাত্রিকতা বৃদ্ধি পেলেও সে তুলনায় আইএমইডি'র জনবল কাঠামো ও অন্যান্য সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়নি। যার ফলে, দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অধিকাংশ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের বাহিরে থেকে যায়। এ বাস্তবতার আলোকে জাতির পিতার যোগ্য উত্তরসূরী ও বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১শে জানুয়ারি ২০১৫ সালে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সভায় (চামেলী ভবন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়) আইএমইডি'র জনবল ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে নিম্নোক্ত তিনটি গুরত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন:

১) আইএমইডি'কে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে জনবল বৃদ্ধি ও আইএমইডিকে জেলা পর্যায়ে বিস্তৃত করা সংক্রান্ত প্রস্তাব এবং বিভাগীয় পর্যায়ে আইএমইডি'র অফিস স্থাপনসহ প্রয়োজনীয় জনবলের পদ সৃজনের উদ্যোগ;

২) স্বল্পতম সময়ে মনিটরিং ব্যবস্থা ডিজিটালাইজড করতে প্রকল্পের অনলাইন ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রবর্তন;

৩) পর্যায়ক্রমে সকল সরকারি দপ্তরে ই-জিপি চালু করতে হবে।

১.১। আইএমইডি'কে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে জনবল বৃদ্ধি ও আইএমইডিকে জেলা পর্যায়ে বিস্তৃত করা সংক্রান্ত প্রস্তাব;

- আইএমইডিকে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত করার লক্ষ্যে আইএমইডি'র অধীন স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ 'প্রকল্প মূল্যায়ন অধিদপ্তর' এর খসড়া অর্গানোগ্রাম ইতোমধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- আইএমইডি'র অধীন সিপিটিইউ বর্তমানে 'বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি' (বিপিপিএ) নামে অথরিটি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা ২০২৩ সনের ৩২ নং আইন হিসেবে ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

১.২। বিভাগীয় পর্যায়ে আইএমইডি'র অফিস স্থাপনসহ প্রয়োজনীয় জনবলের পদ সৃজনের উদ্যোগ;

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে আইএমইডি'র সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে আইএমইডি'র অফিস স্থাপনসহ মোট ২৮৮টি পদ সৃজনের জন্য নির্ধারিত চেকলিস্ট মোতাবেক গত ১৩/১১/২০১৯ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গত ০৫/০১/২০২০ তারিখে আইএমইডি'র প্রস্তাবিত ০৮টি বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য পরিচালক থেকে অফিস সহায়ক পর্যন্ত ১০ ক্যাটাগরিতে ১৪৪টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদান করে। মাঠ পর্যায়ে সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প নিবিড় পরিদর্শনের জন্য আইএমইডির আওতায় বিভাগীয় অফিস স্থাপনের পরিবর্তে উক্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আইএমইডি'র অধীনে ০১টি নতুন অধিদপ্তর গঠন এবং উক্ত অধিদপ্তরের অধীন বিভাগীয় পর্যায়ে শাখা অফিস সৃজনের প্রস্তাব বিবেচনা/পরীক্ষা করার জন্য অর্থ বিভাগ অনুরোধ জানায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুশাসন পালন করে বর্তমান সরকারের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে প্রকল্প মূল্যায়ন অধিদপ্তর গঠনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত জনবল কাঠামো অনুমোদনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

২। স্বল্পতম সময়ে মনিটরিং ব্যবস্থা ডিজিটালাইজড করতে প্রকল্পের অনলাইন ডাটা ম্যানেজম্যান্ট সিস্টেম প্রবর্তন।

- জুন ২০২৩ পর্যন্ত সিপিটিইউ'র আওতায় ইজিপি পোর্টালে ১৪৫০টি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এনটিটি-কে নিবন্ধন করা হয়েছে।
- প্রকল্প মনিটরিং ব্যবস্থা ডিজিটালাইজড করতে প্রকল্পের অনলাইন ম্যানেজম্যান্ট সিস্টেম ই-পিএমআইএস (ইলেক্ট্রনিক প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম) প্রবর্তন করা হয়ছে। ইতোমধ্যে উক্ত সিস্টেমটির পাইলটিং কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে যা অচিরেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ সম্মতিক্রমে তাঁর কর্তৃক উদ্বোধন করা হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

৩। পর্যায়ক্রমে সকল সরকারি দপ্তরে ই-জিপি চালু করতে হবে।

৩০ আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত ই-জিপি সিস্টেমের আওতায় সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন-

- ১,৪৩৮টি ক্রয়কারী সংস্থাকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

- ১,০৭,৫৬৯টি দরদাতা প্রতিষ্ঠান/দরদাতা ই-জিপি সিস্টেমে নিবন্ধিত হয়েছে।
- e-GP সিস্টেমে এ পর্যন্ত ৭,২৮,৪৯৪টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে।
- ৫,২২,৬৪৯টি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।
- ই-জিপি প্রক্রিয়ায় ৫২টি ব্যাংকের ৬,৮৯৬টি শাখাকে ইতোমধ্যে সংযুক্ত করা হয়েছে।

৬.২ এনইসি'র অনুশাসন ও বাস্তবায়ন

অনুশাসন:

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) সভার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রকল্পের উন্নয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ বিষয়ে অনুশাসন দিয়ে থাকেন। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় প্রকল্পের পরিবীক্ষণে কাজ করে থাকে। বিভাগটি আরো সক্রিয় ও কার্যকর করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উল্লেখযোগ্য অনুশাসনসমূহ নিম্নরুপ:

১. বৃহদাকার উন্নয়ন বাজেট তথা এডিপি বরাদ্দের সঠিক ব্যবহার ও কাঙ্ক্ষিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারি বিনিয়োগকে অর্থবহ করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, ইআরডি ও অর্থ বিভাগ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে; (এনইসি কার্যবিবরণী, ১৪ মে, ২০১৭, অনুচ্ছেদ-৬.৭)।

২. বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে পরিবীক্ষণের সুবিধার্থে আইএমইডি'র সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একটি টেকটিক্যাল ইউনিট স্থাপনসহ প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ ও যানবাহন সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৩. বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় সংশ্লিষ্ট বিভাগে চলমান প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং বিভাগীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠেয় উন্নয়ন কমিটির সভায় আইএমইডি'র প্রতিনিধি প্রেরণ করতে হবে;

৪. বিভাগীয় পর্যায়ে আইএমইডি'র অফিস স্থাপনসহ প্রয়োজনীয় জনবলের পদ সৃজনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; ও

৫. প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি Project Management Information System (PMIS) এ নিয়মিতভাবে আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে।

(বি.দ্র. উপরিল্লিখিত ২, ৩, ৪ ও ৫ অনুশাসনসমূহ গত ১৯ মার্চ, ২০১৯ এনইসি কার্যবিবরণী অনুচ্ছেদ যথাক্রমে ৮.২, ৮.৩, ৮.৪ এবং ৮.৯ এ উল্লেখ রয়েছে)।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় সংশ্লিষ্ট বিভাগে চলমান প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনার বিষয়টি অন্তর্ভুক্তি করা হয়েছে এবং বিভাগীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠেয় উন্নয়ন কমিটির সভায় আইএমইডি'র প্রতিনিধি নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করছেন।
- বৃহদাকার উন্নয়ন বাজেট তথা এডিপি বরাদ্দের সঠিক ব্যবহার ও কাংখিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারি বিনিয়োগকে অর্থবহ করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, ইআরডি ও অর্থ বিভাগ যথাযথ পদক্ষেপ বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
- মাঠ পর্যায়ে সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প নিবিড় পরিদর্শনের জন্য আইএমইডির আওতায় বিভাগীয় অফিস স্থাপনের পরিবর্তে উক্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আইএমইডি'র অধীনে ০১টি নতুন অধিদপ্তর গঠন এবং উক্ত অধিদপ্তরের অধীন বিভাগীয় পর্যায়ে শাখা অফিস সৃজনের প্রস্তাব বিবেচনা/পরীক্ষা করার জন্য অর্থ বিভাগ অনুরোধ জানায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুশাসন পালন করে বর্তমান সরকারের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে প্রকল্প মূল্যায়ন অধিদপ্তর গঠনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত জনবল কাঠামো অনুমোদনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
- Project Management Information System (PMIS) সিস্টেমটি হালনাগাদ করে বর্তমানে e-PMIS সিস্টেম প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে ৬৮৩টি প্রকল্প এই সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, অবশিষ্ট প্রকল্পসমূহ অন্তর্ভুক্তির কার্যক্রম চলমান আছে।

সপ্তম অধ্যায়

ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ

৭.১ ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্পের তালিকাভুক্তির প্রেক্ষাপট:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে ২০১৩ সালের ২২ মে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী দেশের জনগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন দ্রুততর করার লক্ষ্যে "Fast Track Project" (FTP) হিসেবে কতিপয় প্রকল্প চিহ্নিত করে পরিবীক্ষণের জন্য "Fast Track Project Monitoring Committee" (FTPMC) গঠন করা হয়। একইসাথে "Fast Track Project Monitoring Committee" (FTPMC) এর ১৬-০৬-২০১৩ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মনিটরিং কমিটিকে FTP সমূহের বাস্তবায়নে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য কর্মপন্থা নির্ধারণ এবং এ সংক্রান্ত সুপারিশ Fast Track Project Monitoring Committee" (FTPMC) এর নিকট উপস্থাপনের জন্য Fast Track টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়। কমিটিসমূহ নিম্নরূপ:

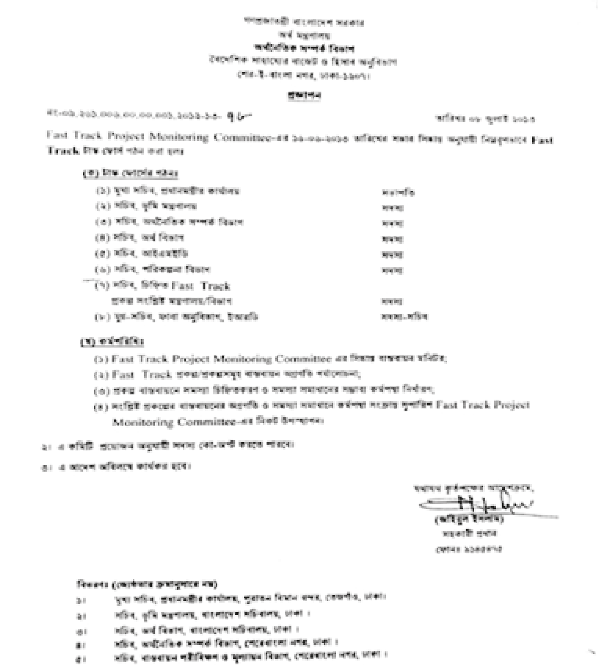

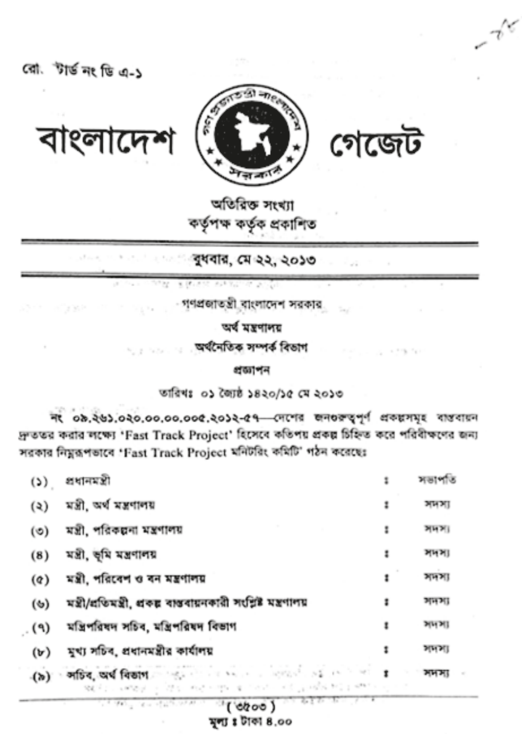
রেজি. নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, মে ২২, ২০১৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ০১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২০/১৫ মে ২০১৩

নং ০৯.২৬১.০২০.০০.০০.০০৫.২০১২-৫৭—দেশের জনগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন দ্রুততর করার লক্ষ্যে 'Fast Track Project' হিসেবে কতিপয় প্রকল্প চিহ্নিত করে পরিবীক্ষণের জন্য সরকার নিম্নরূপভাবে 'Fast Track Project মনিটরিং কমিটি' গঠন করেছেঃ

(১)	প্রধানমন্ত্রী	ঃ	সভাপতি
(২)	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	ঃ	সদস্য
(৩)	মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	ঃ	সদস্য
(৪)	মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়	ঃ	সদস্য
(৫)	মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	ঃ	সদস্য
(৬)	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়	ঃ	সদস্য
(৭)	মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	ঃ	সদস্য
(৮)	মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	ঃ	সদস্য
(৯)	সচিব, অর্থ বিভাগ	ঃ	সদস্য

(৩৫০৩)
মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

৭.২ ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্প তালিকাভুক্তির উদ্দেশ্য:

প্রজ্ঞাপন থেকেই FTP হিসেবে তালিকা প্রণয়ন এবং এর কার্যক্রম গ্রহণের নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে সুস্পষ্টভাবে প্রতিপাদ হয়েছে:

প্রথমতঃ দেশের জনগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন দ্রুততর করা।

দ্বিতীয়তঃ তালিকাভুক্ত প্রকল্পসমূহকে নির্বাহী বিভাগের সর্বোচ্চ পর্যায় তথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নের্তৃত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের কমিটির মাধ্যমে মনিটরিং করা।

একইসাথে মনিটরিং কমিটিকে FTP সমূহের বাস্তবায়ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য কর্মপন্থা নির্ধারণ করে সে বিষয়ে FTPMC এর নিকট সুপারিশ করাই টাস্ক ফোর্স কমিটি গঠনের উদ্দেশ্য।

৭.৩ ফাস্ট ট্র্যাকভুক্ত প্রকল্পের বিবরণ:

"Fast Track Project Monitoring Committee" (FTPMC) এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৬ জুন ২০১৩ সালে। সভায় মোট ০৬ টি প্রকল্পকে ফাস্ট ট্র্যাকভুক্ত করা হয়। প্রকল্পগুলোর নাম নিম্নরূপঃ

১. পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প

২. রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প

৩. ২×৬০০ মেগাওয়াট মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রকল্প (রামপাল)

৪. মাতারবাড়ি ২×৬০০ মেগাওয়াট আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রকল্প

৫. ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৬) (মেট্রোরেল) প্রকল্প

৬. মহেশখালী দৈনিক ৫০০ এমএমসিএফ ক্ষমতাসম্পন্ন Floating Storage & Re-gasification Unit (FSRU) স্থাপন প্রকল্পে পরবর্তীতে কমিটির ৩য় সভায় সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর এবং পায়রা সমুদ্র বন্দরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০১৬ সালের ২৭ এপ্রিল কমিটির ৪র্থ সভায় পদ্মা রেল সংযোগ প্রকল্প এবং দোহাজারি-রামু রেল সংযোগ প্রকল্প এ তালিকায় যুক্ত হলে ফাস্ট ট্র্যাকভুক্ত প্রকল্প সংখ্যা ১০টিতে উন্নীত হয়। কমিটির ৫ম সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে। এই সভায় সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দরকে বাদ দেওয়া হয়, মাতারবাড়ি ২×৬০০ মেগাওয়াট আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট এর স্থলে মহেশখালি-মাতারবাড়ি সমন্বিত অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম (MIDI) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অন্যদিকে একই সভায় এমআরটি লাইন-১ ও লাইন-৫ কে Fast Track-ভুক্ত করে "ঢাকা মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভলপমেন্ট প্রকল্প (মেট্রোরেল,লাইন-৬) এর নাম পরিবর্তন করে "ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প" নামকরণ অনুমোদন করা হয়। সে অনুযায়ী বর্তমানে Fast Track-ভুক্ত প্রকল্প সংখ্যা ০৯ টি। তবে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সংশ্লিষ্ট উইং হতে জানা যায় ইতোমধ্যে মহেশখালী দৈনিক ৫০০ এমএমসিএফ ক্ষমতাসম্পন্ন Floating Storage& Re-gasification Unit (FSRU) স্থাপন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ায় সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর উক্ত প্রকল্পকে Fast Track প্রকল্পের তালিকা হতে বাদ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

৭.৪ চলমান ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্পসমূহ:

১. পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প

২. পদ্মা সেতু রেল সংযোগ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

৩. ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেপেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৬)

৪. দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিংগেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

৫. পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো/সুবিধাদির উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প

৬. রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প

৭. ২X৬৬০ মেগা ওয়াট মৈত্রী সুপার থাঁমাল পাওয়ার প্রজেক্ট

৮. মহেশখালী-মাতারবাড়ি সমন্বিত অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম: (মাতারবাড়ি ২X৬০০ মেগা ওয়াট আল্টা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্টসহ মোট ১২টি প্রকল্প)

নির্ধারিত ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্পসমূহ ও প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)

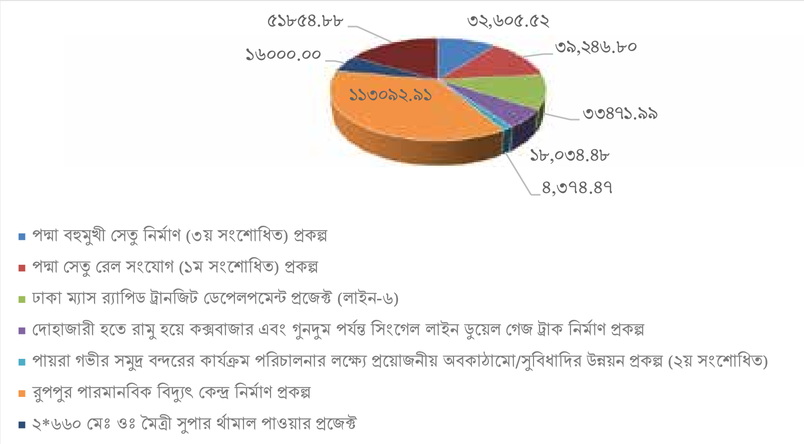

বর্তমানে চলমান ০৮টি ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্পের মধ্যে কয়েকটি প্রকল্প রয়েছে গুচ্ছ ধরনের অর্থাৎ একটি সমন্বিত ফাস্ট ট্র্যাকভুক্ত মেগা প্রকল্পের আওতায় অনেকগুলো প্রকল্প রয়েছে। আবার বেশ কয়েকটি প্রকল্প বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত নয়। তালিকাভুক্ত ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্পসমূহের মধ্যে বর্তমানে চলমান গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ:-

৭.৪.১ পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প

পদ্মা বহুমুখী সেতু হল পদ্মা নদীর উপর নির্মিত একটি বহুমুখী সড়ক-রেল সেতু যা বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত। সেতুটি মুন্সীগঞ্জকে শরীয়তপুর এবং মাদারীপুরের সাথে সংযুক্ত করে, এবং দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলকে উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের সাথে সংযুক্ত করেছে। পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের ব্যয় ৩২,৬০৫.৫২ কোটি টাকা। বর্তমানে প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি প্রায় শেষ পর্যায়ে। প্রকল্পটি সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীন সেতু বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২২ সালের ২৫ জুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বপ্নের পদ্মা সেতুর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন এবং এ দিন হতে তা জনসাধারনের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়।

চিত্র: পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প

পদ্মা বহুমুখী সেতু বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং নির্মাণ প্রকল্পসমূহের মধ্যে অন্যতম হিসেবে বিবেচিত। এটি দ্বি-স্তরের ইস্পাত ট্রাসের উপর নির্মিত যার উপরের স্তরে একটি চার লেনের মহাসড়ক এবং নিচের স্তরে একটি একক-ট্র্যাক রেলপথ রয়েছে।

পদ্মা নদী পৃথিবীর উত্তাল বা খরস্রোতা নদীগুলোর মধ্যে একটি। জলপ্রবাহের দিক থেকে দক্ষিণ আমেরিকার আমাজনের পর এ নদীটির অবস্থান। এতো উত্তাল নদীর ওপর আর কোনো সেতু এ পর্যন্ত নির্মিত হয়নি।

পদ্মায় পানির প্রবাহ প্রতি সেকেন্ডে ১.৪০ লাখ ঘনমিটার এবং এমন উত্তাল নদীর উপর সেতু নির্মাণ অবশ্যই একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ। প্রকল্প পরিকল্পনা অনুযায়ী সেতুটি ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং ১৮.১০ মিটার প্রস্থ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ ডিসেম্বর, ২০১৫ সালে নদীর উভয় পাড়ের কাজের উদ্বোধন করেন। তিনি শরীয়তপুরের জাজিরা পয়েন্টে নদী শাষণের কাজ এবং মুন্সীগঞ্জের মাওয়ায় ৭ নম্বর পিলারের নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করেন।

সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব: (সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত বিশেষজ্ঞগণের বিশ্লেষণধর্মী নিবন্ধ অনুযায়ী)

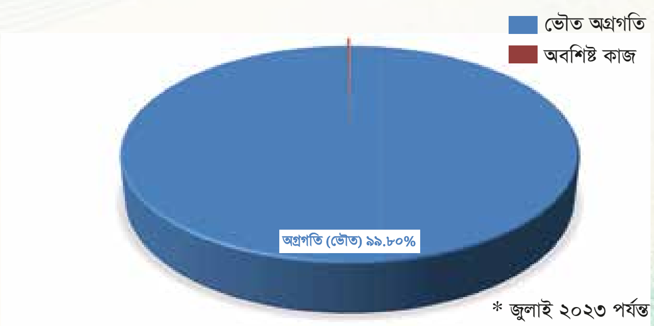

চিত্র: পদ্মা বহুমূখী সেতু নির্মাণ (৩য় সংশোধিত) প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি।

- দক্ষিণাঞ্চলের ২১টি জেলার সঙ্গে ঢাকার যোগাযোগ ২ থেকে ৪ ঘণ্টা কমে গিয়েছে;
- রাজধানীর সাথে সরাসরি যোগাযোগ, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, কাঁচামাল সরবরাহ এবং শিল্পায়ন সহজতর করতে সহায়তা করছে;
- ২১টি জেলায় গড়ে উঠবে ছোট-বড় শিল্প, কৃষির ব্যাপক উন্নতি হবে, কৃষকরা পণ্যের দাম ভালো পাবেন ফলে দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হবে।
- দক্ষিণের জেলাসমূহের বার্ষিক জিডিপি ২.০ শতাংশ এবং দেশের সামগ্রিক জিডিপি ১.২ শতাংশের বেশি বাড়াতে সাহায্য করবে;
- সমন্বিত যোগাযোগ কাঠামোর উন্নতি হবে। দেশের দক্ষিণাঞ্চল ট্রান্স-এশিয়ান হাইওয়ে (N-8) এবং ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ের সাথে সংযুক্ত হবে।
- ভারত, ভুটান ও নেপালের সঙ্গে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে। সেতুর দুই পাশে গড়ে তোলা হবে অর্থনৈতিক অঞ্চল, হাইটেক পার্ক ও বেসরকারি শিল্প শহর। ফলস্বরূপ, দেশি বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাড়বে।
- মংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দর নতুন মাত্রায় কার্যকর হবে।
- পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটবে এবং দক্ষিণাঞ্চলের কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত, সুন্দরবন, ষাট গম্বুজ মসজিদ, টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর মাজার, মাওয়া ও জাজিরায় পুরনো-নতুন রিসোর্টসহ পর্যটনকেন্দ্রগুলো দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করবে।
- সেতুর ওপর দিয়ে যানবাহন চলাচলের সংখ্যা প্রতি বছর ৭-৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে এবং ২০৫০ সাল নাগাদ ৬৭ হাজার যানবাহন চলাচল করবে। এতে টোল আদায়ের মাধ্যমে দেশের রাজস্ব আহরণ বাড়বে।

৭.৪.২ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০২৫। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১১৩০৯২.৯২১৮ কোটি টাকা। জুলাই ২০২৩ সাল পর্যন্ত প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ৬০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৫৮.২১%।

১৯৬১ সালে বাংলাদেশে প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদী তীরবর্তী রূপপুর-কে দেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের স্থান হিসেবে নির্বাচন করা হয়। পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এখানে ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

চিত্র: রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

১৯৯৭ সালের ১৬ অক্টোবর তৎকালীন সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করা হয়। সেই হিসেবে ২০০৯ সালে সরকার ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে। ২০২১ সালের মধ্যে ২০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন নিশ্চিত করতে যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও রাশিয়ান ফেডারেশনের মধ্যে ১৩ মে ২০০৯ তারিখে পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার বিষয়ক একটি সমঝোতা স্বাক্ষর হয়। ১৫ মার্চ ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ ও রাশিয়ান ফেডারেশনের মধ্যে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের স্পেন্ট ফুয়েল রাশিয়ায় ফিরিয়ে নিতে পারস্পরিক সহায়তা সংক্রান্ত একটি সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ৩০ নভেম্বর ২০১৭ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১ নং ইউনিটের প্রথম কংক্রিট ঢালাই এবং ১৪ জুলাই ২ নং ইউনিটের পারমাণবিক চুল্লি বসানোর কাজের উদ্বোধন করেন। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পথে পা দিয়েছে এবং দেশ পারমাণবিক বিদ্যুৎ ক্লাবে পদার্পণ করেছে। আশা করা যাচ্ছে ২০২৩-২৪ সাল নাগাদ এ কেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের ক্ষেত্রে পারমাণবিক নিরাপত্তার বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। নির্বাচন করা হয়েছে রুশ ফেডারেশন নির্মিত বর্তমান প্রজন্মের সবচেয়ে নিরাপদ ও সর্বাধুনিক রি-অ্যাক্টর-ভিভিইআর-১২০০। এ লক্ষ্যে প্রযুক্তি সংযুক্ত করা হয়েছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের ক্ষেত্রে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সব বাধ্যবাধকতা প্রতিপালন এবং আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুসরণ করা হচ্ছে।

স্বল্প আয়তনের ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হিসাবে বাংলাদেশ টেকসই ও দীর্ঘমেয়াদি বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পারমাণবিক উৎসের ওপর নির্ভর করা অনেকাংশেই সমীচীন। কারণ, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আয়ুষ্কাল সাধারণত ষাট বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে। পরে তা আশি বছর পর্যন্ত বাড়ানো যায়। সেখানে জীবাশ্ম জ্বালানির বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আয়ুষ্কাল সর্বোচ্চ পঁচিশ বছর হয়ে থাকে। তাই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ব্যয় প্রাথমিকভাবে বেশি হলেও দীর্ঘদিন বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারণে সাশ্রয়ী মূল্যে এ কেন্দ্র থেকে জনগণ বিদ্যুৎ পেয়ে থাকে। এছাড়া ফুয়েল ব্যবহারের ক্ষেত্রেও পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র অনেক সাশ্রয়ী। যেমন এক গ্রাম ইউরেনিয়াম ব্যবহারে প্রায় চব্বিশ হাজার কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। অন্যদিকে সমপরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনে তিন টন কয়লার প্রয়োজন হয়। অধিকন্তু রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য যে পরিমাণ জায়গার প্রয়োজন হয়েছে সে পরিমাণ স্থানে সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করলে মাত্র আট মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। অথচ দুটি রি-অ্যাক্টর থেকে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা দুই হাজার চারশ মেগাওয়াট।

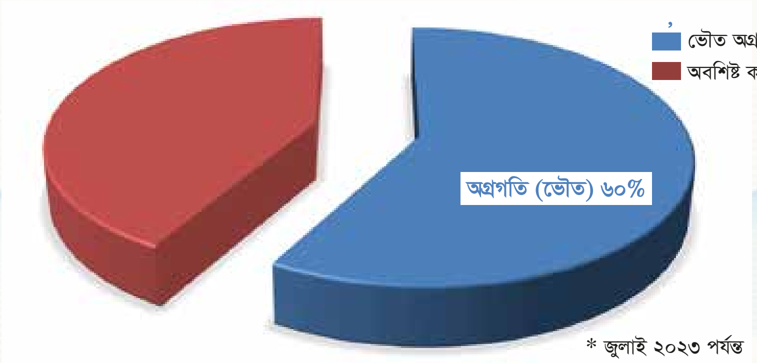

চিত্র: রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প

৭.৪.৩ ২×৬৬০ মেগাওয়াট মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রকল্প (রামপাল)

মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট সরকারের আরেকটি ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্প। বিদ্যুৎ বিভাগের অধীনে ২x৬৬০ মেগাওয়াট মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার (রামপাল) প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সর্বশেষ সংশোধনী অনুযায়ী প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ইউনিট ১ (৬৩ মাস হিসেবে জুলাই ২০২২) এবং ইউনিট ২ (সেপ্টেম্বর ২০২৩)। এই প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬০০০.০০ কোটি টাকা। জুলাই ২০২৩ সাল পর্যন্ত প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ৯৪.৬৫% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৮৯.৯৩%।

চিত্রঃ ২x৬৬০ মেগাওয়াট মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রকল্প (রামপাল)

প্রকল্পের উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে-

- সাশ্রয়ী মূল্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন;
- দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ;
- দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়ন;
- দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ, শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন, স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, জীবনমান উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা, নগরায়ন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি, শিল্প, চিকিৎসা, বাণিজ্য এবং সামাজিক খাতের সম্প্রসারণ ও সমৃদ্ধি;
- প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ মূল্যের উপর ৩ পয়সা লেভি হিসেবে মোট টাকা সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি (সিএসআর) ও কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (সিডি) এর আওতায় এলাকার উন্নয়নে ব্যয় করা হবে।

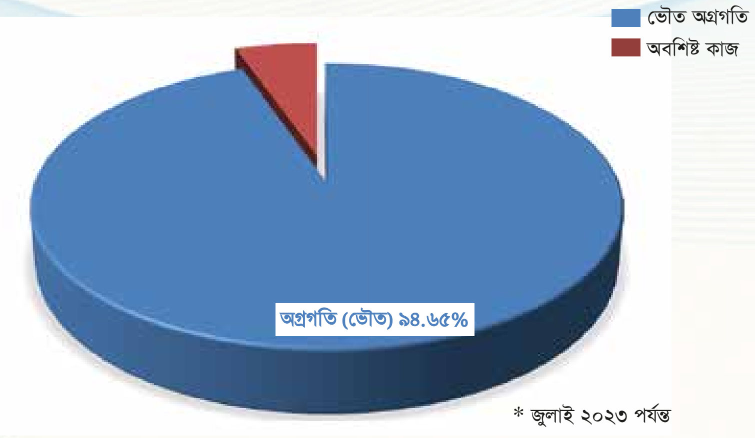

চিত্রঃ ২x৬৬০ মেগাওয়াট মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রকল্প (রামপাল)

৭.৪.৪ মহেশখালী-মাতারবাড়ি সমন্বিত অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম (MIDI):

মহেশখালি-মাতারবাড়ী সমন্বিত অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমের (এমআইডিআই) আওতায় চিহ্নিত ৩৭টি প্রকল্পের মধ্যে নিম্নোক্ত ১৭টি প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে (FTPMC এর ৫ম সভার কার্যবিবরণী অনুযায়ী)। ১.মাতারবাড়ী ২x৬০০ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট, ২. পিজিসিবিএল- sembcorp JV ৭০০ মে:ও: আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট, ৩. সিপিজিসিবিএল-Sumitomo JV ১২০০ মে:ও: আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট, ৪. সিপিজিসিবিএল Mitsui JV ৬০০ মে:ও এলএনজি বেসড পাওয়ার প্রজেক্ট,৫. সিপিজিসিবিএল কোল ট্রান্সশিপমেন্ট টার্মিনাল, ৬. সিপিজিসিবিএল সোলার পাওয়ার প্রজেক্ট, ৭. মহেশখালী পাওয়ার হাব, ৮. মাতারবাড়ী-মদুনাঘাট ৪০০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন, ৯. ল্যান্ড বেইজড LNG টার্মিনাল, ১০. LPG টার্মিনাল, ১১. সিঙ্গেল পয়েন্ট ম্যুরিং (SPM), ১২. মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প , ১৩. মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প, ১৪. ইকো ট্যুরিজম পার্ক নির্মাণ, ১৫. কনস্ট্রাকশন অব ডুয়েল গেজ রেল লিংক উইথ মহেশখালি এন্ড মাতারবাড়ী পাওয়ার প্লান্ট, ১৬.কক্সবাজার জেলাধীন ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ডারসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত), এবং ১৭. কক্সবাজার জেলার মহেশখালি উপজেলার ধলঘাটা-মাতারবাড়ী এলাকায় পোল্ডার নং-৭০ এর বিদ্যমান বাঁধ সুপারডাইকে উন্নতীকরণ। বর্তমানে এখানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রায় ২০টি প্রকল্পের কাজ চলমান। এর মধ্যে মাতারবাড়ি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ, বন্দর নির্মাণ, এলএনজি ও এলপিজি টার্মিনাল নির্মাণ অন্যতম।

চিত্র: মাতারবাড়ি ২×৬০০ মেগাওয়াট আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রকল্প

৭.৪.৪.১ মাতারবাড়ি ২×৬০০ মেগাওয়াট আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রকল্প বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন এটিও সরকারের একটি ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্প। মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্পটি ১২ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে মোট ৩৫,৯৮৪.৪৫ কোটি টাকা (জিওবি: ৪৯২৬.৬৫ কোটি টাকা, প্রকল্প সাহায্য: ২৮,৯৩৯.৭৬ কোটি টাকা) ব্যয়ে জুলাই, ২০১৪ থেকে জুন, ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের ১ম সংশোধনী প্রস্তাব গত ২৩ নভেম্বর ২০২১ তারিখে মোট ৫১,৮৫৪.৮৮ কোটি টাকা (জিওবি: ৬৪০৬.১৬ কোটি টাকা, প্রকল্প সাহায্য: ৪৩,৯২১.০৩ কোটি টাকা এবং নিজস্ব ১৫২৭.৬৯ কোটি টাকা) ব্যয়ে জুলাই, ২০১৪ থেকে ডিসেম্বর, ২০২৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্পে মোট আরএডিপি বাজেট ৯,২৫৯.৪৯ কোটি টাকা (জিওবি ৮৬০ কোটি টাকা, প্রকল্প সাহায্য ৮,০৮৭.৪৯ কোটি টাকা এবং নিজস্ব ৩১২ কোটি টাকা) এবং আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত মোট ব্যয় ৫২৮.৯৪ কোটি টাকা (জিওবি: ০.০০ কোটি টাকা, প্রকল্প সাহায্য: ৪৮২.৬৯ কোটি টাকা এবং নিজস্ব: ৪৬.২৫) যা এডিপি বরাদ্দের ৫.৭১%।

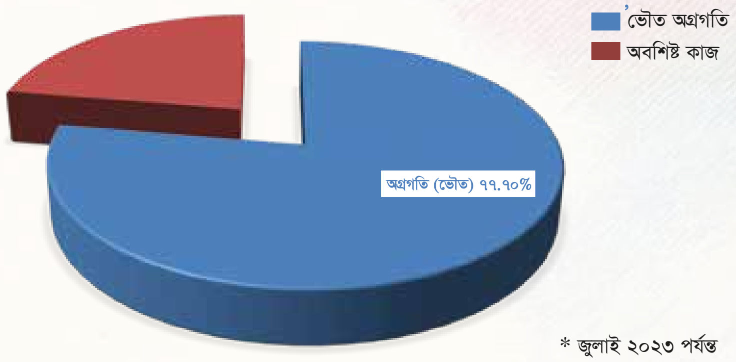

চিত্র: মাতারবাড়ি ২×৬০০ মেগাওয়াট আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)

৭.৪.৫ ঢাকা ম্যাস র‌্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প

সড়ক পরিবহন ও মহসড়ক বিভাগের আওতায় ঢাকা ম্যাস র‌্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক ঢাকা ম্যাস র‌্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (মেট্রোরেল) প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের অধীনে ৬টি মেট্রোরেলের লাইন তৈরি করা হবে। বর্তমানে উত্তরা দিয়াবাড়ী হতে আগারগাঁও-মতিঝিল হয়ে কমলাপুর রেলস্টেশন পর্যন্ত লাইন-৬ এর কার্যক্রম চলছে। এই লাইন-৬ এর বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০২৪ এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৩৪৭১.৯৯ কোটি টাকা। জুলাই ২০২৩ সাল পর্যন্ত প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ৭৮% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৬৭.৯৩৮%।

রাজধানীবাসীর যানজটের ভোগান্তি দূর করতে সরকার অগ্রাধিকারভিত্তিতে বাস্তবায়ন করছে মেট্রোরেল নামে পরিচিত ঢাকা ম্যাস র‌্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (লাইন-৬)। এ প্রকল্পটি বর্তমানে অনেকাংশেই দৃশ্যমান। বিশেষ করে উত্তরা হতে আগারগাঁও পর্যন্ত অংশের কাজ শেষ করে চলাচলের জন্য বিগত ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুভ উদ্বোধন করেন। বর্তমানে অত্যন্ত সফলভাবে এই রুটে মেট্রোরেল যাত্রীদের কাঙ্খিত সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। মেট্রোরেলের রুট প্রথমে উত্তরা হতে মতিঝিল পর্যন্ত নির্ধারিত থাকলেও পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী সংশোধন করে উত্তরা হতে কমলাপুর পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়।

চিত্র: ঢাকা ম্যাস র‌্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৬) (মেট্রোরেল) প্রকল্প

বর্তমান সরকারের গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ ও চ্যালেঞ্জিং মেগা প্রকল্পগুলোর মধ্যে ঢাকা মেট্রোরেল অন্যতম। বিশ্বের জনবহুল মেগা সিটি গুলোর মধ্যে ঢাকা অত্যধিক ঘনবসতিপূর্ণ। এর বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। ঢাকার ভয়াবহ যানজট ও ট্রাফিক সমস্যা দূর করার জন্য মেট্রোরেল প্রকল্প সময়োচিত ও যুগান্তকারী পদক্ষেপ। বিশেষজ্ঞদের মতে, ঢাকার বিপুল সংখ্যক যাত্রী ও যানবাহনের চাপ সামাল দিতে মেট্রোরেলের মত গণপরিবহনই হতে পারে একটি কার্যকর বিকল্প ব্যবস্থা। তাই ঢাকার

যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও যানজট নিরসনে মেট্রোরেল ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রায় ২০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের রাজধানীবাসীর বহুল প্রতীক্ষিত স্বপ্নের মেট্রোরেল প্রকল্পের নির্মাণ কাজ ২৬ জুন ২০১৬ তারিখে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। প্রথম পর্যায়ে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত ১২ কিলোমিটার নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন ০২ আগস্ট ২০১৭ তারিখে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য জাপান সরকারের দাতা সংস্থা জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা জাইকা এর সঙ্গে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সালে বাংলাদেশ সরকারের ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বিপুল জনসংখ্যার রাজধানী শহরে যানজট নিরসনে কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা তথা স্ট্রাটেজিক ট্রান্সপোর্ট প্ল্যান নিয়েছে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)। ডিটিসিএ-এর তত্ত্বাবধানেই বাংলাদেশ সরকার ও জাইকার অর্থায়নে মেট্রোরেল প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। যথাসময়ে প্রকল্পের সমাপ্তিতে যাত্রী পরিবহন শুরু হলে মেট্রোরেল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে গতিশীল করতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। সরকার এ প্রকল্প হতে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারবে এবং জিডিপি বৃদ্ধি পাবে।

তাছাড়া মেট্রোরেলের স্বস্তিদায়ক সেবার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরাপদে চলাফেরা করতে পারবে। বিশেষ করে বৃদ্ধ, শিশু, প্রতিবন্ধী ও নারীরা দুর্বিষহ কষ্ট থেকে মুক্তি পাবে। যাত্রীরা নির্ধারিত স্থান থেকে ওঠানামা করার ফলে গড়ে উঠবে পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর ঢাকা মহানগরী। তা ছাড়া মেট্রোরেল ঢাকার ১৫ মিলিয়নেরও বেশি মানুষের জন্য যাতায়াত সহজ করবে এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে গতিশীল করবে, যা অর্থনীতিতে একটি বড় ইতিবাচক প্রভাব তৈরি করবে।

মেট্রো রেল পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রচুর লোকবলের প্রয়োজন হবে, যা বাংলাদেশে অনেক কাজের সুযোগ তৈরি করবে। ইউএনবির মতে, প্রতিটি মেট্রো রেলস্টেশনে একটি অপারেটিং রুম, টিকিট কাউন্টার, লাউঞ্জ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্ট, প্রার্থনার স্থান, অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা, এসকেলেটর, লিফট এবং আরও পরিষেবা সংযোজন করা হয়েছে। মেট্রো রেলের কারণে ট্রানজিট ব্যবস্থা বাড়বে এবং স্টেশনগুলোর আশপাশে অসংখ্য ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত ব্যবসা গড়ে উঠবে। এ ছাড়াও, উন্নত পরিবহণ পরিকাঠামোর কারণে নতুন সংস্থাগুলো বিকাশের সুযোগ পাবে, ফলে বর্তমান ব্যবসাগুলো উপকৃত হবে। সামগ্রিকভাবে, স্টেশন এবং রুটের কাছাকাছি স্থাপন করা এ ব্যবসাগুলো দেশের জিডিপিতে যথেষ্ট অবদান রাখবে। "Fast Track Project Monitoring Committee"(FTPMC) এর ৫ম সভায় এমআরটি লাইন-১ ও লাইন-৫ কে Fast Track-ভুক্ত করে "ঢাকা মাস র্যাপিড ট্রানজিট ডেভলপমেন্ট প্রকল্প (মেট্রোরেল,লাইন-৬) এর নাম পরিবর্তন করে "ঢাকা ম্যাস র্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প" নামকরণ অনুমোদন করা হয়।

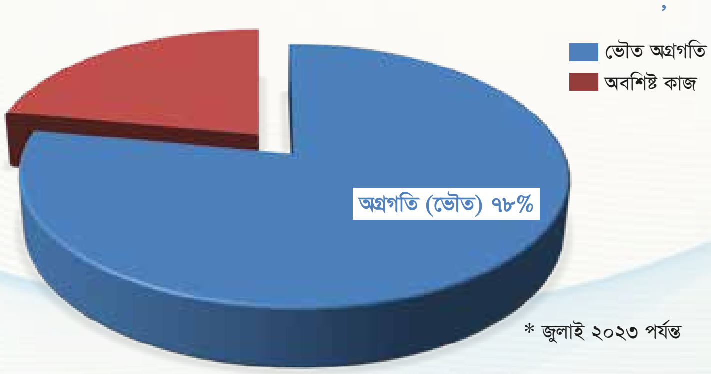

চিত্র: ঢাকা ম্যাস র্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৬) (মেট্রোরেল) প্রকল্প

৭.৪.৬ পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ প্রকল্প

দেশের ক্রমবর্ধমান আমদানি ও রপ্তানির চাহিদা মেটাতে নির্মিত হচ্ছে আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব পায়রা সমুদ্রবন্দর। উন্নয়নের মহাসড়কে যোগ হতে যাচ্ছে অমিত সম্ভাবনাময় এক সমুদ্রবন্দর। মেরিটাইম বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উপমহাদেশে সবার আগে দেশের জন্য নিজস্ব সমুদ্র এলাকা দাবি করেন। বর্তমানে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নের্তৃত্বে সমুদ্র বিজয়ের মাধ্যমে মেরিটাইম বাংলাদেশের প্রকৃত যাত্রা শুরু হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলাস্থ আন্ধারমানিক নদীর উপকণ্ঠ ধরে রাবনাবাদ চ্যানেলের তীর বরাবর গড়ে ওঠা দেশের তৃতীয় এই সমুদ্রবন্দরটি মূলত লালুয়া, বালিয়াতলী, ধূলাসার, ধানখালী ও টিয়াখালী মৌজাব্যাপী বিস্তৃত হয়েছে। ২০১৩ সালের ১৯ নভেম্বর, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিত্তিফলক উন্মোচনের মাধ্যমে বন্দরের কার্যক্রম শুরু হয়। সেই

ধারাবাহিকতায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন নিশ্চিত হলে ২০১৬ সালের ১৩ আগস্ট সমুদ্রবন্দরটি প্রথমবারের মতো কন্টেইনার জাহাজ নোঙরের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে কন্টেইনার টার্মিনাল, বাল্ক টার্মিনাল, মাল্টিপারপাস টার্মিনাল, প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট, মডার্ন সিটি, বিমানবন্দর ও অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলাসহ ১৯টি কম্পোনেন্টের কাজ চলমান রয়েছে। ২০২৪ সালের মধ্যে পায়রা বন্দরকে বিশ্বমানের একটি আধুনিক সমুদ্রবন্দর এবং ২০৩৫ সালের মধ্যে অর্থনীতির সহায়ক শক্তি হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এসব উন্নয়ন কার্যক্রম দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। মূলত উদ্বোধনের পর থেকেই সীমিত পরিসরে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমসহ বন্দরের বহিঃনোঙ্গরে অপারেশনাল কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, জুলাই ২০২৩ সাল পর্যন্ত প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ৮৯.৮৭%।

পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার রাবনাবাদ চ্যানেলের মুখ থেকে মাত্র ৫ কিলোমিটার অভ্যন্তরে শিপিং-বান্ধব বিস্তীর্ণ এলাকাটি সমুদ্রবন্দর নির্মাণের জন্য ভৌগোলিকভাবে উপযুক্ত একটি অঞ্চল। তা ছাড়া বন্দর উন্নয়ন ও পরবর্তী সম্প্রসারণের জন্য এখানে প্রচুর পরিত্যক্ত জমি আছে। পাশাপাশি সার্বজনীন ও অর্থনৈতিক অঞ্চলসহ অন্যান্য অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্যেও রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণ উন্মুক্ত স্থান। ফলে কন্টেইনার, বাল্ক, সাধারণ কার্গো, এলএনজি, পেট্রোলিয়াম ও যাত্রী টার্মিনাল নির্মাণের পাশাপাশি অর্থনৈতিক অঞ্চল, তৈরি পোশাক শিল্প কারখানা, ঔষধশিল্প, সিমেন্ট, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, সার কারখানা, তৈল শোধনাগার ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পসহ আরও নানাবিধ কর্মক্ষেত্র গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

চিত্র: পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ প্রকল্প

পায়রা সমুদ্রবন্দর প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ইপিজেড, এসইজেড, জাহাজ নির্মাণ এবং মেরামতি খাতে ব্যাপক কর্মক্ষেত্র তৈরি হবে। নতুন শিল্পাঞ্চল সৃষ্টির সুবাদে বন্দর সংলগ্ন জেলা বরিশাল, পটুয়াখালী এবং ভোলাসহ দেশের অন্যান্য জেলার একদিকে যেমন কর্মসংস্থান হবে, অন্যদিকে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি নিশ্চিত হবে। পোশাক শিল্পের মতোই ক্রমশই গতিশীল হচ্ছে জাহাজ নির্মাণ শিল্প। দেশে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় শতাধিক জাহাজ নির্মাণ কারখানা রয়েছে।

সড়ক পথের তুলনায় নৌপথে যাতায়াত ও মালামাল সরবরাহ অধিকতর সহজ ও সাশ্রয়ী বিধায় বরিশাল হয়ে খুলনা এবং মাদারিপুর অঞ্চলে সিমেন্টের ক্লিংকার এবং খাদ্যশস্য সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে এই পায়রা বন্দর। বাংলাদেশ, মিয়ানমার, ভারত এবং চীনের সমন্বিত উদ্যোগে দক্ষিণ এশিয়ার সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে গড়ে উঠছে ইকোনমিক করিডোর। সমুদ্রের সন্নিকটে নির্মিত বন্দর বলে প্রতিবেশী দেশগুলো ট্রানজিট সুবিধা গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়ে উঠবে। এ ছাড়া ভৌগোলিক অবস্থানগত সুবিধার কারণে সমুদ্রপথে সিল্করুটের ট্রানজিট পয়েন্ট হিসাবে পায়রা বন্দর একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বন্দর হয়ে ওঠারও সম্ভাবনা রয়েছে।

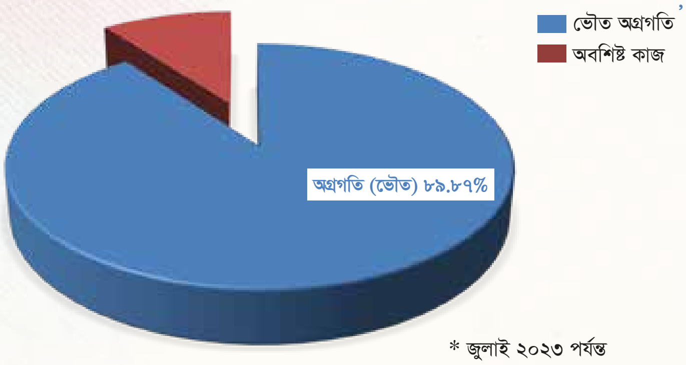

চিত্র: পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ প্রকল্প

৭.৪.৭ পদ্মা সেতু রেল সংযোগ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পদ্মা সেতু রেল সংযোগ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৯২৪৬.৮০ কোটি টাকা যার মধ্যে জিওবি ১৮২১০.৯১ কোটি টাকা। জুলাই ২০২৩ সাল পর্যন্ত প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ৮১% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৭৫.৫১%। ফাস্ট ট্র্যাকভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রকল্পের নাম পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প।

রেলপথ মন্ত্রণালয় এর অধীন বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের মেয়াদ ১ জানুয়ারি ২০১৬ হতে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত। পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে ঢাকা হতে যশোর পর্যন্ত ১৬৯ কি. মি. ব্রডগেজ রেললাইন নির্মাণের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তঃদেশীয় রেল যোগাযোগ উন্নয়ন করার লক্ষ্যে পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প নেয়া হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ অক্টোবর, ২০১৮ এ স্বপ্নের 'পদ্মা সেতু রেল সংযোগ নির্মাণ' প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুভ উদ্বোধন করেন। গ প্রকল্পটি বাংলাদেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের মানুষের যাতায়াত ব্যবস্থা ছাড়াও ট্রেনের মাধ্যমে পণ্য পরিবহন সহজ হবে, দেশের অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটবে।

চিত্র: পদ্মা সেতু রেল সংযোগ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

প্রকল্পের ভৌগোলিক অবস্থান:

ঢাকার কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন হতে যশোরের রূপদিয়া ও সিঙ্গিয়া রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত। লাইনটি কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন হতে গেন্ডারিয়া স্টেশন হয়ে বিদ্যমান রেললাইনের পাশ দিয়ে পাগলা পর্যন্ত যাওয়ার পর বুড়িগঙ্গা নদী পার হয়ে কেরানীগঞ্জ, নিমতলা, শ্রীনগর, মাওয়া, পদ্মা সেতু, জাজিরা, শিবচর, ভাঙ্গা জংশন, নগরকান্দা, মুকসুদপুর, মহেশপুর, কাশিয়ানী, লোহাগড়া, নড়াইল, জামদিয়া ও পদ্মবিলা পর্যন্ত যাওয়ার পর একটি লাইন যশোরের দিকে রূপদিয়া স্টেশনের সঙ্গে এবং একটি লাইন খুলনার দিকে সিঙ্গিয়া স্টেশনের সঙ্গে সংযুক্ত হবে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যের মধ্য রয়েছে-পদ্মা সেতু হয়ে ঢাকার সঙ্গে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন; ঢাকা-যশোর করিডরে অপারেশনাল সুবিধাসমূহের উন্নয়নসহ সংক্ষিপ্ত রুটে বিকল্প রেল যোগাযোগ স্থাপন করা, বাংলাদেশের মধ্যে ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আরেকটি উপ-রুট স্থাপন, মুন্সীগঞ্জ, শরীয়তপুর, মাদারীপুর ও নড়াইল জেলা নতুন করে রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতাভুক্তকরণ, এ রুটে কন্টেইনার চলাচলের ক্ষেত্রে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফ্রেট ও ব্রডগেজ কন্টেনার ট্রেনসমূহ প্রয়োজনীয় স্পিডে ও লোড ক্যাপাসিটিসহ চালুকরণ, সম্পদের সদ্ব্যবহার ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অপারেশনাল দক্ষতা ও আর্থিক পারফর্মেন্স বৃদ্ধি, যাত্রী সেবার মান উন্নয়ন এবং যাত্রী সুবিধা বৃদ্ধি। ভবিষ্যতে ওই রুটে দ্বিতীয় লাইন নির্মাণ এবং বরিশাল ও পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দরকে এই রুটের সঙ্গে সংযুক্তির পরিকল্পনা রয়েছে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য গণ-পরিবহন সুবিধা প্রবর্তনের মাধ্যমে আঞ্চলিক সমতা আনয়ন ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে মেইন লাইন ১৬৯.০০ কি. মি., লুপ ও সাইডিং ৪৩.২২ কি. মি. ও ডাবল লাইন ৩.০০ কি. মি.সহ মোট ২১৫.২২ কি. মি. ব্রডগেজ রেল ট্র্যাক নির্মাণ করা হবে।

এতে ৬৬টি মেজর ব্রিজ, ২৪৪টি মাইনর ব্রিজ/কালভার্ট, ১টি হাইওয়ে ওভারপাস, ২৯টি লেভেল ক্রসিং ও ৪০টি আন্ডারপাস নির্মাণ করা হবে। ১৪টি নতুন স্টেশন বিল্ডিং নির্মাণ এবং ৬টি বিদ্যমান স্টেশনের উন্নয়ন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ, ১০০টি ব্রডগেজ যাত্রীবাহী গাড়ি সংগ্রহ থাকছে। এই প্রকল্পে ১৭৮৬ একর ভূমি অধিগ্রহণ, সড়ক ও জনপথ অধিদফতরের ২৩৫.১২১১ একর এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ৪২.৬৫৮৭ একর ভূমি হস্তান্তর করা হয়েছে।

দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে এবং দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহের মধ্যে আন্তঃদেশীয় রেল যোগাযোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে ২০০৯ সাল হতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। ২০১১ সালে সরকারি অর্থায়নে একটি এলাইনমেন্ট সার্ভে পরিচালিত হয়। এরপর এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর অর্থায়নে একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় আন্তর্জাতিক পরামর্শক দিয়ে এ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই, বিশদ ডিজাইন ও দরপত্র দলিল প্রণয়ন জুন, ২০১৫-তে সম্পন্ন হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৪ সালের ০৬-১১ জুন গণচীন সফরের সময় রেল খাতে গণচীন সরকারের বিনিয়োগের বিষয়টি দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকে অন্তর্ভুক্ত হয়। তাছাড়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৩.১০.২০১৪ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে পদ্মা সেতু উদ্বোধনের দিন হতে সেতুর ওপর দিয়ে ট্রেন চলাচলের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে গণচীন সরকার ১২ মে ২০১৫-তে পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের জন্য জিটুজি পদ্ধতিতে অর্থায়নে সম্মত হয় এবং চায়না রেলওয়ে গ্রুপ লি. নামক চীন সরকারের মনোনীত ঠিকাদারের সঙ্গে কমার্শিয়াল নেগোসিয়েশনের জন্য আহ্বান জানায়। এরই ধারাবাহিকতায় চায়না রেলওয়ে গ্রুপ লি.-এর সঙ্গে ৮ আগস্ট ২০১৬ তারিখে কমার্শিয়াল চুক্তিপত্র স্বাক্ষর হয়। দীর্ঘ অপেক্ষার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় হস্তক্ষেপে ২৭ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে চীনা এক্সিম ব্যাংকের সঙ্গে ২৬৬৭.৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। নির্মাণ চুক্তি গত ৩ জুলাই ২০১৮'তে কার্যকর হয়েছে।

পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো প্রবর্তন করতে যাচ্ছে- ২৩ কি. মি. এলিভেটেড ভায়াডাক্টে ব্যালাস্টবিহীন রেললাইন নির্মাণ; এলিভেটেড ভায়াডাক্টের ওপর ২টি প্ল্যাটফরম নির্মাণ; ১টি মেইনলাইন ও ২টি লুপলাইনসহ রেলওয়ে স্টেশন নির্মাণ ও তাতে লিফট স্থাপন; প্রায় ১১ মিটার উঁচু রেললাইনের নিচ দিয়ে সড়কের জন্য আন্ডারপাস নির্মাণের মাধ্যমে উভয় পথে নিরবচ্ছিন্ন ও নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করা; সফট সয়েল ট্রিটমেন্টের জন্য সিমেন্ট মিক্সপাইল ব্যবহার করা; সেতুর এপ্রোচে ট্রানজিশনাল কার্ভ নির্মাণ করা; ভূমি অধিগ্রহণের পরিমাণ কমানোর জন্য পুরো মাটি বাইরে থেকে আনার ব্যবস্থা।

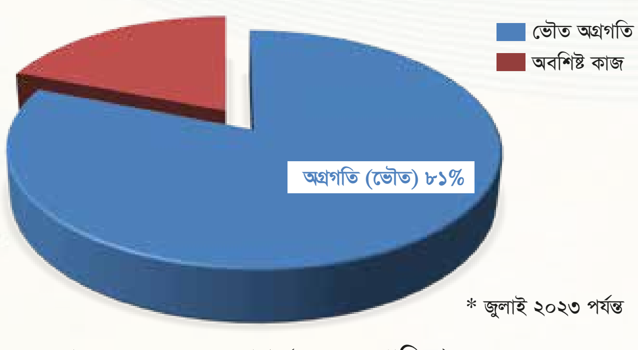

চিত্র: পদ্মা সেতু রেল সংযোগ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

এ রেলপথ নির্মাণের ফলে ঢাকা-যশোর, ঢাকা-খুলনা ও ঢাকা-দর্শনার মধ্যকার দূরত্ব যথাক্রমে ১৮৪.৭২ কি. মি., ২১২.০৫ কি. মি. এবং ৪৪.২৪ কি. মি. হ্রাস পাবে। ফলে যাত্রার সময়ও হ্রাস পাবে। গণ-পরিবহন সুবিধা প্রবর্তনের মাধ্যমে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসকরণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখবে।

৭.৪.৮ দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প:

২০১০ সালে দোহাজারী থেকে রামু হয়ে কক্সবাজার ও রামু থেকে মিয়ানমারের কাছে গুনদুম পর্যন্ত ১২৮ কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণ প্রকল্প নেয়া হয়। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো পর্যটন নগরী কক্সবাজারে যাতায়াত সহজ করা। পাশাপাশি মিয়ানমারসহ ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ের সঙ্গে বাংলাদেশকে যুক্ত করা। চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত ১০০ কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণে প্রথমে ব্যয় ধরা হয় ১ হাজার ৮৫২ কোটি টাকা। ২০১৬ সালে প্রকল্প প্রস্তাব সংশোধন করে ব্যয় বেড়ে দাঁড়ায় ১৮ হাজার ৩৪ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা। এতে ঋণ সহায়তা দিচ্ছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক-এডিবি। ২০১৮ সালের জুলাইয়ে প্রকল্পটির নির্মাণকাজ শুরু হয়। চীনের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান চায়না রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন (সিআরইসি) ও বাংলাদেশের তমা কনস্ট্রাকশন কোম্পানি এবং চায়না সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন করপোরেশন (সিসিইসিসি) ও বাংলাদেশের ম্যাক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড পৃথক দুই ভাগে কাজটি করছে।

চিত্র: দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ

বর্তমানে চট্টগ্রামের দোহাজারী-কক্সবাজার রেললাইন নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে। এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য পর্যটন শহর কক্সবাজার। সেখানে বছরে গড়ে ৬০ লাখ পর্যটকের যাতায়াত রয়েছে। কক্সবাজারে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হচ্ছে। মহেশখালীর মাতারবাড়ীতে গভীর সমুদ্রবন্দর হচ্ছে। সড়কপথ সংস্কার হচ্ছে। আর সর্বশেষ যুক্ত হচ্ছে রেললাইন। এসব অবকাঠামো উন্নয়ন পর্যটন অর্থনীতিতে সুবাতাস বয়ে আনার পাশাপাশি বহুমাত্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সূচনা করবে। রেললাইন চালু হলে সারা দেশের সঙ্গে কক্সবাজারের যোগাযোগের বহুমুখী পথের সূচনা হবে। এ অঞ্চলে উৎপাদিত পণ্য যেমন সহজে সারা দেশে নেওয়া যাবে, তেমনি সারা দেশ থেকে পণ্য কক্সবাজারে আনা যাবে। এতে উৎপাদকেরা লাভবান হবেন।

রেলপথ নির্মাণকাজে যুক্ত হয়েছেন স্থানীয় লোকজনও। এতে অনেকের সাময়িক কর্মসংস্থান হয়েছে। কেউ কেউ এখনই ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। এই কর্মযজ্ঞের পাশে গড়ে উঠছে ছোটো খাটো দোকানপাট। কক্সবাজারে এখন বছরজুড়েই পর্যটকেরা আসেন। তবে নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত পর্যটকের আগমন বেশি। রেলের মতো নিরাপদ বাহন চালু হলে মৌসুমের বাইরেও পর্যটক বাড়বে। পর্যটক যত বাড়বে, তত বেচাকেনা বাড়বে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের তৈরি পণ্যের বিক্রি বাড়বে, লেনদেনও বাড়বে। কক্সবাজারে যেতে এখন পর্যটকদের প্রধান ভরসা সড়কপথ। আকাশপথে আসা পর্যটকের সংখ্যা সীমিত। পর্যটন অর্থনীতি চাঙা থাকে মূলত শুষ্ক মৌসুমে। রেলওয়ে হলে সারা বছর পর্যটক ভ্রমণ করবে। পর্যটনের পর কক্সবাজারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কয়েকটি খাত হলো লবণ, কৃষিপণ্য, মৎস্য ও শুঁটকি। এসব পণ্য কম খরচে আনা-নেয়ার

সুযোগ তৈরি হবে। কৃষিপণ্য সহজে আনা-নেয়ার সুবিধা থাকলে কৃষকেরও দাম পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। টেকনাফ স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যেও গতি আনতে পারে নতুন রেললাইন। রেল চালু হলে কক্সবাজারের সঙ্গে সারা দেশের বহুমুখী যোগাযোগের নতুন ক্ষেত্র তৈরি হবে।

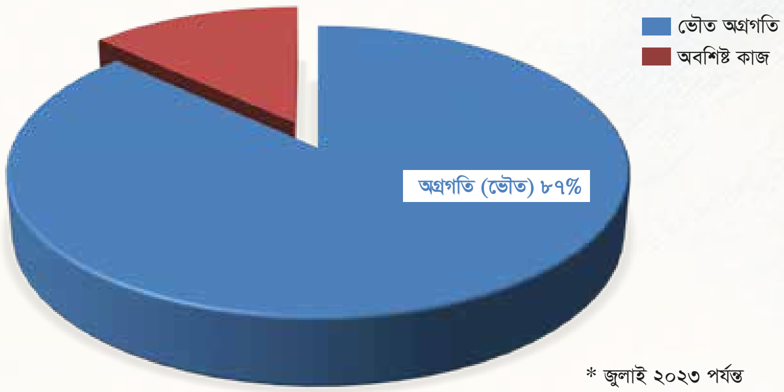

চিত্র: দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমার এর নিকট গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ (১ম সংশোধিত)

চিত্র: দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার রেল স্টেশন নির্মাণ

৭.৫ ফাস্ট ট্র্যাকভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত):

(কোটি টাকায়)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	বাস্তবায়নকাল		প্রকল্পের ব্যয়			ভৌত অগ্রগতি %	আর্থিক অগ্রগতি %
১	২	৩	৪		৪			৫	৬
			মূল	সংশোধিত	জিওবি	ঋণ	মোট		
১.	পদ্মা বহুমূখী সেতু নির্মাণ (৩য় সংশোধিত)	সেতু বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	২০০৭-০৮ হতে ২০১৪-১৫	১ম সংশোধিতঃ জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৫। ২য় সংশোধিতঃ জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৮। ১ম ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ডিসেম্বর ২০১৯। ২য় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জুন ২০২১। ৩য় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জুন ২০২৩। ৩য় সংশোধিতঃ জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০২৪	৩২৬০৫.৫২	-	৩২৬০৫.৫২	৯৯.৮০	৮৮.৫৯%
২.	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	০১/০৭/১৬ হতে ৩১/১২/২৫	-	২২০৫২.৯১২৭	৯১০৪০.০০	১১৩০৯২.৯১২৮	৬০%	৫৮.২১%
৩.	২X৬৬০ মেগাওয়াট মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রকল্প (রামপাল)	বিদ্যুৎ বিভাগ	ইউনিট ১ ৪৬ মাস (ফেব্রুঃ ২১) ইউনিট ২ ৫২ মাস (আগস্ট ২১)	ইউনিট ১ ৬৩ মাস (জুলাই ২২) ইউনিট ২ ৭৭ মাস (সেপ্টেম্বর ২৩)	-	-	১৬০০০.০০	৬৮%	৬৮%

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	বাস্তবায়নকাল		প্রকল্পের ব্যয়			ভৌত অগ্রগতি %	আর্থিক অগ্রগতি %
১	২	৩	৪		৪			৫	৬
			মূল	সংশোধিত	জিওবি	ঋণ	মোট		
৪.	মহেশখালি- মাতারবাড়ি সমন্বিত অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম: (মাতারবাড়ি ২×৬০০ মেগাওয়াট আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার (১ম সংশোধিত) প্রজেক্টসহ ১২টি প্রকল্প)	বিদ্যুৎ বিভাগ	১/৭/২০১৪ হতে ৩০/৬/২০২৩	০১/০৭/২০১৪- ৩১/১২/২০২৬	৬৪০৬.১৬	৪৩৯২১.০৩	৫১৮৫৪.৮৮	৭৭.৭০%	৬৪.৯১%
৫.	ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৬) (মেট্রোরেল) প্রকল্প	সড়ক পরিবহন ও মহসড়ক বিভাগ	জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০২৪		১৩৭৫৩.৫২	১৯৭১৮.৪৭	৩৩৪৭১.৯৯	৭৮%	৬৭.৯৩৮%
৬.	পদ্মা সেতু রেল সংযোগ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	রেলপথ মন্ত্রণালয়	জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২২	জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২৪	১৮২১০.১১	২১০৩৬.৬৯	৩৯২৪৬.৮০	৮১%	৮৫.৭৭%
৭.	দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমার এর নিকট গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ (১ম সংশোধিত)	রেলপথ মন্ত্রণালয়	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৬	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০২৪	৪৯১৯.০৮	১৩১১৫.৪০	১৮০৩৪.৪৮	৮৭%	৪৪.২০%
৮	পায়রা বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো/ সুবিধাদির উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)	পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়	১লা জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০২২	১লা জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০২৪	জিওবি- ৪,৩৭৪.৪৭	-	৪,৩৭৪.৪৭	৮৯.৮৭%	৮৫.৭৭%

৭.৬. ফাস্ট ট্র্যাকভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ:

প্রকল্প বাস্তবায়নের Trend পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ভূমি অধিগ্রহণ, ইউটিলিটি শিপমেন্ট, বন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে যন্ত্রপাতি আমদানি, অর্থছাড় ইত্যাদি বিষয়ে নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিলম্ব হলে বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও উদ্যোগী মন্ত্রণালয়কে যথাসময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। সকল ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্প ভৌত অবকাঠামোভিত্তিক হওয়ায় উল্লিখিত আন্তঃমন্ত্রণালয়ভিত্তিক জটিলতাসমূহ এ সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠে। এক্ষেত্রে FTPMC এবং ফাস্ট ট্র্যাক টাস্ক ফোর্স এর মাধ্যমে দ্রুততার সাথে সমস্যা উত্তরণের দিক নির্দেশনা পাওয়া গিয়েছে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নও দ্রুততর হয়েছে।

FTPMC শুরু থেকে এপ্রিল, ২০২২ পর্যন্ত ০৫টি সভার মাধ্যমে ০৫টি দিক নির্দেশনামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং FTPTF (Fast Track Project Task Force) কমিটি গঠনের পর থেকে ১৬টি সভার মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও কর্মপন্থা বিষয়ে ১৪১ টি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করেছে। প্রতিটি দিক নির্দেশনা FTP বাস্তবায়নে অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে, যা প্রকল্পসমূহের দ্রুততর বাস্তবায়নের পথ সুগম করেছে।

FTP মনিটরিং এর ক্ষেত্রে ৪ স্তর ভিত্তিক মনিটরিং ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে।

১ম স্তর: প্রতিটি FTP এর নিজস্ব মনিটরিং ব্যবস্থা রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রকল্পসমূহের মনিটরিং স্পেশালিষ্ট/মনিটরিং কনসালটেন্টগণ নিজ নিজ প্রকল্প মনিটরিং এর জন্য যথাযথ পদ্ধতির আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি, গুণগতমান এবং চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে থাকেন এবং করণীয় বিষয়ে PMT (Project Management Team) কে রিপোর্ট করে থাকেন এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টেশন সংরক্ষণ করেন।

প্রকল্পের সাইট অফিসসমূহে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাজ Display করা হয়। ফলে যে কোন কর্তৃপক্ষ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের সময়ে তা দেখতে পারেন। FTP বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সাইট অফিসসমূহে সাইট অর্ডারবুক লিপিবদ্ধ করা হয় এবং মনিটরিং কর্মকর্তাগণ "সাইট অর্ডার বুক" এর নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়টি ফলোআপ করে থাকেন।

২য় স্তর: বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ নিয়মিতভাবে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন। বাস্তবায়নকারী সংস্থার কারিগরি বিশেষজ্ঞগণ বাস্তবায়ন কার্যক্রমের কারিগরি দিকসমূহ মনিটরিং করে থাকেন এবং কোন পর্যবেক্ষণ থাকলে সাইট অর্ডার বুকে লিপিবদ্ধ করেন এবং মৌখিকভাবে অবহিত করে কাজটি সুচারুভাবে করার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। প্রকল্পের নিজস্ব মনিটরিং এবং সংস্থা পর্যায়ের মনিটরিং এর ক্ষেত্রে মূলত কারিগরি ইস্যুগুলোকেই বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়, তবে এ পর্যায়ে মনিটরিং রিপোর্টগুলোর ডকুমেন্টেশনের ক্ষেত্রে কিছুটা ঘাটতি প্রতীয়মান হয়েছে অর্থ্যাৎ প্রতিটি মনিটরিং কার্যক্রমের একটি সুনির্দিষ্ট রিপোর্ট প্রণয়ন এবং তা সংরক্ষণের বিষয়ে আরও পদক্ষেপ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। সংস্থা পর্যায়ের পরিবীক্ষণের পাশাপাশি মন্ত্রণালয়/বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নিয়মিতভাবেই প্রকল্প এলাকায় বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করে থাকেন, এ সকল পরিদর্শন প্রতিবেদন যথাযথভাবে জারি করা এবং সংরক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে।

৩য় স্তর: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত যে কোন উন্নয়ন প্রকল্প পরিবীক্ষণ করে থাকে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ। সে অনুযায়ী FTP সমূহকে IMED নির্ধারিত পদ্ধতির আওতায় নিয়মিত পরিবীক্ষণ করে থাকে। IMED প্রকল্প পরিবীক্ষণের জন্য দুভাবে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে। প্রথমত: IMED'র নিজস্ব ফরমেট ০১,০২,,০৩,,০৪,০৫ অনুযায়ী প্রকল্প দপ্তর হতে নিয়মিতভাবে Static ও Dynamic ডাটা সংগ্রহ করা হয়। দ্বিতীয়ত: প্রকল্প পরিবীক্ষণের অংশ হিসেবে সরেজমিনে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করে পরিদর্শন কর্মকর্তা নানা ধরনের প্রাথমিক ডাটা সংগ্রহ করেন। উল্লেখিত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে নির্ধারিত ছক অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রণয়ন করে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর জারি করা হয়। এ প্রতিবেদনটি সংশ্লিষ্ট সকল স্টেক হোল্ডারের নিকট যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়। FTP সমূহের ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়াটিকে আরও গুরুত্ব প্রদান করে Close মনিটরিং এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী প্রতি অর্থবছরে প্রতিটি FTP ৩ বার করে পরিদর্শনের আওতায় এনে প্রতিবেদন প্রণয়ন ও জারির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ প্রতিবেদনে টেকনিক্যাল ইস্যুর পাশাপাশি প্রসেস মনিটরিং ইস্যুকেও গুরুত্ব আরোপ করে IMED এর প্রতিটি মনিটরিং কার্যক্রমের বিপরীতে সুনির্দিষ্ট প্রতিবেদন প্রণীত হয়, যথাযথ প্রক্রিয়ায় জারি করা হয় এবং সংরক্ষণ করা হয়। আইএমইডি'র পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায় বাস্তবায়ন পর্যায়ে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ উত্তরণের ক্ষেত্রে আইএমইডি কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশ তুলে ধরে। IMED কর্তৃক FTP সমূহের মনিটরিং কার্যক্রমকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে APA এর টার্গেট এ অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। IMED এর সকল FTP মনিটরিং প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে FTPMC এর নিকট প্রেরণ করা হয় এবং প্রতিবেদন এর সুপারিশসমূহ

বাস্তবায়নের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ফলোআপ করা হয়। আইএমইডি'র অধিকাংশ সুপারিশের ক্ষেত্রে বাস্তাবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্প দপ্তর এবং উদ্যোগী মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিপালন প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে, তবে সবগুলো সুপারিশ এবং পর্যবেক্ষণ পরিকল্পনা সংক্রান্ত ডকুমেন্ট আইএমইডিতে যথাসময়ে প্রেরণ করা হয় নি, অর্থাৎ পরিপালন সংক্রান্ত রিপোর্টগুলো যথাযথ ভাবে কমিউনিকেট করা হয়নি, আবার প্রতিপালন সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট পর্যালোচনা করে দেখা যায়, অনেকক্ষেত্রেই সুপারিশ বাস্তবায়নের তথ্যসমূহ সুনির্দিষ্ট নয়। FT প্রকল্পের মর্যাদা এবং গুরুত্ব অনুসারে প্রতিপালন সংক্রান্ত ডকুমেন্ট আরও Smart (Specific, Measurable, Achievable, Relevant & Time-based) হওয়া বাঞ্ছণীয়।

৪র্থ স্তর: FTPMC ও ফাস্ট ট্র্যাক টাস্ক ফোর্স ফাস্ট ট্রাক প্রকল্প মনিটরিং এর সর্বোচ্চ পর্যায়ের স্তর। এ স্তরে প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট যে কোন জটিলতা বা চ্যালেঞ্জ উত্তরণের দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তড়িৎ ফলাফল পাওয়া যায়। ৪ স্তরের মনিটরিং ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ায় যে কোন সাধারণ উন্নয়ন প্রকল্পের তুলনায় FTP সমূহ দ্রুততর সময়ের মধ্যে চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণ নিশ্চিত করতে পারে। ফাস্ট ট্র্যাকভুক্ত প্রকল্প বাস্তবয়ান সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডার সাধারণ প্রকল্পের তুলনায় অত্যন্ত সজাগ এবং দায়িত্ব পালনে আন্তরিক থাকে বলে প্রতীয়মান হয়।

FTP সমূহ অর্থায়নের দিক থেকে (পদ্মা বহুমুখী সেতু ব্যতিত), বিশেষায়িত জনবলের দিক, প্রযুক্তিগত দিক থেকে, যন্ত্রপাতি, ইক্যুইপমেন্টের দিক থেকে অন্য দেশ ও সংস্থার ওপর নির্ভরশীল থাকায় যে কোন বৈশ্বিক সংকট FTP সমূহের বাস্তবায়নকে প্রভাবিত করে থাকে।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতি FTP সমূহকে বৈদেশিক শ্রম শক্তি প্রবাহের ক্ষেত্রে, যন্ত্রপাতি এবং ভারী মেশিনারিজ আমদানির ক্ষেত্রে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে। এ সকল চ্যালেঞ্জ প্রকল্প মনিটরিং ব্যবস্থাপনার সাধ্যের আওতার মধ্যে ছিল না। তা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিকতা থাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নে সময়ক্ষেপণকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা সম্ভব হয়েছে। একইভাবে বৈশ্বিক সামরিক ও বানিজ্যিক উত্তেজনার ফলে পরিবহণ ব্যয় বৃদ্ধি, জ্বালানি ব্যয় বৃদ্ধিজনিত কারণে ইকুইপমেন্ট সময়মত পৌঁছানোর মতো বিষয়গুলো প্রকল্প বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করে তোলে। এ বিষয়টিও সর্বোচ্চ মনিটরিং এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার মাধ্যমে উত্তরণ ঘটানো সম্ভব হয়েছে।

FTP সমূহ হাইটেক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ হওয়ায় বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের জন্য এ ধরণের প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা পূর্ব থেকে ছিল না। ফলে বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সাথে দেশীয় বিশেষজ্ঞগণের Adapt (খাপ খাওয়ানোতেও) হতে কিছুটা সময় লেগেছে, যা প্রকল্প বাস্তবায়নেও প্রভাব ফেলেছে।

Fast Track (FT) প্রকল্পসমূহ গ্রহণেরর পূর্বে প্রতিটির ক্ষেত্রে Technical Assistance (TA) প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়। এ সকল TA প্রকল্পের আওতায় সংশ্লিষ্ট FT প্রকল্পের অর্থনৈতিক, কারিগরি, সামাজিক এবং পরিবেশগত সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়। ফলে বাস্তবায়ন পর্যায়ে টেকনিক্যাল চ্যালেঞ্জ কম হয়েছে, তবে পরিবেশগত Assessment এর ক্ষেত্রে সময়ের পরিক্রমায় পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাস্তবায়নোত্তর Follow up assessment করা যেতে পারে সেক্ষেত্রে হালনাগাদ পরিবেশগত প্রভাব জানা যাবে। ডকুমেন্ট পর্যালোচনা করে দেখা যায় টেকনিক্যাল, ফিনানশিয়াল এবং এনভায়রনমেন্টাল ফিজিবিলিটি সম্পন্ন করা হলেও প্রকল্প এলাকার অবস্থান, ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু ও পরিবেশগত বৈচিত্রের সাথে খাপ খাওয়ানোর লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়েও ডিজাইনগত এবং টেকনিক্যাল ইস্যুজনিত বাস্তবায়ন কৌশলে পরিবর্তন আনয়নের প্রয়োজন হয়। ফলে প্রকল্প সংশোধনের আবশ্যকতা দেখা দেয়, যে কারণে কাজের পরিমান ও ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং প্রকল্পের মেয়াদও দীর্ঘায়িত হয়।

সবগুলো FT প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য প্রকল্প ডকুমেন্টে প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিস্টের সংস্থান ছিল। ফলে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan-APP) প্রণয়ন, টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরি, চুক্তি সম্পাদন, চুক্তি ব্যবস্থাপনাসহ ক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সুচারুভাবে সম্পাদন হয়েছে এবং চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য যে FT প্রকল্প সমূহের ক্রয় কার্যক্রম একই মডালিটি অনুযায়ী হয়নি। বিভিন্ন FT প্রকল্পের ক্রয়ের ধরণ, অর্থায়নের উৎসভিত্তিক ভিন্নতার জন্য সংশ্লিষ্ট পৃথক পৃথক আইন/ নীতি কাঠামোর আওতায় ক্রয় সম্পন্ন হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ থাকায় ক্রয় কার্যক্রম নিয়ে বড় ধরনের দীর্ঘসূত্রিতা সৃষ্টি হয়নি।

প্রতিটি FT প্রকল্পই এমন ইউনিক ধরনের যে, বাংলাদেশে ইতঃপূর্বে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত সীমিত থাকায় এ জাতীয় FT প্রকল্প বাস্তবায়নসংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পাইওনিয়ার হয়ে থাকবে। ফলে এসকল প্রকল্প বাস্তাবায়নের প্রতিটি অভিজ্ঞতাকে ডকুমেন্টশনের মাধ্যমে প্রদর্শন করা যেতে পারে। প্রতিটি প্রকল্প এলাকায় একটি Display Center/ জাদুঘর/

আর্কাইভস স্থাপনের মাধ্যমে, প্রকল্পের ডকুমেন্ট, মডেল ডিজাইন, চুক্তিসমূহ, বাস্তবায়ন পর্যায়ের ফটোগ্রাফসহ যাবতীয় তথ্য, ডকুমেন্ট নিদর্শন সমূহকে Display করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। পদ্মা সেতু প্রকল্পের কম্পোনেন্টে এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকলেও অন্যান্য FT প্রকল্পেও বিষয়টি সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী, আইএমইডি কর্তৃক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন করা হয় এবং জারিকৃত পরিদর্শন প্রতিবেদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থায় প্রেরণ করা হয়। আইএমইডি কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে নির্ধারিত ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্পসমূহের উপর "ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্প বাস্তবায়ন: অর্জন ও প্রত্যাশা" শীর্ষক একটি গবেষণা সম্পাদনা করা হয় এবং প্রকাশ করা হয়।

বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের যে যাত্রা শুরু করেছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তারই ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্পসমূহ। এটি ছিল পরিকল্পিত উন্নয়নের এক সাহসী অভিযাত্রা। এ সকল প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের পথ ধরেই অর্জিত হবে রূপকল্প-২০৪১, বাংলাদেশ পৌঁছাবে উন্নত দেশের কাতারে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার মাধ্যমেই আসবে চূড়ান্ত সাফল্য।

অষ্টম অধ্যায়

এপিএ'র লক্ষ্যপূরণে আইএমইডি'র সাফল্য

৮.১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

সরকারি কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়নে ২০১৫-১৬ অর্থবছর হতে সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা, এমনকি মাঠ পর্যায়ের সকল সরকারি অফিসসমূহে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এতে সরকারের সকল কার্যক্রমের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণসহ সার্বিক বাস্তবায়নে সুষম প্রতিযোগিতা ও গতিশীলতা সঞ্চার হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে, সরকারি কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট প্রজাতন্ত্রের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে।

সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হিসেবে আইএমইডি এপিএ চুক্তি বাস্তবায়নে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে চলছে। এরই ধারবাহিকতায় বিগত ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর মধ্যে এপিএ চুক্তি বাস্তবায়নে ‘১ম স্থান’ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ‘২য় স্থান’ এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ‘৬ষ্ঠ স্থান’ অর্জন করেছে। উল্লেখ্য যে, বিগত ১৯ জুলাই ২০২৩ তারিখে আইএমইডি’র পক্ষে সচিব ও মন্ত্রিপরিষদ সচিব ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এপিএ চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে।

এপিএ’র সূচকভিত্তিক (২০১৫-১৬ থেকে ২০২২-২৩) পর্যন্ত প্রধানতম অর্জনসমূহ:

ক্রমিক	সূচকের নাম	অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মোট অর্জন
১.	চলমান প্রকল্প পরিবীক্ষণ	২০১৫-১৬	৮৪৫	৭০৫	৫,৬০৬
		২০১৬-১৭	৭৫০	৭৫০	
		২০১৭-১৮	৭৫৫	৭৫৫	
		২০১৮-১৯	৭৯২	৭৯২	
		২০১৯-২০	৮৩৩	৭৭০	
		২০২০-২১	৫৩০	৬৩৮	
		২০২১-২২	৪৫৭	৬০৮	
		২০২২-২৩	৪৮৮	৫৮৮	
২.	সমাপ্ত প্রকল্পের প্রান্তিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন (পিসিআর)	২০১৫-১৬	২১৫	১৯০	১,৭৬৩
		২০১৬-১৭	২২৫	২২৩	
		২০১৭-১৮	২৩৭	২৩৭	
		২০১৮-১৯	২৫০	২৫০	
		২০১৯-২০	২৫৫	১৮১	
		২০২০-২১	১৬০	১৬৪	
		২০২১-২২	২৬০	২৫৫	
		২০২২-২৩	২৬৬	২৬৩	
৩.	নির্বাচিত প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ	২০১৫-১৬	১৬	১৩	২৪২
		২০১৬-১৭	১৭	১৮	
		২০১৭-১৮	১৮	১৮	
		২০১৮-১৯	২৪	২৪	
		২০১৯-২০	৪০	৪৮	
		২০২০-২১	২৪	২২	
		২০২১-২২	২৪	৫৪	
		২০২২-২৩	৪২	৪৫	
৪.	নির্বাচিত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন	২০১৫-১৬	১৮	১৮	১৫৪
		২০১৬-১৭	২০	২২	
		২০১৭-১৮	২২	২৪	
		২০১৮-১৯	২১	২৪	
		২০১৯-২০	৩২	২৪	
		২০২০-২১	০৮	০৮	
		২০২১-২২	১০	১৮	
		২০২২-২৩	১৬	১৬	
৫.	ই-জিপি পোর্টালে ই-দর পত্র দাতাদের রেজিস্ট্রেশন		ক্রমপুঞ্জিভূত		১,০৫,২৩৮
৬.	প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ		ক্রমপুঞ্জিভূত		১৩,৯৬৭

চিত্র: ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-তে ১ম স্থান অর্জন করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে পুরস্কার গ্রহণ করেন আইএমইডি'র সচিব জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম।

চিত্র: ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-তে ২য় স্থান অর্জন করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে পুরস্কার গ্রহণ করেন আইএমইডি'র সচিব জনাব আবুল মনসুর মোঃ ফয়েজউল্লাহ, এনডিসি।

চিত্র: ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-তে ৬ষ্ঠ স্থান অর্জন করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করেন আইএমইডি'র সচিব জনাব আবুল কাশেম মোঃ মহিউদ্দিন।

৮.২ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-তে আইএমইডি'র অবস্থান

অর্থবছর	অর্জিত স্থান
২০১৫-২০১৬	২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-তে আইএমইডি **২য় স্থান** অর্জন করে।
২০১৬-২০১৭	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-তে আইএমইডি **১ম স্থান** অর্জন করে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-তে **১ম স্থান** অর্জন করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে পুরস্কার গ্রহণ করেন আইএমইডি'র সচিব জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম।
২০১৭-২০১৮	২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-তে আইএমইডি **২য় স্থান** অর্জন করে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-তে **২য় স্থান** অর্জন করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে পুরস্কার গ্রহণ করেন আইএমইডি'র সচিব জনাব আবুল মনসুর মোঃ ফয়েজউল্লাহ, এনডিসি।
২০১৮-২০১৯	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-তে আইএমইডি ২৮তম স্থান অর্জন করে।
২০১৯-২০২০	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-তে আইএমইডি ৪২তম স্থান অর্জন করে।
২০২০-২০২১	২০২০-২০২১ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-তে আইএমইডি ২০তম স্থান অর্জন করে।
২০২১-২০২২	২০২১-২০২২ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-তে আইএমইডি **৬ষ্ঠ স্থান** অর্জন করে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-তে **৬ষ্ঠ স্থান** অর্জন করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করেন আইএমইডি'র সচিব জনাব আবুল কাশেম মোঃ মহিউদ্দিন।

নবম অধ্যায়

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ রুটিন কাজের সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসে বিভিন্ন ধরণের উদ্ভাবনী চর্চা ও সেবা সহজিকরণে তৎপর রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারের প্রেক্ষিতে জনগণের চাহিদার সাথে সামাঞ্জস্য রেখে সর্বোপরি ভিশন-২০২১ এর লক্ষ্য অর্জনের অংশ হিসেবে ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১২ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গর্ভনেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে জনপ্রশাসনে কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি নাগরিকসেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে চিফ ইনোভেশন অফিসার এবং সংস্থা/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে ইনোভেশন অফিসারের নেতৃত্বে একটি করে ইনোভেশন টিম গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করে যা ০৮ এপ্রিল ২০১৩ সালে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

গেজেট প্রকাশের অনতিবিলম্বে এই বিভাগে ইনোভেশন টিম গঠিত হয় যা শুরু থেকে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

৯.১ ২০০৯-২০২৩ পর্যন্ত সময়ে উল্লেখযোগ্য ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনের তালিকা

২০০৯ হতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সময়ে উল্লেখযোগ্য ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো:

ক্রঃ নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/ আইডিয়ার নাম	সেবা/ আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১.	**ই-জিপি সিস্টেমে নিবন্ধন ফি, নবায়ন ফি ও টেন্ডার ফি স্বয়ংক্রিয় চালানে (Automated Challan) পরিশোধ করার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তকরণ।** (ডিজিটাইজেশনকৃত সেবা) (২৯-০৯-২০২১)	ই-জিপি সিস্টেমের সাথে স্বয়ংক্রিয় চালান (A Challan) সিস্টেমকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যার মাধ্যমে ঠিকাদার/ সরবরাহকারী/ পরামর্শকগণ স্বয়ংক্রিয় চালানের মাধ্যমে বর্ণিত ফিসমূহ সহজেই জমা প্রদান করতে পারবেন। ঠিকাদার/ সরবরাহকারী/ পরামর্শকগণ স্বয়ংক্রিয় চালানের মাধ্যমে বর্ণিত ফিসমূহ পরিশোধ করার জন্য প্রথমে ই-জিপি সিস্টেমের অনলাইন পেমেন্ট থেকে স্বয়ংক্রিয় চালান নির্বাচনপূর্বক প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করবেন। অতঃপর উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট হিসাব (DBBL Nexus, VISA Card, Master Card, Rocket etc.) থেকে পরিশোধের অনুমতি	কার্যকর আছে	হ্যাঁ	https://www.eprocure.gov.bd/	

ক্রঃ নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/ আইডিয়ার নাম	সেবা/ আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		প্রদান করবেন। সঠিকভাবে পরিশোধ সম্পন্ন হলে ঠিকাদার/ সরবরাহকারী/ পরামর্শকগণ স্বয়ংক্রিয় চালান (A Challan) কপি সংরক্ষণ করতে পারবেন। একইসাথে ই-জিপি সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি নিশ্চিতকরণ বার্তা প্রদর্শন করবে।			https://www.eprocure.gov.bd/	
০২.	**'আইএমইডি পিন /IMED-PIN'** (উদ্ভাবনী প্রকল্প) (০৬-০১-২০২২)	প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে সম্পাদন, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও সর্বোপরি নাগরিকগণের ব্যবহারের লক্ষ্যে 'আইএমইডি পিন/ IMED-PIN' অ্যাপটি প্রস্তুত করা হয়েছে এবং সকলের ব্যবহারের জন্য 'আইএমইডি পিন' অ্যাপটি Google Play Store-এ উন্মুক্ত করা হয়েছে। অ্যাপটির মাধ্যমে চলমান অর্থবছরের সরকারের উন্নয়ন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নানা তথ্য বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে জানা যাবে।	কার্যকর আছে	হ্যাঁ	IMED PIN - Apps on Google Play	
০৩.	**ই-জিপি সিস্টেমে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ক্রয় প্রক্রিয়া সহজিকরণের উদ্দেশ্যে "সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি (DPM)" অন্তর্ভুক্তকরণ** (বিদ্যমান সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ)	ই-জিপি সিস্টেমে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি (DPM) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ক্রয়কারিগণ ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবে। ই-জিপি সিস্টেমে বাংলাদেশ	কার্যকর আছে	হ্যাঁ	https://www.eprocure.gov.bd/ এবং https://cptu.gov.bd/	

ক্রঃ নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/ আইডিয়ার নাম	সেবা/ আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	(২৪-০২-২০২২)	সরকারের তহবিল ব্যবহার করে ক্রয়ের ক্ষেত্রে আদর্শ দরপত্র দলিল e-PG9 এর মাধ্যমের ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবে।				
০৪.	**কর্মকর্তাদের প্রকল্প পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রণয়নের সুবিধার্থে আইএমইডি'র কর্মকর্তাগণের মাঝে 'পরিবীক্ষণ টুলবক্স' বিতরণ।** (বিদ্যমান সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ) (২৭-০১-২০২১)	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন একটি প্রফেশনাল কাজ; যার জন্য প্রশিক্ষণ, টুলস, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। আইএমই বিভাগের সদ্য যোগদানকৃত কর্মকর্তাকে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজ সম্পর্কে অবগত ও প্রশিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন টুলস, নীতিমালা, পরিপত্র, ছক ইত্যাদি সংবলিত 'পরিবীক্ষণ টুলবক্স' বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য, 'পরিবীক্ষণ টুলবক্স'-এর সমস্ত কন্টেন্টের সফটকপি আইএমইডি'র ওয়েবসাইটের (www.imed.gov.bd) ডাউনলোড মেনুর 'পরিবীক্ষণ টুলবক্স' সাবমেনু হতে কর্মকর্তাগণ যে কোন সময় ডাউনলোড করে নিতে পারেন।	কার্যকর আছে	হ্যাঁ	shorturl.at/cyK04 (www.imed.gov.bd)	
০৫.	**Citizen Portal** (ডিজিটাইজেশনকৃত সেবা) (২০২০-২০২১ অর্থবছর)	সরকারি ক্রয়ের বিভিন্ন তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে এ বিষয়ে নাগরিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তাদের মতামত জানার মাধ্যমে দেশের সরকারি ক্রয় ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নে একটি ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ২৬ আগস্ট ২০২০ তারিখে ডিজিটাল সেবা	কার্যকর আছে	হ্যাঁ	https://citizen.cptu.gov.bd/	

ক্রঃ নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/ আইডিয়ার নাম	সেবা/ আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		হিসেবে 'সরকারি ক্রয় বাতায়ন' নামে একটি সিটিজেন পোর্টাল চালু করা হয়েছে। সরকারি ক্রয় বাতায়ন থেকে সহজেই সারাদেশে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সম্পর্কিত নানা তথ্য পাবেন নাগরিকগণ। এমনকি নিজ এলাকার সরকারি ক্রয়ের বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কেও তারা বিস্তারিত জানতে পারবেন। এছাড়া, পোর্টালের সাথে যুক্ত ব্লগ ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও নাগরিকগণ সরকারি ক্রয় বিষয়ে তাদের মতামত তুলে ধরতে পারবেন এবং সরকারি ক্রয় পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে যুক্ত থাকতে পারবেন। সরকারি নীতি নির্ধারক, ক্রয়কারী সংস্থার কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ, গবেষকগণও 'সরকারি ক্রয় বাতায়ন' থেকে বিভিন্ন তথ্য ডাউনলোড করে তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।			https://citizen.cptu.gov.bd/	
০৬.	**Smart Desk and Easy Documentation by LAN System and File Server** (ডিজিটাইজেশনকৃত সেবা) (২০১৯-২০২০ অর্থবছর)	আইএমইডি'র কর্মকর্তাগণ নিজেদের ভিতর দ্রুত সময়ে নিরাপদভাবে ফাইল শেয়ারিং করতে পারে-সেই উদ্দেশ্যে File Server চালু করা হয়েছে। যার ফলে, LAN সিস্টেম ব্যবহার করে নিরাপদ মাধ্যমে কর্মকর্তাগণ নিজেদের মাঝে ফাইল ও ডাটা আদান-প্রদান করতে সক্ষম হচ্ছে।	কার্যকর আছে	হ্যাঁ	Intranet System	

ক্রঃ নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/ আইডিয়ার নাম	সেবা/ আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০৭.	**আপনার সিপিটিইউ (e-GP Help Desk এবং হটলাইন নম্বর '16575')** (বিদ্যমান সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ) (২০১৯-২০২০ অর্থবছর)	সিপিটিইউ-তে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য এবং e-GP সংক্রান্ত তথ্যের জন্য 24×7 Help Desk চালু আছে। এবং একটি হটলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে।	কার্যকর আছে	হ্যাঁ	16575	
০৮.	**উন্নয়ন প্রকল্পের ডিজিটাল মনিটরিং (PMIS)** (ডিজিটাইজেশনকৃত সেবা) (২০১৮-২০১৯ অর্থবছর)	এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের মনিটরিং ব্যবস্থা ডিজিটালাইজড করতে ২০১৮ সালের ২৬ নভেম্বর হতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকল্পসমূহের অনলাইন ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম পিএমআইএস-এর যাত্রা শুরু হয়েছে। উক্ত সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রকল্পের স্ট্যাটিক তথ্য এবং আর্থিক অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করা যায়। উল্লেখ্য, এ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নধীন "ডিজিটাইজিংইমপ্লিমেন্টেশন মনিটরিং এন্ড পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্রজেক্ট" এর কম্পোনেন্ট-৪ অংশের সংস্থান মোতাবেক সফটওয়্যারটি বর্তমানে আপগ্রেডশন করা হচ্ছে।	কার্যকর আছে। (আপগ্রেডেশন করা হচ্ছে)	-	http://pmis.imed.gov.bd/	
০৯.	**সিপিটিইউ'র মোবাইল অ্যাপস 'Public Procurement'** (ডিজিটাইজেশনকৃত সেবা) (২০১৭-২০১৮ অর্থবছর)	অফলাইন টেন্ডার ও ই-জিপির বিজ্ঞপ্তি, অ্যাওয়ার্ডস, এ সংক্রান্ত খবর, বিবিধ ইভেন্টসের তথ্য, জরুরী নোটিশ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ও ই-জিপি'র গাইডলাইনস, পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮ এর সফটকপি এই মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে জানা যাবে।	কার্যকর আছে।	হ্যাঁ	Public Procurement - Apps on Google Play	

৯.২ প্রশিক্ষণঃ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রদত্ত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়মিত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয় নিয়মিত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ই-নথির ব্যবহার, ই-গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠায় সরকারী কর্মচারীদের করণীয়, সরকারী কর্মচারীদের সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ব্যবহার, প্রকল্প পরিদর্শনে ড্রোন ব্যবহার ইত্যাদির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৯.৩ ই-নথির ব্যবহারঃ

ই-গভর্ন্যান্সের অংশ হিসেবে ই-নথি ব্যবহার ১০০% বাস্তবায়নের জন্য আইএমই বিভাগ কাজ করছে। বর্তমানে ৮৬.৩৩% ভাগ নথি ই-নথিতে সম্পন্ন হয়ে থাকে ।

৯.৪ আইএমইডি'র ওয়েবপোর্টাল (তথ্য বাতায়ন):

ই-গভর্ন্যান্সের বাস্তবায়নে এ বিভাগের ওয়েবসাইটে সকল তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। এ বিভাগের ওয়েবসাইটে জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য, চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন, সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন, সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর মূল্যায়ন প্রতিবেদনসহ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন, তথ্য ও আলোকচিত্র প্রকাশ করা হয়। এছাড়া, বিভিন্ন দাপ্তরিক কার্যক্রম যেমন: নোটিশ, অফিস আদেশ, পাসপোর্টের অনাপত্তি সনদ, নিয়োগ কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রকাশে আইএমইডি'র হালনাগাদকৃত ওয়েবপোর্টাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

৯.৫ ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভাঃ

আইএমই বিভাগের সকল শ্রেণীর কর্মকর্তাদের ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবগত করার উদ্দেশ্যে সরকারি, বেসরকারী এবং বিশ্ববিদ্যালয় হতে এই বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানিয়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজন করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের আয়োজিত ৪ (চার)টি অবহিতকরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে জনাব ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ন কবীর, প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব), এটুআই প্রকল্প; জনাব ড.বি.এম মাইনুল হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, ইন্সটিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি (IIT) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; জনাব এম আসিফ রহমান, সিইও এ. আর. কমিউনিকেশন ও সদস্য, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অবসফটওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) এবং জনাব ড. মোঃ আব্দুল মান্নান, পিএএ, নির্বাহী পরিচালক, বিসিসি।

৯.৬ ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয় ভিত্তিক কর্মশালাঃ

৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে ৪টি অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বিষয়ভিত্তিক কর্মশালার প্রথম (১ম) টি গত ৩০ আগষ্ট ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার বিষয় ছিল "প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগীকরণে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তিসমূহের ব্যবহার"। কর্মশালায় অতিথি হিসেবে ছিলেন জনাব ফারুক আহমেদ জুয়েল, হেড অব টেকনোলজি, ইনোভেশন ল্যাব, এটুআই, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা। দ্বিতীয় (২য়) কর্মশালাটি গত ১৬ মে ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে যার বিষয় ছিল "বিগ ডাটা, মেশিন লার্নিং এবং আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্সের সমন্বিত ব্যবহার স্মার্ট প্রকল্প ব্যবস্থাপনা"। উক্ত কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড.লতিফা জামাল, অধ্যাপক, রোবটিক্স এন্ড মেকাট্রনিক্স ডিপার্টমেন্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আলোকচিত্রঃ ১৬ মে, ২০২৩ তারিখ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে "৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় 'বিগ ডাটা, মেশিন লার্নিং এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্সের সমন্বিত ব্যবহারে স্মার্ট প্রকল্প ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

৯.৭ দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শনঃ

২০২১-২০২২ অর্থবছরে দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত সূচক বাস্তবায়নে আগারগাঁও এ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘরে অবস্থিত এটুআই এর ইনোভেশন ল্যাব পরিদর্শন করা হয়। পরবর্তীতে ১৭ এপ্রিল ২০২২ তারিখে সিংগাপুরে অবস্থিত ন্যাং ইয়াং পলিটেকনিক ইনোভেশন ল্যাব পরিদর্শন করা হয়।

আলোকচিত্র: আইএমইডি'র ইনোভেশন টিম কর্তৃক সিংগাপুরে অবস্থিত ন্যাং ইয়াং পলিটেকনিক ইনোভেশন ল্যাব পরিদর্শন।

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর কর্মসম্পাদন দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যুনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত সূচক বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে গত ২৩ মে, ২০২৩ তারিখ আইএমইডি'র ইনোভেশন টিম বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ পরিদর্শন করে।

আলোকচিত্র: আগারগাঁও এ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘরে অবস্থিত এটুআই এর ইনোভেশন ল্যাব পরিদর্শনকালে এটুআই ও আইএমইডি'র কমকর্তাবৃন্দ।

বিসিসি'র আওতাধীন NOC (Network Operation Center), SOC (Security Operation Center) এবং NDC (National Data Center) পরিদর্শন করা হয়। উক্ত ডাটাসেন্টারে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ সিস্টেম ও সার্ভার রয়েছে। বিসিসি'র জাতীয় ডাটা সেন্টার (NDC) এ স্থাপিত আইএমইডি'র ই-জিপি সিস্টেম ও ই-পিএমআইএস সিস্টেমের ডাটা রিকভারী সাইট সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়।

দশম অধ্যায়

শুদ্ধাচার

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আইএমইডি এর অর্জন

১০.১ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় শুদ্ধাচার

প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার আওতায় স্ব স্ব ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার আওতায় নৈতিকতা কমিটির সভা আহ্বান ও সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholder) অংশগ্রহণের সভা, শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন, কর্মপরিবেশ উন্নয়ন (স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ/টিওএন্ডইভুক্ত) অকেজো মালামাল বিনষ্টকরণ/পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ ও ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

১০.২ তথ্য অধিকার

তথ্য অধিকার সম্পর্কিত কার্যক্রমের আওতায় স্ব স্ব ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ, তথ্য অধিকার আইনের আওতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ডিও) ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনলাইন প্রশিক্ষণ সম্পাদন, তথ্য বাতায়নে সংযোজিত সংশ্লিষ্ট তথ্যসমূহ হালনাগদকরণ, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯; জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন, ২০১১ এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৭ সম্পর্কে কর্মকর্তা-কর্মচারিদেরকে অবহিতকরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, এবং স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

১০.৩ ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়ন

ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে দাপ্তরিক কাজে অনলাইন রেসপন্স সিস্টেম (ই-মেইল/এসএসএস)-এর ব্যবহার, ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন, দাপ্তরিক সকল কাজে ইউনিকোড ব্যবহার, ই-টেন্ডার/ই-জিপি-এর মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন, চালুকৃত অনলাইন/ই-সেবার ব্যবহার সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা হয়েছে।

১০.৪ সরকারি ক্রয় কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ

সরকারের ক্রয় কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য পিপিএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও পিপিআর ২০০৮-এর বিধি ১৬(৬) অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা ২০১৮-১৯ প্রণয়ন, স্ব স্ব ওয়েবসাইটের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) সেবাবক্স হালনাগাদকরণ এবং সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী নথির শ্রেণি বিন্যাসকরণ করা হয়েছে। ক্রয়ক্ষেত্রে শুদ্ধাচারের আওতায় পিপিএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও পিপিআর ২০০৮-এর বিধি ১৬(৬) অনুযায়ী বিগত অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন করা হয়েছে যা বর্তমান অর্থবছরেও চলমান আছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা শক্তিশালীকরণের আওতায় স্ব স্ব সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী নথির শ্রেণি বিন্যাসকরণ এবং শ্রেণি বিন্যাসকৃত নথি বিনষ্টকরণ করা হয়েছে।

১০.৫ শুদ্ধাচার পুরস্কার

২০১৭-১৮ অর্থবছরে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে আইএমইডি'র সচিব জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম শুদ্ধাচার পুরস্কার অর্জন করেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে সম্মাননা গ্রহণ করেন। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনায় শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করেন জনাব মোঃ হাবিবুল ইসলাম, পরিচালক এবং জনাব মোঃ আব্দুর রব রাসেল, অফিস সহায়ক। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনায় শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করেন পরিচালক, জনাব মোঃ মুজিব-উল-ফেরদৌস এবং অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, জনাব মোঃ আব্দুর রহিম। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনায় শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করেন উপসচিব, জনাব মীর আব্দুল আউয়াল আল মেহেদী এবং সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, বেগম ইয়াসমিন সুলতানা। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনায় শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করেন অতিরিক্ত সচিব, জনাব মোহাম্মদ আবদুল মাননান এবং অফিস সহায়ক, জনাব মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনায় শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করেন সহকারী প্রোগ্রামার, বেগম ছালমা বেগম এবং অফিস সহায়ক, জনাব মোঃ কামাল হোসেন। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনায় শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করেন মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), জনাব মোঃ শোহেলুর রহমান চৌধুরী, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, জনাব মোঃ আবির খাঁন এবং অফিস সহায়ক, জনাব মুহাম্মদ বুলবুল হাসান সরকার ইবনে আজি। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে জাতীয়

শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনায় শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করেন অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), ড.গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, প্রধান (অতিরিক্ত সচিব), জনাব এস এম হামিদুল হক, গাড়ীচালক, জনাব আব্দুর রহিম এবং অফিস সহায়ক, জনাব বি এম নুরুল হক।

১০.৬ শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ সহায়ক কার্যক্রম

শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ সহয়াক অন্যান্য কার্যক্রমের আওতায় জেলা প্রশাসকসহ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং ক্রয়কারী কর্তৃক ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে যাচিত পরামর্শ সেবা প্রদান করা হয়েছে। শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ সহয়াক অন্যান্য কার্যক্রমের আওতায় বিদুৎ পানি ও জ্বালানীর (তেল/গ্যাস) এর সাশ্রয়ী/সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, জেলা প্রশাসকসহ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং সরকারি ক্রয়কারী কর্তৃক ইজিপিতে ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে চাহিত পরামর্শ সেবা প্রদান করা হয়েছে। কর্মপরিবেশ উন্নয়নের আওতায় কর্মপরিবেশ উন্নয়ন (স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ/টিওএন্ডইভুক্ত) অকেজো মালামাল বিনষ্টকরণ এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনায় অর্ন্তভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। শুদ্ধাচার চর্চার জন্য শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ সহয়াক অন্যান্য কার্যক্রমের আওতায় চলমান প্রকল্প পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ/সুপারিশ প্রণয়ন বিষয়ক পর্যালোচনা সভা আয়োজন, ধীরগতি সম্পন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন অবস্থা পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে প্রকল্প ভিত্তিক সভা করা হয়েছে। সরকারি ক্রয় কাজে স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গভর্নমেন্ট টেন্ডারফোর্স ফোরামের সভা আয়োজন করা হয়েছে। ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে প্রকল্প পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত ই-পিএমআইএস সিস্টেমের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ই-জিপি সিস্টেমের কার্যকারিতা ও সম্প্রসারণ বিষয়ক মতবিনিময় সভা করা হয়েছে। শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ সহয়াক অন্যান্য কার্যক্রমের আওতায় সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ধীরগতি সম্পন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন অবস্থা পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে প্রকল্প ভিত্তিক সভা করা হচ্ছে। ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে প্রকল্প পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত ই-পিএমআইএস সিস্টেমের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে এবং ই-পিএমআইএস এর আওতায় প্রকল্প ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান চলমান রয়েছে।

১০.৭ দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন

দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়নের আওতায় নৈতিকতা কমিটির সভা আহবান ও সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়। অংশীজনের (stakeholder) অংশগ্রহণে সভা আয়োজন, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।

১০.৮ সুশাসন প্রতিষ্ঠা

সুশাসন প্রতিষ্ঠার আওতায় জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) বিধিমালা, ২০১৭-এর বিধি ৪ অনুসারে "ডেজিগনেটেড অফিসার" নিয়োগ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার আওতায় উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ এবং অনলাইন সিস্টেমে অভিযোগ নিস্পত্তিকরণ করা হয়।

একাদশ অধ্যায়

ভবিষ্যত প্রক্ষেপণ ও কর্ম-পরিকল্পনা

ভবিষ্যত প্রক্ষেপণ ও কর্ম-পরিকল্পনা

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন, দেখিয়েছেন সোনার বাংলা বিনির্মাণের স্বপ্ন। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র সুদূর প্রসারী ও সুদৃঢ় নেতৃত্বে বর্তমান সরকার একটি ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ-উন্নত সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে। এই কর্মপ্রবাহের স্রোতে প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়নের মাধ্যমে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন করে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্যের হার হ্রাস করে জনগণের জীবনমান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও মধ্যমেয়াদি কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। এসব পরিকল্পনা ও কৌশলের আলোকে প্রতিবছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়ে থাকে।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ প্রকল্প গ্রহণ, প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর মূল্যায়ন করে থাকে। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে আইএমইডি মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রণয়ন, নিবিড় পরিবীক্ষণ ও প্রভাব মূল্যায়নসহ বিভিন্ন বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরকে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি, বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সমস্যা ও সমস্যা উত্তরণে সুপারিশ অবহিত করে থাকে।

আইএমইডি'র সরাসরি সম্পৃক্ততা রয়েছে সবচেয়ে Bottom line এ, প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে। মূলত প্রকল্প বাস্তবায়ন সঠিকভাবে হলে উর্ধ্বমূখী পরিকল্পনাসমূহের প্রক্ষেপণকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে, অন্যথায় নয়।

প্রেক্ষিত পরিপকল্পনা (২০২১-৪১) দলিলের বিভিন্ন অধ্যায়ে টেকসই কৃষি, টেকসই জ্বালানি ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই অবকাঠামো নেটওয়ার্ক এর বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে এবং উচ্চতর প্রযুক্তি নির্ভর উদ্ভবনী চিন্তা ও গবেষণাকে প্রাধান্য দেয়ার কথা বলা হয়েছে। একইসাথে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে রূপকল্প ২০৪১ অর্জনের লক্ষ্যে প্রণীত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-৪১ এর কার্যপদ্ধতি এবং কৌশলের সাথে খাপ খাওয়ানোর লক্ষ্যে আইএমইডি আরও সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণের আবশ্যকতা রয়েছে। আইএমইডি'র ভবিষ্যতে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে, তা হলো:

১. আইএমইডিকে শক্তিশালীকরণের জন্য এর অধীনে প্রকল্প মূল্যায়ন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা;

২. আইএমইডি'র বিভাগীয় পর্যায়ে অফিস স্থাপন;

৩. টেস্টিং ল্যাব স্থাপন;

৪. প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন;

৫. প্রকল্প পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য অনলাইন প্রকল্প মনিটরিং e-PMIS সিস্টেম বাস্তবায়ন করা;

৬. সকল ক্রয়কারীকে ই-জিপি সিস্টেমের আওতায় আনায়ণ;

৭. ক্রয় প্রক্রিয়া, মূল্যায়ন এবং অনুমোদন প্রক্রিয়ার ডিজিটাইজেশন এবং ডিসিশন মেকিং টুল (যেমনঃ স্বয়ংক্রিয়ভাবে মূল্যায়ন কমিটি তৈরি, দরপত্র স্বয়ংক্রিয় মূল্যায়ন ইত্যাদি) তৈরি করা;

৮. Real-time Remote Project Monitoring System এ AI (Artificial Intelligence), ML (Machine Learning) পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের Real-time Physical Progress Monitoring করা;

৯. প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে বিভিন্ন নির্দেশকের প্রকল্প সমূহের Online Assesment চালু করা হবে যাতে সকল প্রকল্পের বাৎসরিক মূল্যায়ন স্কোর সাপেক্ষে প্রকল্পসমূহ ও প্রকল্প পরিচালকদের রেটিং প্রদান করা যায়;

১০. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রকল্পের অগ্রগতি, ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় Automated Project inspection need identification চালু করা হবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

আইন/ বিধিমালা/পরিপত্র/ প্রজ্ঞাপন

আইন/বিধিমালা/ পরিপত্র/ প্রজ্ঞাপন:

সরকারি কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিভিন্ন সময় আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্প পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত আইন/বিধিমালা/পরিপত্র/প্রজ্ঞাপন প্রণয়ন করা হয়। উক্ত আইন, বিধিমালা, পরিপত্র, প্রজ্ঞাপন, ম্যানুয়াল আইএমইডির তথ্য বাতায়নে সন্নিবেশিত আছে।

১. প্রকল্প পরিদর্শন নির্দেশিকা, ১৯৯৫

২. উন্নয়ন প্রকল্প/সেক্টরভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি (পরিপত্র), ২০০৬

৩. পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (পিপিএ, ২০০৬)

৪. পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ (পিপিআর, ২০০৮)

৫. ই-জিপি গাইডলাইন-২০১১

৬. ইলেকট্রনিক Standard Tender Documents (e-STDs)

৭. পরিবীক্ষণ ছক (IMED Formats)

   i. IMED-01/2003 (Revised) (For individual Projects)
   ii. IMED-02/2003 (Revised) (Component-wise Physical and Financial Target for current year)
   iii. IMED-03/2003 (Revised) (For Quarterly Progress Report)
   iv. IMED-04/2003 (Revised) (For Completion Report)
   v. IMED-05/2003 (Revised) (For Monthly Progress Report)
   vi. Proposal for No Cost Time Extension
   vii. Procurement Related Format
   viii. প্রকল্প পরিবীক্ষণ ছক-২০২২
   ix. প্রকল্প পরিবীক্ষণ ছক-২০১৮

৮. পরিবীক্ষণ ম্যানুয়াল/ গাইডলাইন

   i. Guideline for Civil Construction related field
   ii. Part 1: MANUAL ON CONSTRUCTION WORKS (BUILDINGS)
   iii. Part 2: MANUAL ON CONSTRUCTION WORKS (Roads, Bridges and Culverts)
   iv. Guideline for ICT and Related Field
   v. Guideline for Industry, Power & Energy
   vi. Guideline On Education, Health & Nutrition, Family Welfare and Social Welfare
   vii. Guideline for Crops, Fisheries and Livestock
   viii. Guideline for Forestry, Irrigation, Water Resources and Shipping Monitoring & Evaluation Policy Study

৯. রাজস্ব/উন্নয়ন বাজেটের আওতায় পরামর্শক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ/নিজস্ব জনবলের মাধ্যমে চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ (In-depth Monitoring) ও সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন (Impact Evaluation) কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত পরিপত্র।

১০. বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি আইন, ২০২৩

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আলোকচিত্র

জাতীয় দিবসে আইএমইডি

'মহান বিজয় দিবস ২০২২' উপলক্ষ্যে আইএমইডি'র সক্রিয় অংশগ্রহণে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আলোচনা সভা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'বিজয়ের কণ্ঠধ্বনি' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নান এমপি উপস্থিত ছিলেন।

২১ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। দিবসটিতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিকল্পনা কমিশন চত্বরের শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদযাপন উপলক্ষ্যে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে আইএমই বিভাগের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন।

জাতীয় দিবসে আইএমইডি

১৭ মার্চ, ২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন চত্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম শুভ জন্মবার্ষিকী উদযাপন।

আইএমই বিভাগ কর্তৃক ২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৩ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে আইএমই বিভাগে একটি আলোচনা সভা, ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন এবং দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়।

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভা।

জাতীয় দিবসে আইএমইডি

১৫ আগস্ট ২০২৩ তারিখ মঙ্গলবার স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদত বার্ষিকীতে 'জাতীয় শোক দিবস ২০২৩'-এ ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং আইএমইডি কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

০৮ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯৩তম জন্মবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়।

০৫ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। দিবসটিতে ধানমন্ডিস্থ আবাহনী মাঠে প্রাঙ্গণে অবস্থিত বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের প্রতিকৃতিতে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) পক্ষ হতে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করা হয়।

জাতীয় দিবসে আইএমইডি

১৮ অক্টোবর, ২০২২ তারিখ মঙ্গলবার বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ সন্তান শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক ‘শেখ রাসেল দিবস-২০২২’ উদযাপন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়।

১৮ অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে আইএমইডি কর্তৃক আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনী।

'মহান বিজয় দিবস ২০২১' এ জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে আইএমইডি'র উদ্যোগে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদর্শিত ডিসপ্লে।

প্রকল্প পরিবীক্ষণ

আইএমইডি'র সচিব জনাব আবুল কাশেম মোঃ মহিউদ্দিন ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্প "ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট (মেট্রো রেল) (MRT-Line-6)"-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি সরেজমিন পরিদর্শন করেন।

আইএমইডি'র পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-২ এর মহাপরিচালক জনাব মুহাম্মদ আবদুল হান্নান ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সরেজমিন পরিদর্শন করেন।

আইএমইডি'র পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪ মহাপরিচালক জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম গত ২৫ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার পোল্ডার নং ৬৪/১ এ, ৬৪/১ বি এবং ৬৪/১ সি এর সমন্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অংশের স্থায়ী পুনর্বাসন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্প পরিদর্শন করেন।

প্রকল্প পরিবীক্ষণ

১৭/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সচিব জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী মহোদয় কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহুলেন সড়ক টানেল নির্মান (১ম সংশোধিত) প্রকল্প কাজ পরিদর্শন করেন।

আইএমইডি'র পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-২ এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ জহির রায়হান গত ১৭-১৮ জুন ২০২৩ তারিখ পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় রূপদিয়া স্টেশনে রেলপথ ও মধুমতি রেলসেতু নির্মাণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

আইএমইডি'র পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬ এর মহাপরিচালক জনাব মু: শুকুর আলী বিমানবন্দরের ৩য় টার্মিনাল ভবনের নির্মাণ কাজ ও ৩য় টার্মিনাল ভবনের সাথে এলিভেটেড রোড নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থল পরিদর্শন করেন।

চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন বিষয়ক জাতীয় কর্মশালা

আইএমইডি কর্তৃক আয়োজিত ২০২২-২৩ অর্থবছরের নির্বাচিত চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত ওরিয়েন্টেশন কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নান এমপি।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে ২৮ মে, ২০২৩ তারিখে ‘দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে ৩০ মে, ২০২২ তারিখে “ন্যাশনাল হাউজহোল্ড ডাটাবেইজ (এনএইচডি) (৪র্থ সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন বিষয়ক জাতীয় কর্মশালা

০৭ জুন, ২০২৩ তারিখ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে 'আশ্রয়ন-২ (৪র্থ সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

আইএমইডি কর্তৃক আয়োজিত ২০২০-২১ অর্থবছরের নির্বাচিত চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত ওরিয়েন্টশন কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নান এমপি।

PEDP-4 প্রোগ্রামের DLI (Disbursement Linked Indicator) Target Verification এর উপর একটি জাতীয় কর্মশালা।

সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে উন্নয়ন

৭ মার্চ ২০২৩ তারিখে মিশরের সরকারি ক্রয় বিষয়ক একটি প্রতিনিধিদল বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) প্রবর্তিত ই-জিপি সিস্টেম সম্পর্কে জানতে দুই দিনের সফরে বাংলাদেশে আগমন। আইএমই বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে মিশরের সরকারি ক্রয় বিষয়ক প্রতিনিধি দল।

পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নান এমপি ০৭ অক্টোবর ২০২১ তারিখে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত পাবলিক-প্রাইভেট স্টেকহোল্ডার কমিটির (পিপিএসসি) ১৪ তম সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

সরকারি ক্রয়চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারি ক্রয়কারী দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, দরদাতাগণ এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দসহ স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিগণের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত একটি নাগরিক সম্পৃক্ততা বিষয়ক কর্মশালা।

সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে উন্নয়ন

টেকসই সরকারি ক্রয় নীতির খসড়া চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে ১৬ মার্চ ২০২৩ তারিখে এনইসি সম্মেলন কক্ষে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

আইএমইডির আওতাধীন সিপিটিইউ কর্তৃক পরিচালিত ই-জিপি সিস্টেম আন্তর্জাতিক মান সংস্থা'র (আইএসও) ISO/IEC ২৭০০১:২০১৩ সনদ অর্জন করে।

নারায়ণগঞ্জে অনুষ্ঠিত সাংবাদিকবৃন্দের জন্য সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা।

প্রশিক্ষণ/ কর্মশালা/ সেমিনার

২০ আগস্ট ২০২৩ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক 'গ্রামীণ রাস্তা-ঘাট ও ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণ সংক্রান্ত কাজ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন' শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়।

আইএমইডি ইনোভেশন টিম কর্তৃক আয়োজিত চলমান পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার আধুনিকায়নের জন্য ড্রোন ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

১৩ অক্টোবর ২০২২ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক 'নথি ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণ/ কর্মশালা/ সেমিনার

আইএমইডি কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে আয়োজিত সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণের ৪টি ব্যাচের এসাইনমেন্ট ও ফটো-কনটেস্টের ফলাফল ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের স্থিরচিত্র।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের একটি চিত্র।

আইএমইডি কর্তৃক আয়োজিত একটি অনলাইন লার্নিং সেশন।

শুদ্ধাচার/ এপিএ/ ইনোভেশন কার্যক্রম

কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের কর্তব্যনিষ্ঠা, দক্ষতা ও সময়ানুবর্তিতাসহ ভালো কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রতি বছর আইএমইডি কর্তৃক নির্বাচিত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর সাথে আইএমইডি'র সচিব জনাব আবুল কাশেম মোঃ মহিউদ্দিন।

২৩ জুলাই, ২০২৩ তারিখে আইএমইডি'র ২০২৩-২৪ অর্থবছরের স্বাক্ষরিত এপিএ'র সূচকসমূহের সেক্টরভিত্তিক বিভাজন সংক্রান্ত একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আইএমইডি ইনোভেশন টিমের সভা।

শুদ্ধাচার/ এপিএ/ ইনোভেশন কার্যক্রম

২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২৩-২৪ অনুযায়ী সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে 'স্মার্ট বাংলাদেশের ধারণা, প্রস্তুতি ও প্রয়োগ' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ অনুযায়ী সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত একটি সভা।

মাসিক সমন্বয় সভা/ এডিপি পর্যালোচনা সভা

আইএমইডি'র মাসিক সমন্বয় সভার একটি স্থিরচিত্র।

আইএমইডি'র আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের এডিপি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা সভা।

২১ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখে বরিশাল বিভাগে এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

নান্দনিক আইএমইডি

আইএমইডি'র মূল ভবনের প্রধান ফটক।

আইএমইডি'র অভ্যন্তরে সবুজের সমারোহ।

সবুজে ঘেরা আইএমইডি প্রাঙ্গণ।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

(আইএমইডি)

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার